ISSN 0971-8885 জানুয়ারি ২০১১ □ ২০ টাকা

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

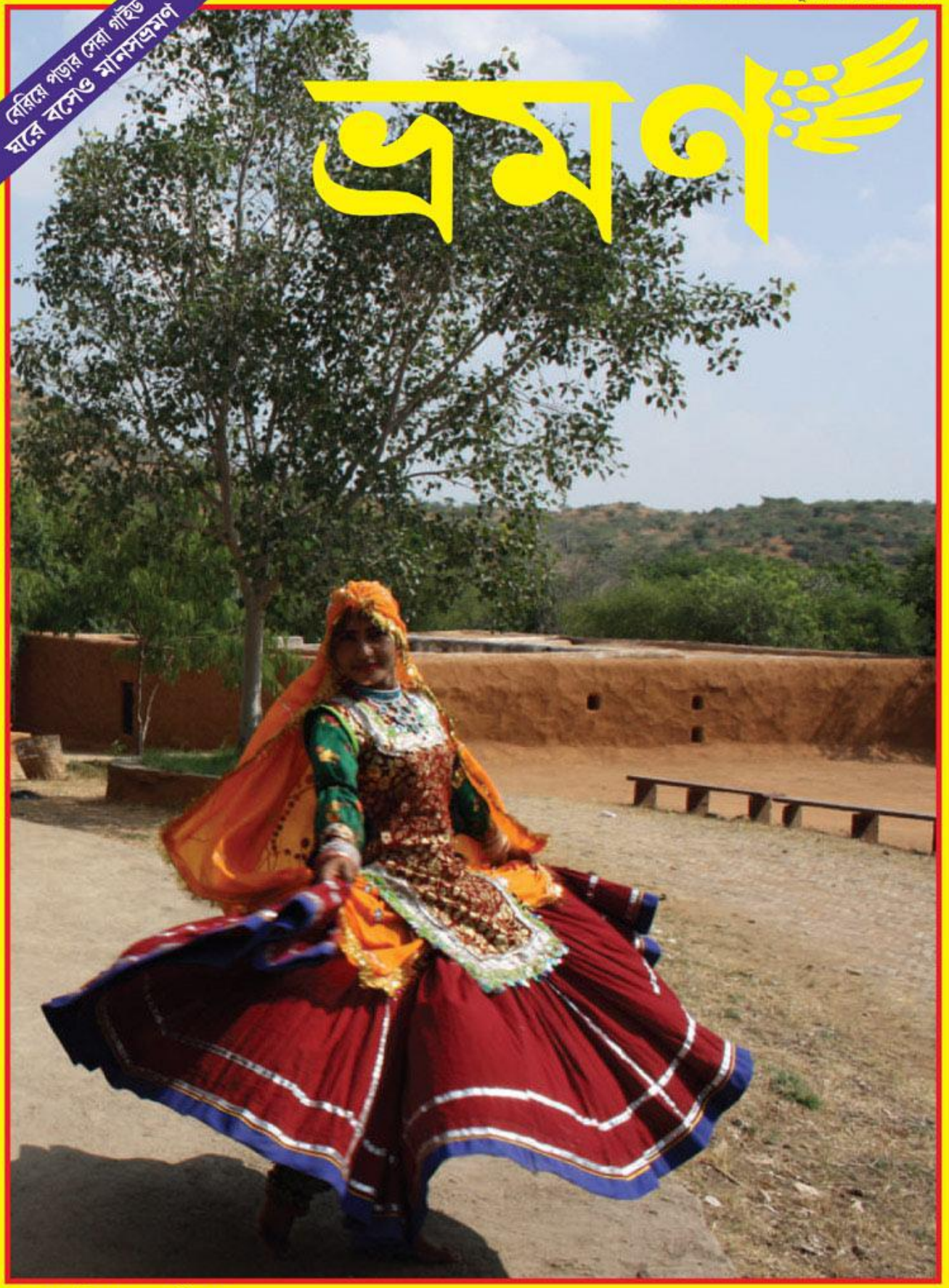

রাজস্থানের উদয়পুরের কাছে শিল্পগ্রামে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

প্রত্যক্ষ করুন ঐতিহ্যকে
অনুভব করুন বাংলাকে

রূপসী বাংলা
westbengaltourism.gov.in

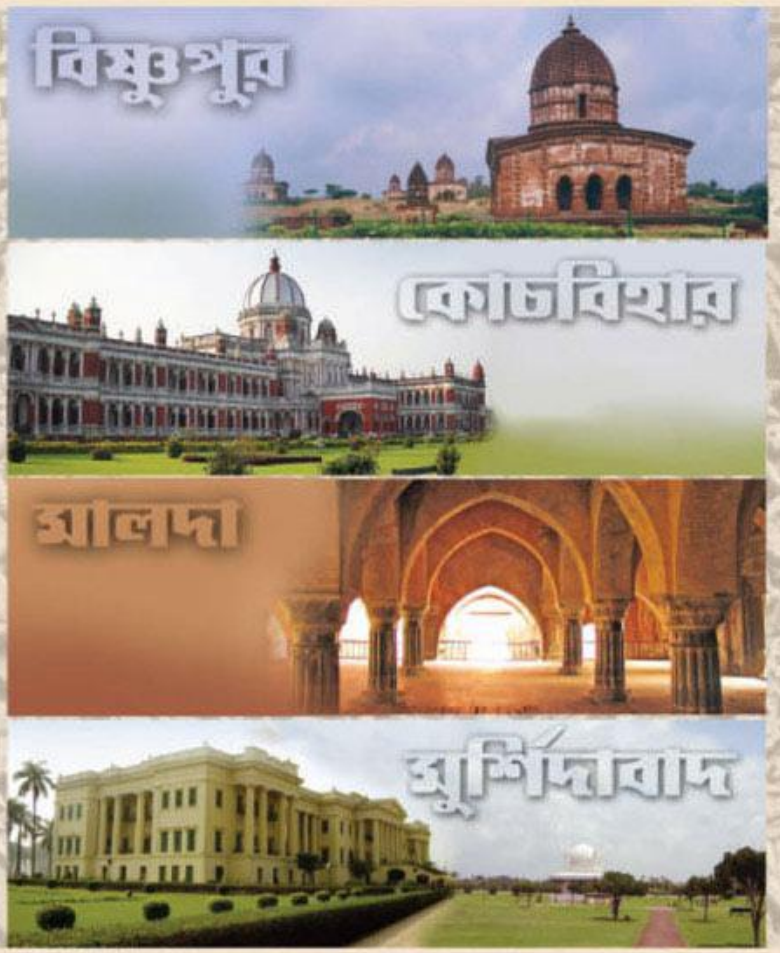

www.westbengaltourism.gov.in

বাংলা বহন করে চলেছে সুমহান ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। **মালদার গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে** প্রাচীন সৌধের গৌরব গাঁথা, **বিষ্ণুপুরের** অনন্য টেরাকোটা স্থাপত্য, **কোচবিহারে** মহারাজাদের প্রাচীন প্রাসাদের রাজকীয় সৌন্দর্য এবং **মুর্শিদাবাদের** মসজিদ ও প্রাসাদ নবাবীয়ানার সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে।

আসুন, দেখুন আর নতুন করে আবিষ্কার করুন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণচ্ছটা।

PPS-10

ভ্রমণ ও থাকার জায়গা আরক্ষণের জন্য যোগাযোগ করুন
পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
পর্যটন কেন্দ্র ৩/২ বি.বি.ডি. বাগ (ই), (স্টিফেন হাউসের নিকটে), কলকাতা-৭০০০০১
ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৪৮৫১৫৮, ফোন : ০৩৩-২২৪৩৭২৬০, ২২৪৮৮২৭১, ৪৪০১২৬৫৯/৬০/৬১/৬২/৬৫
মোবাইল : ৯০৫১০৫৭২৭২, ৯০৫১৪৬৬২২৭, ৯০৫১৪৬৬২৫৮

অনলাইন বুকিং
ডব্লুবিটিডিসি ট্যুরিস্ট লজ এবং নির্বাচিত প্যাকেজ
মাস্টার/ভিসা ক্রেডিট কার্ড এবং ভিসা ডেবিট কার্ড-এর
মাধ্যমে **www.westbengaltourism.gov.in**
থেকে করাতে পারেন

পর্যটন অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২, ব্রাবোর্ন রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-২২২৫ ৪৭২৪
ই-মেল : **director.tourism@gmail.com**

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

কোনও কোনও গ্রাহক 'শারদীয় ভ্রমণ' পাননি জেনে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। যাঁরা পত্রিকা পাননি তাঁদের ন্যায্য ক্ষোভ আমরা বুঝতে পারি। বিশেষ করে বিশেষ সংখ্যা ও তার সঙ্গের বিনামূল্যের ভিসিডি না পৌঁছলে খুবই দুঃখ ও রাগের কারণ হয়। এই অনিশ্চয়তা দূর করতে 'ভ্রমণ'-এর বিশেষ সংখ্যাগুলি আমরা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। এই বাড়তি ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য হবে—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৩৫০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৯০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,০৫০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে বাড়তি খরচ লাগবে।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** swarnakshar.prakasani@gmail.com

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending ☐ Rs. 300 ☐ Rs. 350 ☐ Rs. 900 ☐ Rs. 1,050 towards my subscription to BHRAMAN* for ☐ One year ☐ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No.:.....

*পুজোর গাইড সংখ্যা (৮০ টাকা) ও শারদীয়া সংখ্যা (৮০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।

মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
চতুর্থ মুদ্রণ। **১৫০ টাকা**

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ। দাম ৯০ টাকা

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ। ১৫০ টাকা

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। **৭৫ টাকা**

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **১২০ টাকা**

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা। **৬০ টাকা**

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। **৬০ টাকা**

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে।
সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য। **৬০ টাকা**

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। দ্বিতীয় মুদ্রণ। **১০০ টাকা**

সাতরাজ্যের সফরসূচি
সচিত্র ভ্রমণ গাইড। **৫০ টাকা**

বাংলায় বিদেশি সাহিত্য

নীল পাহাড় পেরিয়ে
মোঙ্গোলিয়ার এখনকার বিশিষ্ট কবি **গোম্বোজাভিন মেনদয়োর** নতুন রূপকথা।
সঙ্গে সেদেশেরই শিল্পীর আঁকা রঙিন ছবি।
বাংলায় অনুবাদ করেছেন: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
দাম ৬০ টাকা

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ**
দাম ৬০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। **৩৫০ টাকা**
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। **২৭৫ টাকা**

কাজের বই

কাজের বাংলা
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
যাঁরা সরকারি চাকরি করছেন বা সরকারি চাকরির জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁদের সকলের জন্যই কিংবদন্তি কবির লেখা এই বই। **৩০ টাকা**

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। **৬০ টাকা**

পেশার দিশা
প্রশ্নোত্তরে হাজারো পেশার হাজারো তথ্য
উত্তর দিয়েছেন বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞরা। **৬০ টাকা**

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই
তুতুল ২৫ টাকা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি। **১৫ টাকা**

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। **১৫ টাকা**

চড়ুইয়ের সঙ্গে ১৫ টাকা

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ১৮ টাকা

পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ১৫ টাকা

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
নানা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। **৫০ টাকা**

শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। **৩০ টাকা**

আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ। **৫০ টাকা**

হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। **৪৫ টাকা**

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। **৪০ টাকা**

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। **১৫ টাকা**

ঋষিকুমার ২০ টাকা
পাখির খাতা ২০ টাকা
আমার বনবাস ১২ টাকা
তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা ১৫ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
কবিতার বই
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই। **৩০ টাকা**

গল্পসংকলন
নিমফুলের মধু
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। **৬০ টাকা**

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। **১৫০ টাকা**

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: swarnakshar.prakasani@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান: দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান, বুকস অ্যান্ড বিয়ন্ড ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

PANWAYS
Holidays

Sundarban
The Island of West Bengal

Any Day Sundarban with Panways : 1 N/2 D & 2 N/3 D

Explore the world's largest mangrove forest and its wildlife. Cruise in luxury boat in the back water. Night stay at resort, spend your time in the evening by watching local cultural programme.

Sundarban is declared as a Biosphere Reserve as well as World Heritage Site by UNESCO in 1997. With us you can visit with leisure in the core area of Sundarban like Burir Dabri, Netidhopani, Dobanki etc.

The Master Plan of
our New Eco-friendly Tourism Project
"Sundarban Gateway Resort",
will be opened shortly within January 2011.

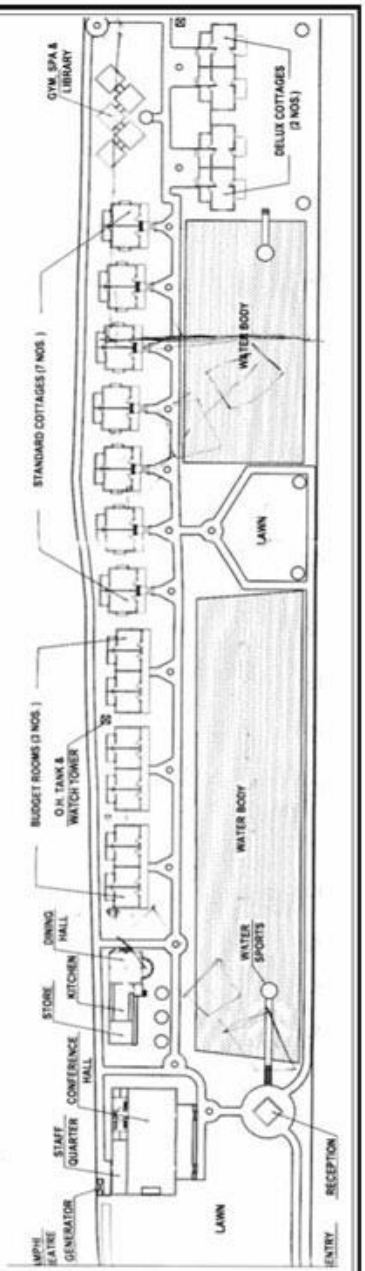

Panways Group of Hotels

লাভা
গ্রিন প্যালেস

রিশপ
গ্রিন পিক

রিনচেনপং
রিক্রিউয়

সপ্তাহান্তে

দীঘা, বকখালি, মন্দারমণি, জুনপুট,
তাজপুর, শঙ্করপুর, মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতন,
মুর্শিদাবাদ, চাঁদিপুর, গোপালপুর, পুরী, দেওঘর,
রাঁচি, ঘাটশিলা, মুরগুমা

87, Lenin Sarani (Near Moulali), Gr. Fl. Kolkata-700 013.
Tele-fax: (033) 2217-4374 Ph: 2227-7400, (M) 94330 13707, 94323 33643, 94320 13462.
E-mail: panways@yahoo.com □ panways@gmail.com Website: www.panwaystravels.com, www.panways.in

Lake Town	P159, Lake Town Block-A, Gr. Fl., (Opp. Book Fair-inside UCN office), Kolkata-700 089. (M) 98310 22344	Vivekananda Park	P-459A, Hemanta Mukherjee Sarani, Kol-29 (Opp. Lake Girls School). M: 94320 13462

ভ্রমণ

সূচিপত্র

অষ্টাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা জানুয়ারি ২০১১ ১৬ পৌষ - ১৬ মাঘ ১৪১৭

38 ধূপঝোরার গাছবাড়িতে
শংকরলাল সরকার

46 বরফাবৃত সারাহান
অশোক দিলওয়ালি

42 মদমহেশ্বর যাত্রা
স্বপ্না রায়

14 আলিপুরদুয়ার হয়ে রসিকবিল
রবীন চক্রবর্তী

22 ২০টি পিকনিক স্পট
নিজস্ব প্রতিনিধি

30 সান্দাকফু গৈরিবাস
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

70
কোটায় দশেরা উৎসব
অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়

নিয়মিত বিভাগ

10 প্রধান সম্পাদকের কথা 12 একনজরে ছয় ভ্রমণ
28 পাঠকের পাতা 49 ভ্রমণশব্দছক
48 কলকাতার কয়েকটি জরুরি পর্যটনঠিকানা
52 ভ্রমণজিজ্ঞাসা 62 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
67 বনের পাতা 68 রেল-বিমান
74 তথ্যেচিত্রে জামনগর 76 হলিডে হোম
78 নোটবই 80 ফিরে দেখা

34 দেওরিয়াতালে একবেলা
মিতা দত্ত

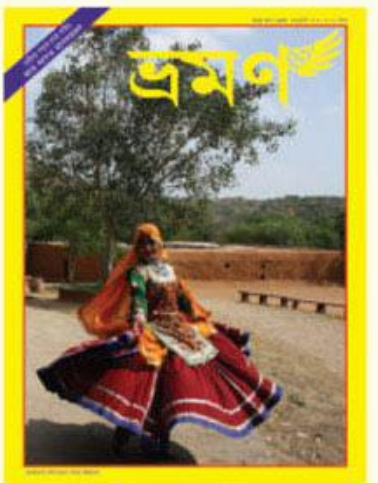

55
ডাবলিনে দুটি দিন
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

50 ঘরের কাছেই আঁটপুর
শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়

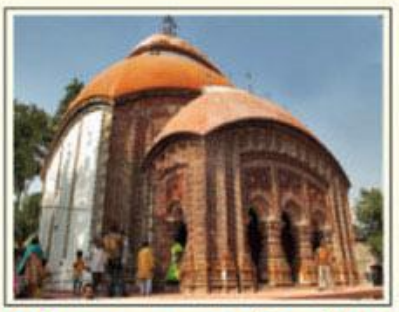

প্রচ্ছদ পরিচিতি: *রাজস্থানের উদয়পুরের কাছে শিল্পগ্রামে লোকনৃত্য শিল্পীর এই ছবিটি তুলেছেন* ***সুধীর কাঞ্জিলাল***

67
বনের পাতা

74
তথ্যেচিত্রে জামনগর
ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**
শিল্প নির্দেশনা **রুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

দাম ২০ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism

29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818 **Fax:** 2287 6448
E-mail: bhraman.travelmag@gmail.com
www.ebhraman.com
www.bhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১১
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

নেকড়ের চোখ

দানিয়েল পেনাক

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ: মৈত্রেয়ী নাগ

ছেলের নাম আফ্রিকা, নেকড়ের নাম নীলনেকড়ে। কোথায় কী করে দুজনের দেখা হল, আফ্রিকার মরুভূমি আর আলাস্কার তুষারভূমিতে কতদিন কীভাবে কাটল তাদের— সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। স্বপ্নে দেখা ঘটনা, তা সে যত অবাস্তবই হোক, যেমন মনে হয় সত্যি ঘটছে, এই গল্পের ঘটনাগুলোরও তেমনই একটা বিশ্বাস করানো মায়াবল আছে। বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক দানিয়েল পেনাক ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। **দাম ৬০ টাকা**

নীল পাহাড় পেরিয়ে

গোম্বোজাভিন মেনদয়ো

অনুবাদ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

গোবি মরুভূমির আলাগ-বার মরূদ্যানে আলতান বোম্বারাই আর মুঙ্গুন বোম্বারাইয়ের বাড়ি। রাজা আলতাই সুম্বের আর রানি ওয়ু সুন্দেল তাদের বাবা-মা। আলাগ-বার মরূদ্যানে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দিল, রাজা-রানি আর তাদের ছেলেরা তাদের ঘর-সংসারের সব জিনিসপত্তর উট ঘোড়া গাধার পিঠে চাপিয়ে একদিন ভোরের আলো ফোটার আগে সবাই মিলে মিছিল করে নীল পাহাড়ের দিকে রওনা হল। এই শোভাযাত্রা এতই লম্বা যে, মিছিলের সামনেটা যখন খাঙ্গাই পাহাড়সারি পার হয়ে যাচ্ছে, শেষভাগ তখনও গোবি মরুভূমির কুয়াশার মধ্যে থেকে বেরতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের সবার কী হল— তাই নিয়েই এই টানটান কাহিনী। মোঙ্গোলিয়ার এখনকার বিশিষ্ট কবি গোম্বোজাভিন মেনদয়োর নতুন রূপকথা। সঙ্গে সেদেশেরই শিল্পীর আঁকা রঙিন ছবি। **দাম ৬০ টাকা**

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** swarnakshar.prakasani@gmail.com
প্রাপ্তিস্থান: দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান, **বুকস অ্যান্ড বিয়ন্ড** ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

ভ্রমণবার্তা

হোটেল/রিসর্ট

MARK EXPLORER

মন্দারমণিতে মার্ক সম্রাট ইন, তাজপুরে লেক ভিউ রিসর্ট, দীঘায় মার্ক ইন্দ্রলোক। এছাড়া সারা ভারতের হোটেল বুকিং করা হয়, সঙ্গে রকমারি ভ্রমণমোড়ক। কলসদ্বীপ সহ সুন্দরবন প্রতি সপ্তাহে। Ph: 2454-9410, 98744-58874, 94774-90803. 21A Rani Sankari Lane, Kolkata-26.

Green Valley Resort Uttarey-Sikkim

Green Valley resort offers all the comforts of stay & food, room with attached bath & balcony for panoramic view of Uttarey Valley & Mountain 160. K M from Siliguri contact **S. B. Subba and family** (M) 97330 84992/97331 65507 **Kolkata booking Rakesh** (M) 92315 12634/98042 72589 for trekking mountaineering /Village stays/customized tour packages all over Sikkim/nature camping.

ট্যুরমেটের সঙ্গে ডুয়ার্স কার্নিভাল ২২ জানুয়ারি

পুরী, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, উত্তরে সহ সমগ্র সিকিম ও ডুয়ার্সে হোটেল ও আপনার পছন্দমতো দিনে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। শীতের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপভোগ করতে চলুন বরফাবৃত হিমাচল ও ঘরের কাছে সান্দাকফু। ট্যুরমেট, ১১১, শহিদ গণেশ দত্ত রোড, বিরাটি, কল-৫১, ৫৩০, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮, Ph: 98310 08893, 90620 18813.

কুমায়ুনে একমাত্র বাঙালি ট্র্যাভেল এজেন্সি ও হোটেলিয়র

নৈনিতাল, রানিখেত, আলমোড়া, কৌশানি, বিনসর, চৌকরি, মুন্সিয়ারি, পাতাল ভুবনেশ্বর, অ্যাবট মাউন্ট, পিথোরাগড়, লোহাঘাট, করবেটে— হোটেল, গাড়ি/বাস বুকিং এবং করবেট সাফারি বুকিং করতে পারেন। SUNITI TOUR & TRAVELS, Tallital, Mall Road, Nainital, (M) 095685 10275, 098972 09933, 094519 45541, Kol (M) 98301 10177, 98745 26617. E-mail: little_sparrow 88@yahoo.com website: www.sunititravels.com

মা তারা ট্যুরস হোটেল বুকিং

তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন, দীঘা, পুরী, মন্দারমণি। সুন্দরবন প্যাকেজ প্রতিদিন। AC, Non AC Car Rental. দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরি, বেনারস হোটেল বুকিং। 4/16, Fern Road, Kolkata (Beside Kamala Chatterjee Girls School), Ph: (033) 6444-4115, 97484-21804. mail: maatara travels@rediffmail.com

সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

দীপ রিসর্ট, গ্র্যান্ড ডিলাক্স, দ্বীপগঙ্গা, (পুরী), সং অব দি সি (গোপালপুর), লিভ সি ভ্যালি (মন্দারমণি), হোটেল নেস্ট (শঙ্করপুর), কমলা রেসিডেন্সি (দীঘা), ইয়াংকি রিসর্ট (লাভা), প্যারাডাইস প্লাজা (লোলেগাঁও), প্যারাডাইস ভিলা (রিশপ), হোটেল জোডিয়াক (দার্জিলিং)। হোটেল বুকিং ও প্যাকেজ— ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 2262-1849/2820, helpline: 98308-52068/99033-11361. Visit: www.sonalitourntravels.com

সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

গ্যাংটক, পেলিং, ইয়ুমথাং, রাবংলা, রিনচেনপং উত্তরে, পেডং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, হরিদ্বার, মুসৌরি, দিল্লি, বেনারস, নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, সিমলা, মানালি, ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ, জব্বলপুর, পাঁচমারি, খাজুরাহো, ভূপাল সহ সারা ভারতের হোটেল ও প্যাকেজ: ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 2262-2820/2262-1849, helpline: 98310-37788/ 98308-50105. Visit: www.sonalitourntravels.com

হোটেল/রিসর্ট

DREAM HOLIDAYS

রিনচেনপং, উত্তরে, হি বারমিওক, বিক্সথাং, ওখরে, ভার্সে, বোরং, ইয়ংগাং, লাচুং, লাচেন, গুরুডোমোর, ইউমথাং সহ সমগ্র সিকিমের নানা জানা-অজানায় আমাদের সঙ্গে। উইকএন্ডে আপনার পছন্দমতো দিনে চলুন পুরী, দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুর ও সুন্দরবন। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যেমন প্যারাসেলিং, ফোর্স ক্লাইম্বিং, কোস্টাল ট্রেকিং, সি রাফটিং, সি কায়াকিং, জর্বিং করানো হয়। 2/58, সুর্যনগর, কল-৪০, Ph: 98307-05512/94330-68031. E-mail: holidays-d@yahoo.com

নীড় হলিডেজ

নিজস্ব হোটেল, ভাইজ্যাগে R K বিচে 'রয়্যাল বিশাখা', বেনারসে দশাশ্বমেধ রোডে 'গঙ্গাভিউ', হরিদ্বারে হর কি পৌড়ি পার্শ্বস্থ 'বিশ্বনাথ', মুসৌরিতে ম্যালের কাছে 'অ্যাভেনেল প্যালেস', মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির পার্শ্বস্থ 'রাধিকা', আগ্রাতে তাজমহলের নিকটে 'তাজ এলাইস', ওল্ড ও নিউ দীঘায় সোনালি (হলিডে হোম) ও মেনকা লজে বুকিং চলছে। এছাড়া দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, নৈনিতাল, দিল্লি, আরাকু, হায়দ্রাবাদ, বকখালি, দেওঘরের কাছে ও দূরে বুকিং করা হয়। 2 No. Brabourne Road, Beside Lal Bazar Head Qtrs, Kol-01, 98305-73143\2235-6824.

প্যাকেজ ট্যুর

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

সিমলা, মানালি, সাংলা, কল্পা, নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, মুন্থই, গোয়া, পাঁচমারি, খাজুরাহো, বান্ধবগড়, কানহা, দিল্লি, আগ্রা, মুসৌরি, বেনারস, হরিদ্বার, এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম, অন্ধ্র, ওয়াহাটি, শিলং, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, ডুয়ার্স, কাশ্মীর, ভুটান, দীঘায় হোটেল বুকিংয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আন্দামান যে-কোনওদিন। 2, Ganesh Ch. Avenue, Commerce House, 1st Floor, Chamber-7 & 7A, Cabin No. 11, 98304 32868, 99032 20582.

ট্র্যাভার্সের হোটেল, প্যাকেজ ট্যুর

অন্য স্বাদের ভুটান, ডুয়ার্স, পুরী, শান্তিনিকেতন। এছাড়াও মানালির ভিড় এড়িয়ে নিভৃতে রাত্রিবাস। হোটেল বুকিং: ট্র্যাভার্স ট্রেকস অ্যান্ড ট্যুরস, ২১/সি, প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলকাতা-৬, ফোন: ৯০৬২৭-৫০০৮৫, ৯৬৭৪৩-৩১০১০। ওয়েবসাইট: www.traverse.webs.com, ই-মেল: traversetreksntours@gmail.com

সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

ডুয়ার্স (১৮/৩, ১৪/৪, ২২/৪, ২১/৫, ৩১/৫) লাভা/লোলেগাঁও (১৫/২, ২৫/৩, ২১/৪, ২০/৫, ৩০/৫) গ্যাংটক-পেলিং-ইউমথাং (১/৪, ২৫/৪, ১৬/৫, ২৯/৫, ১/৬) সিমলা-মানালি (২০/৪, ২১/৫, ২৬/৬) নৈনিতাল (১৪/৩, ১৮/৪, ১৬/৫) পুরী-গোপালপুর (যে-কোনও দিন) মন্দারমণি (যে-কোনও দিন)। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলি-১। Ph: 2262-2820/1849. Helpline: 98308-50105. www.sonalitourntravels.com

পরিযায়ী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

গ্যাংটক 11/2/2011, পুরী 4/2, 18/2/2011, নৈনিতাল 10/2, 25/2, ডুয়ার্স 16/2, 25/2, ভাইজ্যাগ-আরাকু 16/2, 27/2. সারা ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 3/9C, Gouri Bari Lane, Kol-4. 3261-8553/ 95473-08446. www.parijayetours.com

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নানাবিধ প্যাকেজ ও হোটেল। রাজস্থান, দক্ষিণ ভারত, মধ্য ভারত, উত্তর ভারত, গোয়া-মহারাষ্ট্র, হিমাচল, কুমায়ুন, নেপাল, মেঘালয়, অরুণাচল, সিকিম, ডুয়ার্স, কেদারবদ্রী, লে-লাদাখ, অমরনাথ, আন্দামান, সুন্দরবন। 60, লেনিন সরণি (২য় তল), কলকাতা-700 013, Ph: 2227-1850/2226-6873, (M) 94331 86406.

প্যাকেজ ট্যুর

EASTERN TOURISM

Specialist in Sunderban Tours Govt. & Pvt. Hotel Booking. India. দীঘা, শঙ্করপুর, বকখালি, মাইথন, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর, তারাপীঠ, রায়চক, গাদিয়াড়া, ফলতা, শান্তিনিকেতন, তাজপুর ও মন্দারমণির সব হোটেল ও রিসর্ট। www.easterntourism.net, 2455-1491/91431-50273.

মা দুর্গা ট্র্যাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

অল্প খরচে সবার সেরা কিন্নর সহ সিমলা মানালি 26/2, 5, 12, 19, 31/3, 14, 17, 24/4, 15, 22/5 কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী 26/2, 12, 19, 31/3, 14, 24/4, 15, 22/5. হরিদ্বার সহ দুইধাম 20/8, 15/5. গোয়া প্রতি শনিবার, তারকাযুক্ত বিচ রিসর্টে বাঙালিয়ানা। গুয়াহাটি, শিলং, কাজিরাঙা। প্রতি শুক্রবার। সঠিক মানে/দামে সারা ভারতে নেপাল ও ভুটানে হোটেল/গাড়ি, ৩, ব্যারেটো লেন (দ্বিতল), কলি-৬৯ (বি-বা-দী-বাগ)। Ph: 2213-1247/ 94338-34350.

Season 4

গৌতমবুদ্ধের নিজের দেশে (11/2/11) দলে বলে অরুণাচলে (19/5, 26/5) হই হই করে কাশ্মীরে (14/5, 23/5) সুন্দর কিন্নর (14/5, 22/5) পুণ্যতীর্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ (22/5) এবারে হরিদ্বারে (22/5) কাঞ্চনজঙ্ঘা (21/5)। শীতের পিকনিক ও অ্যাডভেঞ্চার sports. সুন্দরবন প্যাকেজ প্রতিদিন ও উইকএন্ডে ডায়মন্ডহারবার। আন্দামানের বিশেষ প্যাকেজ। Season 4, Leisure, Holidays & Entertainment, 58A, Hindustan Park, Kolkata-29, email: season4-holidays@rediffmail.com, PH: 6548-2804/98308-77017/98308-00590/98308-81885/94331-67495.

'গৌরবময় ভাষা দিবস ও বইমেলার বিরল অভিজ্ঞতা' চলুন বাংলাদেশ

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জগৎখ্যাত লড়াইয়ের ফল ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎসব এবং ওই সময়েই আবার বাংলাদেশ বইমেলা। চলুন ট্যুরমেটের সঙ্গে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১, বাঙালির এই গৌরবের দিনে উপস্থিত থাকতে বাংলাদেশে। সেইসঙ্গে অবশ্যই থাকছে রাঙামাটি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ, চট্টগ্রামের সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও এখন এপার বাংলায়, জন্ম ওপার বাংলায় সেইসব বিখ্যাত বাঙালির স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থানে। ট্যুরমেট: 98310 08893, 90620 18813, ১১১, শহিদ গণেশ দত্ত রোড, বিরাটি, কল-৫১, ৫৩০এ, যোধপুর পার্ক মার্কেট, কল-৬৮।

দিগন্ত ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস (কেষ্টপুর)

সিকিম -10 দিন - (7,200/-) / ডুয়ার্স - 7 দিন - 6000/-)/ কুমায়ুন - 12 দিন - (9,500/-) / কাশ্মীর - 13 দিন - (10,500/-) হিমাচল 13 দিন - (10,500/-) রাজস্থান - 13 দিন -(10,500/-) মধ্যপ্রদেশ - 12 দিন - (10,000/-) / বাংলাদেশ - 10 দিন - (12,500/-)/ এছাড়া, দার্জিলিং, গ্যাংটক, লোলেগাঁও ও দীঘায় নিজস্ব হোটেল। KESTOPUR, Kol-700 101 (Opp. S D Tower), PH:98301-33511/98049-79414/. E-mail: digantatour@gmail.com

আমাদের সঙ্গে মুক্তিনাথ ও মানসসরোবর

মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, কৈলাস মানসসরোবর সহ সমগ্র নেপালে আমাদের আনাগোনা। এছাড়া আপনার বাড়ির বয়স্ক-বয়স্কাদের নিয়ে ধর্মীয় ভ্রমণ; নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। Traverse Holidays & Leisure, 34, Rifle Range Rd, Kol-19. (M) 98302-47883, email: traverseholiday@gmail.com

প্রধান সম্পাদকের কথা

বুক ভরে শ্বাস নেওয়া, মন খুলে কথা বলা, ধীর লয়ে দিনযাপন— এ সবই যেন আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

এখন কে আর নিজের হাতে বন্ধুকে দীর্ঘ চিঠি লেখার কথা ভাবে! কে আর কাজের আওয়াজ ভুলে উদাসী হাওয়ার মতো নিজের খেয়াল-খুশিতে ভেসে যেতে পারে! আপনজনদের দেওয়ার মতো সময়েরও আজ বড় অনটন।

এই বাধ্যতামূলক বাস্তবতা থেকে ভ্রমণ আমাদের মুক্তি দেয়। দিনানুদিনের স্বার্থান্ধ সংসারজীবন থেকে ভ্রমণ আমাদের নিয়ে যায় আনন্দময় বিশ্বজীবনে। এ যেন স্বার্থপরতার ক্লেশ থেকে উদারতার শান্তির দিকে যাত্রা। দৈনন্দিনের

বিষমতা থেকে প্রকৃতির সুষমার পথে পা বাড়ানো।

দূরেই হোক, অদূরেই হোক আর বহুদূরেই হোক, ভ্রমণে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়, ফিরে পায় নিজের অন্তরের সত্তাকে। ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়াও মিলতে পারে অরূপরতন। আমাদের ঘরের পাশেই তো আরশিনগর, সেথায় পরমাশ্চর্য পড়শির বাসা।

ঘরের পাশেই শুধু নয়, শহরের কাছেও কত অপরূপ সব অঞ্চল— আমাদের যাওয়াই হয় না। দক্ষিণবঙ্গে শুধু নদীপথেই এই তীরে ওই তীরে কত জলরঙে আঁকা ছবি! আমাদের দেখা হয় না। এক সময়ে এইসব নদীতে ঘোরা আমার প্রায় নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মাতলা, বিদ্যা, রায়মঙ্গল, ঠাকুরান, সপ্তমুখানি কী সব নদীর নাম! নদীর ধারে একেকটা গ্রাম যেন সহজ-সরল ছবি। যেন রূপকথা। নৌকো যত কাছে আসে ছবিও তত ভেঙে যায়, রূপকথার রেশ মুছে যায়। কৈশোরে সেও এক আশ্চর্য আবিষ্কার।

কয়েক মাস আগে মুড়িগঙ্গায় মর্মান্তিক ট্রলারডুবি প্রসঙ্গে বিপজ্জনক জলযান চলাচলে সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনতা নিয়ে লিখেছিলাম, জেনে আনন্দ হল যে বিলম্বে হলেও দক্ষিণবঙ্গের সুবিস্তৃত জলপথে যাত্রীবহনে সরকার পুরোমাত্রায় নিয়ন্ত্রণবিধি চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে। নদীযাত্রা নিরাপদ হলে তার চেয়ে সহজ আনন্দভ্রমণ আর কী হতে পারে! যাত্রীবাহী নৌকোয়, ট্রলারে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে বসে নদীর হাওয়ায় ভেসে যেতে যেতে গ্রামজীবনের টুকরো কথা শোনা একটা উপরি লাভ।

নদীনির্ভর বাংলার রূপ কেউ কখনও বলে শেষ করতে পারে না। তার বাঁকে বাঁকে প্রকৃতির অপরূপ মায়া। প্রহরে প্রহরে তার ভাববদল। ঋতুতে ঋতুতে তার রূপরূপান্তর। ওপার বাংলার সেই নদীর রূপ, নদীর মায়া গৌতম ঘোষ তাঁর অলৌকিক ক্যামেরায় ধরে দিয়েছেন 'মনের মানুষ' ছবিতে। দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে গৌতম ঘোষের এই চলচ্চিত্র আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িক মিলনের এক মহাসংগীত। এ সংগীত যত ছড়ায় ততই সুন্দর হয় আমাদের পৃথিবী।

নতুন বছর সুন্দর হোক, সার্থক হোক, শান্তির হোক।

ছবি: গৌতম ঘোষের 'মনের মানুষ' ছবি থেকে

একনজরে ছয় ভ্রমণ

- ✓ শ্রীকাকুলাম
- ✓ হাম্পি
- ✓ পেরিয়ার
- ✓ বার্সে
- ✓ রাজগির
- ✓ কোনাসীমা

	শ্রীকাকুলাম	হাম্পি	পেরিয়ার
কেন যাবেন	একদিকে নাগভেলি নদী এবং অপরদিকে বংশধারা নদীর মাঝে শ্রীকাকুলাম। আরসাভল্লি সূর্যমন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। মন্দিরের নাম সূর্যনারায়ণ স্বামী মন্দির। এছাড়াও দেখে নিতে পারেন বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের মন্দির শ্রীকূর্মম মন্দির, সালিহুন্ডম, বিজয়াদিত্যসাগর পার্ক। শ্রীকাকুলামের নির্জন কলিঙ্গপত্তনম সি-বিচে আছে একটি বাতিঘর। ঘুরে আসতে পারেন শ্রীকাকুলাম থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে বংশধারা নদীর ধারে শ্রীমুখলিঙ্গম শিবমন্দির এবং অন্যপথে টেক্কালি, রবিভালসা হয়ে ৫০ কিলোমিটার দূরের মল্লিকার্জুন স্বামী মন্দির।	অতীতে বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল হাম্পি। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে হাম্পির বিস্তার। এখানে দুরাত থেকে দেখে নিন বিরূপাক্ষ মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, কুইনস বাথ, কিংস ব্যালেন্স, মহানবমী ডিব্বা, হাজার রামস্বামী মন্দির, বিট্টল মন্দির, মিউজিক্যাল পিলার এবং বিশ্বের বৃহত্তম হাতিশালা। হসপেটের কাছেই রয়েছে তুঙ্গভদ্রা ড্যাম। বিট্টল স্বামী মন্দিরে রয়েছে মিউজিক্যাল পিলার, যেখানে টোকা দিলে সরগম শোনা যায়।	প্রায় ৭৭৭ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত পাহাড় আর হ্রদ ছোঁয়া এই অরণ্য হাতির খাসতালুক। কে টি ডি সি আর বনবিভাগ দিনে পাঁচবার লঞ্চ ট্যুর চালায়। দু ঘণ্টার ট্যুর। কে টি ডি সি-র লঞ্চ ভাড়া জনপ্রতি ১৫০ টাকা। বনবিভাগের লঞ্চভাড়া জনপ্রতি ৪০ টাকা। লঞ্চে বসেই হাতির দলের দেখা পেতে পারেন। এছাড়া রয়েছে নীলগাই, বুনো শুয়োর, লেপার্ড, বাঘ, হরিণ, পাখি ইত্যাদি। অরণ্যের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন বনদপ্তরের অফিসে (☎০৪৮৬৯-২২৪৫৭১)।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে ১২৭০৩ ফলকনামা এক্সপ্রেস, ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল, ১২৮৬৩ যশবন্তপুর এক্সপ্রেস, ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) যায় শ্রীকাকুলাম রোড স্টেশনে।	হাওড়া থেকে ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) ধরে হসপেট নামুন। হসপেট থেকে হাম্পির দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। হসপেটের নিকটবর্তী বড় শহর বাস যাচ্ছে নিয়মিত। পাবেন অটো ও প্রাইভেট গাড়ি।	শালিমার থেকে ধরুন ১২৬৬০ গুরুদেব এক্সপ্রেস (বুধ) বা ১৬৩২৪ তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস (রবি, মঙ্গল)। নামুন এর্নাকুলাম বা কোট্টায়াম স্টেশনে।
কোথায় থাকবেন	হোটেল নাগভেলি (☎০৮৯৪২-২২২৯১৬, ২২৮৮০৬) ভাড়া ৭৬০-১,৬৯০ টাকা, ভরম রেসিডেন্সি (☎০৮৯৪২-২২৭৮৭৩/৪/৫/৬), ভাড়া ৮৪০-১,২২৫ টাকা, হোটেল বিজেতা ইন (☎০৮৯৪২-২২৭৬৯১), ভাড়া ১,২৯০-১,৮৯০ টাকা।	হাম্পির কাছে কমলাপুরে রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের হোটেল মৌর্য ভুবনেশ্বরী (☎০৮৩৯৪-২৪১৫৭৪), ভাড়া ১,২০০-১,৬০০ টাকা। হসপেটে তুঙ্গভদ্রা ড্যামের কাছে রয়েছে হোটেল মৌর্য বিজয়নগর (☎০৮৩৯৪-২৫৯২৭০), ভাড়া ৫৮০-৭৩০ টাকা। হাম্পির প্রাইভেট হোটেল: পদ্মা গেস্টহাউস (☎০৮৩৯৪-২৪১৩৩১) ভাড়া ৭০০-১,৮০০ টাকা। হসপেটে রয়েছে হোটেল মাল্লিগি (☎০৮৩৯৪-২২৮৯০১), ভাড়া ৬৫০-২,৮০০ টাকা।	কে টি ডি সি-র হোটেলের অবস্থান থেক্কাডি অঞ্চলে পেরিয়ার হাউস (☎০৪৮৬৯-২২২০২৬) ভাড়া ১,৯০০-৪,১০০ টাকা, অরণ্য নিবাস (☎০৪৮৬৯-২২২০২৩) ভাড়া ৪,০০২-৫,১৫২ টাকা। কুমিলি ও থেক্কাডি অঞ্চলে প্রাইভেট হোটেল: হাইরেঞ্জ (☎০৪৮৬৯-২২৩৩৪৩) ভাড়া ৯৫০ টাকা, মালিয়াক্কাল (☎০৪৮৬৯-২২২৫৮৯) ভাড়া ৫০০ টাকা, রেবতী ইন্টারন্যাশনাল (☎০৪৮৬৯-২২২৪৩৪) ইত্যাদি।
জরুরি ঠিকানা	অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎(০৩৩)২২৮১-৩৬৭৯ ওয়েবসাইট: www.aptourism.in	কর্নাটক পর্যটন ৪৯, খনিজ ভবন, সেকেন্ড ফ্লোর, রেসকোর্স রোড, বেঙ্গালুরু-৫৬০০০১ ☎০৮০-২২৩৫-২৯০১ ওয়েবসাইট: www.karnatakatourism.org হাম্পির এস টি ডি কোড: ০৮৩৯৪	কেরালা পর্যটন ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার কলকাতা মালায়ালি সমাজম ২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি কলকাতা-৭০০ ০৩৩ ☎(০৩৩) ৬৫৩৬-৭১৯০

একনজরে ছয় ভ্রমণ

	বার্সে	রাজগির	কোনাসীমা
কেন যাবেন	১০,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পশ্চিম সিকিমের বার্সে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে খুব সুন্দর দেখা যায়। হিলে পর্যন্ত গাড়িতে এসে চার কিলোমিটার হাঁটাপথে রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারির মধ্য দিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন বার্সে। এপ্রিল-মে মাসে প্রচুর রডোডেনড্রন ফুল ফোটে। এছাড়া দেখা যায় হেমলক, বিভিন্ন ধরনের দুষ্প্রাপ্য অর্কিড, ম্যাগনোলিয়া। সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্যের এই অঞ্চলে হিমালয়ান ফেজান্ট, ব্লু আর ব্ল্যাক ম্যাগপাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন দেখা যায়, ভাগ্য ভাল থাকলে দেখা মিলতে পারে ভালুক, বার্কিং ডিয়ার বা এমনকি রেড পান্ডারও।	রাজগিরের আগের নাম রাজগৃহ। বিন্দুসার এবং সম্রাট অশোকের স্মৃতিবিজড়িত স্থান রাজগির। এখানকার গৃধ্রকূট পাহাড় গৌতমবুদ্ধের সাধনভূমি। এখান থেকে ১২ কিলোমিটার দূরেই আছে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। এছাড়াও দেখে নিতে পারেন অজাতশত্রু দুর্গ, বিম্বিসারের কারাগার, বিশ্বশান্তি স্তূপ, জলাদেবীর মন্দির, বেণুবন, জরাসন্ধের আখড়া, জীবকের আম্রকানন, সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মকুণ্ড, সপ্তপর্ণী গুহা ইত্যাদি। দেখে আসতে পারেন ৩৫ কিলোমিটার দূরে পাওয়াপুরী।	রাজামুন্দ্রি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে কোনাসীমার খ্যাতি মূলত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। পূর্ব গোদাবরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে কোনাসীমা ভ্রমণের সেরা সময় অক্টোবর থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত। কোনাসীমার একদিকে গোদাবরী এবং অপরদিকে বঙ্গোপসাগর। এখানে প্রচুর চাষাবাদ হয়। রয়েছে প্রচুর কাজু, আমগাছ। অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন কোনাসীমা ভ্রমণের জন্য নৌকাসফরের ব্যবস্থা করে। এখানে আছে হাউজবোটও। কোনাসীমায় হাউজবোটে (২টি দ্বিশয্যা ঘর) একদিনের প্যাকেজ খরচ ৫,২০০ টাকা।
কীভাবে যাবেন	শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি আসার ভালো ট্রেন ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি বাদে), ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে হিলের দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার। সরাসরি আসতে পুরো গাড়িভাড়া পড়বে ৩,২০০ টাকার মতো। এছাড়া শিলিগুড়ি এস এন টি বাসস্ট্যান্ড থেকে শেয়ার জিপে জোরথাং এসে, জোরথাং থেকে গাড়ি ভাড়া করে হিলে পৌঁছলে খরচ কম পড়বে। হিলে থেকে বার্সে চার কিলোমিটার ট্রেকপথ।	হাওড়া থেকে ১২৩৭১ দানাপুর এক্সপ্রেস, ১২৩৩৩ বিভূতি এক্সপ্রেস বা কলকাতা থেকে ১৩১১১ লালকেল্লা এক্সপ্রেস ধরে বক্তিয়ারপুর নামতে হবে। বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগির ট্রেন চলাচল করে, দূরত্ব ৫৩ কিলোমিটার। এছাড়াও বাস, প্রাইভেট গাড়ি, শেয়ার ট্যাক্সি এবং ট্রেকারও যাচ্ছে রাজগির।	হাওড়া থেকে রাজামুন্দ্রি যাওয়ার ভালো ট্রেন ১২৮৪১ করমণ্ডল এক্সপ্রেস, ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস, ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল, ১২৬৬৩ তিরুচিরাপল্লি এক্সপ্রেস (রবি, বৃহস্পতি), ১৮৬৪৫ ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস, ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি)। রাজামুন্দ্রি থেকে কোনাসীমা ১০০ কিলোমিটার।
কোথায় থাকবেন	বিদ্যুৎহীন বার্সেতে থাকার একমাত্র জায়গা ওরাসকুঞ্জ (☎ ৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২) একটিমাত্র দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, ডর্মিটরিতে থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু খরচ পড়বে ৭৭০ টাকা। হিলের ৯ কিলোমিটার আগে ওখরে গ্রামে আছে ওখরে শেরপা লজ (☎ ৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২) দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং তিনশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। ওখরে ভিলেজ রিসর্ট, সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা এবং ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা।	বিহার পর্যটনের হোটেল: তথাগত বিহার, নন এসি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা, এসি ঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা। গৌতম বিহার, ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং ৬ শয্যার ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১০০ টাকা, অজাতশত্রু বিহার পুরোটাই ডর্মিটরি। ২৪ শয্যার অ্যাটাচড বাথ সহ ডর্মিটরির ভাড়া ১০০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: হোটেল সারদা (☎ ৯৪৩৩৭-৫২৭২৩), ভাড়া ২৫০-৬৫০ টাকা। হোটেল মহালক্ষ্মী (☎ ০৯৩৩৪৮-০৫৬০৮), ভাড়া ৪০০-৭০০ টাকা। হোটেল রাজলক্ষ্মী (☎ ০৬১১২-২৫৫০০৫), ভাড়া ৪৫০-৬৫০ টাকা।	রাজামুন্দ্রিতে থেকে ঘুরতে পারেন কোনাসীমা, পপিকোন্ডালু। রাজামুন্দ্রির প্রাইভেট হোটেল: আনন্দ রিজেন্সি (☎ ০৮৮৩-২৪৬১২০১), ভাড়া ২,০০০ টাকা থেকে ৭,০০০ টাকা। সাইকৃষ্ণ রিভারভিউ (☎ ০৮৮৩-২৪২৯৪৭৪), ভাড়া ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা, রিভার বে (☎ ০৯৮৬৬৫-৫২৪০৪) ভাড়া ১,৮০০-৩,০০০ টাকা, হোটেল সঙ্গম (☎ ০৮৮৩-২৪৬১০৩৮), ভাড়া ৫২০ টাকা থেকে ১,৪৬৫ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	হোটেল বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎ ৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২, ৯৮৩১১-০৭২৪৬, ২৪৮৬-০৫৮৩	বিশদ জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: বিহার পর্যটন নীলকান্ত ভবন, ২৬-বি, ক্যামাক স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০১৬ ☎ ২২৮০-৩৩০৪, ৯৮৩০০৪৫২৩৫ ওয়েবসাইট: www.tourismbihar.org	বিশদ জানতে এবং হাউসবোট বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজম ৩-৫-৮৯১ হেমন্তনগর হায়দ্রাবাদ-৫০০-০২৯ ☎ (০৪০) ২৩২৬-২১৫১/৫২, ০৯৮৪৮৬-২৯৩৪১ ওয়েবসাইট: www.aptdc.in

রসিকবিলে মাছ ধরা □ লেখক

আলিপুরদুয়ার হয়ে রসিকবিল

রবীন চক্রবর্তী

কমন টিল □ অমিত ঠাকুরতা

রসিকবিলে ব্রোঞ্জ উইংড জাকানা □ অমিত ঠাকুরতা

রসিকবিলে □ লেখক

রসিকবিলে কমন টিল □ অমিত ঠাকুরতা

আলিপুদুয়ারের খোল্টা ইকো পার্ক আর বাণেশ্বর শিবমন্দির দেখে রসিকবিল। রসিকবিলের জল-জঙ্গল, পাখপাখালি দেখার ফাঁকে মাছের বাজারটিও খাদ্যরসিক পর্যটকের ভালো লাগবে। মার্চ মাস পর্যন্ত রসিকবিলে পরিযায়ী পাখিদের ভিড় থাকে।

খোল্টা ইকো পার্কে টয়ট্রেন □ লেখক

দুয়ার্সের পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি জায়গা ঘুরে বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে আজই আমরা আলিপুরদুয়ার শহরে এসেছি। মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ারের বিশেষ খ্যাতি উত্তরবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন রূপে। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে বেরিয়ে আসা দুটি রেলপথ আলিপুরদুয়ারে এসে পুনরায় মিলিত হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার শহরের অদূরে রয়েছে দুটি দর্শনীয় স্থান। প্রথমটির নাম খোল্টা ইকো পার্ক আর দ্বিতীয়টি হল বাণেশ্বর শিবমন্দির। বিকেল চারটের আগে মারুতি ভ্যানে চেপে আমরা রওনা হলাম ৬ কিলোমিটার দূরবর্তী ইকো পার্কের উদ্দেশে। আলিপুরদুয়ারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কালজানি নদীর সেতু পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর পথ দু-ভাগ হয়েছে। ডানদিকের পথটি ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি হয়ে চলে গিয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে আর বাঁদিকের রাস্তাটি গেছে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কোচবিহার শহরে। আমরা বাঁদিকের পথ ধরলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি সড়কপথ ছেড়ে ঢালু জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনেই রয়েছে একটি খাল, খালের ওপারে ঘন সেগুন বন। খাল পারাপার করার জন্য রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন ঝুলন্ত ব্রিজ। ব্রিজে ওঠার সময় চোখে পড়ল একটি প্রস্তরফলক, যাতে লেখা আছে কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে নির্মিত এই খোল্টা টাওয়ার ব্রিজটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে ২০০৮ সালের ১৪ জুলাই। দোদুল্যমান ঝুলন্ত সেতুর মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। খালের উভয় তীরের বেশ কিছুটা অংশ জলজ উদ্ভিদ আর কচুরিপানায় সবুজ হয়ে আছে। কচুরিপানার জটলার মাঝে মাথা উঁচু করে আছে নীল রঙের অসংখ্য ফুল।

ব্রিজ পেরিয়ে একটু দূরে যেতেই দেখি সেগুন বনের ধার দিয়ে চলে গিয়েছে টয়ট্রেনের লাইন। রেললাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগিয়ে গেলাম খোল্টা ইকো পার্কের প্রবেশপথের দিকে। যাওয়ার পথে চোখে পড়ল ডিয়ার পার্কের ভেতরে বেশ কিছু চিতল হরিণ পরমানন্দে সময় কাটাচ্ছে। হরিণশিশুরা অক্লান্তভাবে ছোটাছুটি করে চলেছে আর বাকিরা আহার সংগ্রহে মগ্ন। খোল্টা ইকো পার্কের একটি অংশে কমবয়সিদের জন্য বিনোদন উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। কচিকাঁচাদের সরব উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে আছে পুরো জায়গাটি।

ইকো পার্কের এক বড় আকর্ষণ হল টয়ট্রেন।

খোল্টা ইকো পার্ককে এক জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার কাজ আর কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে, এমনটাই জানালেন পার্কের এক কর্মী।

ইকো পার্ক দেখে আমরা এখন চলেছি বাণেশ্বর শিবমন্দিরে। আলিপুরদুয়ার থেকে রেলপথে কোচবিহার যাওয়ার পথেই পড়ে বাণেশ্বর রেলস্টেশন। খোল্টা ইকো পার্ক থেকে রওনা দিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মন্দিরের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁটার পর উপস্থিত হলাম মন্দিরের প্রবেশপথে। রাস্তা থেকে কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে পা রাখলাম এক বিশাল প্রাঙ্গণে। পাথর দিয়ে বাঁধানো চাতালের পূর্বপ্রান্তে বিরাজমান বাণেশ্বর

নিলামদার বিক্রেতার হয়ে মাছ বিক্রি করছে শতকরা ১৭ টাকা কমিশনে। এক গাদা চারাপোনা সামনে রেখে নিলামদার হাঁক পাড়ছে ৯০ এক, ৯০ দুই ...। অর্থাৎ চারাপোনার সর্বশেষ দর দেওয়া হয়েছে ৯০ টাকা প্রতি কিলো। অন্য কোনও খদ্দের দর বাড়ালে নিলামদার হাঁক পাড়বে ৯২ এক, ৯২ দুই ...। ৯২ তিন বললেই মাছ বিক্রি হয়ে গেল।

শিবমন্দির দেখে প্রথমেই মনে হল স্বল্পে সন্তুষ্ট সদানন্দ ভোলানাথের পক্ষে এই সাধারণদর্শন মন্দিরটি বেশ উপযুক্ত হয়েছে। ৩৫ ফুট উঁচু, সাদা রঙের চতুষ্কোণ মন্দিরের দেওয়ালে কোনও অলঙ্করণ নেই। মন্দিরের গম্বুজের ওপর পদ্ম, আমলকি, কলস এবং ত্রিশূল শোভা পাচ্ছে।

মন্দিরে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দশ ফুট নীচে নেমে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের সামনে পৌঁছে গেলাম। কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট সহ প্রতিষ্ঠিত। দেখেই বোঝা যায় অতি প্রাচীন এই শিবলিঙ্গ। বাণেশ্বর শিবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে, এই নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত আছে। অনেকের মতে বাণরাজা, আবার কিছু লোক বিশ্বাস করেন সেন বংশীয় নৃপতি নীলাম্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই শিবলিঙ্গ। কিছু ইতিহাসবিদের মতে খুব সম্ভবত কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৫৩৩-১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ) উদ্যোগেই বাণেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিবলিঙ্গ দর্শন করে আমরা গিয়ে হাজির হলাম মন্দির সংলগ্ন দিঘির ধারে। দিঘির বাঁধানো ঘাটে ছোটখাটো ভিড়। সবার চোখ জলের দিকে। দিঘির জল কচুরিপানায় অনেকটাই ঢাকা পড়েছে। ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কেউ দিঘির জলে বিস্কুটের টুকরো ছুড়ে দিয়ে 'মোহন', 'মোহন' বলে ডাকছে। জানা গেল এই জলাশয়ে বেশ কয়েকটি বিশালাকার কচ্ছপ রয়েছে যাদের বয়সের গাছপাথর নেই। এই কচ্ছপদের সকলেরই নাম মোহন।

কিছুক্ষণ পরেই কচ্ছপদের দর্শন পাওয়া গেল বটে কিন্তু এদের ছোট আকার দেখে বেশ হতাশ হলাম। হতাশা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কচুরিপানার আবরণ সরিয়ে ঘাটের কাছে চলে এল বিশালদেহী একাধিক কচ্ছপ। কূর্মাবতারদের দর্শনলাভ করে ভক্তদের উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হল মন্দিরপ্রাঙ্গণ। অতি বৃদ্ধ কয়েকটি কচ্ছপের গায়ে পুরু শ্যাওলা জমেছে।

বাণেশ্বর শিবমন্দির পরিসরে প্রধান মন্দিরের কাছেই রয়েছে আরও কয়েকটি দেবস্থান বা থান। এদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল চণ্ডীদেবী এবং দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দির। এছাড়া রয়েছে একটি বারোচালার মন্দির যার ভেতরে আছে শিবমূর্তি এবং পিতলের তৈরি বাণেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।

বাণেশ্বর মন্দিরে সন্ধ্যারতি সম্পন্ন হলে মন্দিরচত্বর থেকে বেরিয়ে এসে এক মিষ্টির দোকানে প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যেই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে, বাণেশ্বরের ডালপুরি বিখ্যাত। বেশ বড় আকারের দুটি ডালপুরি সবজি সহ টেবিলে এসে হাজির হওয়ার পর প্রথমে তার রূপ দেখে আর পরে ডালপুরি মুখে দিয়ে স্বীকার করতেই হল যে এখানকার ডালপুরির স্বাদ না নিলে বাণেশ্বর ভ্রমণ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

২৭ অক্টোবর, ২০১০। আজ আমরা আলিপুরদুয়ার থেকে রসিকবিল যাব আর রাত্রিবাস করব পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের কটেজে। আলিপুরদুয়ার চৌপথি সংলগ্ন গামা মোহন্তর বিখ্যাত দোকান প্রাতরাশ করার জন্য এক দারুণ জায়গা। এখানে ব্রেকফাস্ট সেরে বেলা দশটা নাগাদ রওনা দিলাম। কিছুদূর গিয়ে গদাধর নদী পার হয়ে ভাটিবাড়ি গ্রাম। গ্রামের হাটতলায় সকালে হাট বসেছিল, এখন ভাঙা

হাট। ভাটিবাড়িতে চা খেয়ে আবার শুরু হল পথচলা। পথসংলগ্ন বিস্তৃত কৃষিজমির বেশিরভাগ অংশ সোনালি ধানে ভরে আছে। মাঝেমধ্যে সবজি বাগান, কলাগাছ আর সুপুরি গাছে ঘেরা কৃষিজীবীদের ঘরবাড়ি। পিচরাস্তার ধার বরাবর নীল পলিথিন শিটের ওপর ধান শুকোচ্ছে।

চিল্কিগুড়ি গ্রাম পেরিয়ে আরও দশ মিনিট পথ চলার পর পৌঁছে গেলাম দেবেনবাবুর চৌপথি। এই জায়গাটি সড়কপথের এক গুরুত্বপূর্ণ জংশন। এখানে পূর্বমুখী সোজাপথটি গিয়েছে অদূরবর্তী কামাখ্যাগুড়ি শহরে আর ডানদিকের পথটি চলে গিয়েছে রসিকবিল, তুফানগঞ্জ হয়ে কোচবিহার। এখান থেকে রসিকবিলের দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। আমাদের মারুতি ভ্যান ডানদিকের পথ ধরল। কিছুদূর যাওয়ার পর পথের বাঁদিকে জঙ্গল শুরু হল। বেশ বোঝা যাচ্ছে এই অরণ্য রসিকবিল জলাভূমি এবং জঙ্গলের অংশ। আরও কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর রসিকবিলের অন্দরমহলে যাওয়ার প্রবেশদ্বার চোখে পড়ল। তুফানগঞ্জগামী সড়কপথ ছেড়ে আমরা বাঁদিকের পথ ধরলাম। শাল-সেগুনের অগভীর বনের ভেতর দিয়ে স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম বন উন্নয়ন নিগমের বনবাংলোর দোরগোড়ায়।

বনকর্মী সুধাংশু মণ্ডল আমাদের নিয়ে গেলেন একটি কটেজের সামনে। বাইরে থেকে দেখেই গাছপালায় ঘেরা কটেজটিকে আমাদের বেশ মনে ধরল। ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেল একই ছাদের নীচে দুটি কটেজ নির্মিত হয়েছে। কটেজগুলি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট, প্রতিটি কটেজে শয়নকক্ষ ছাড়া রয়েছে আলাদা বসার ঘর, যা আড্ডা দেওয়ার পক্ষে একেবারে আদর্শ। আধুনিক আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো এই কটেজগুলি যে-কোনও রুচিমনস্ক পর্যটককে সন্তুষ্ট করবে।

ঘরে মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম জায়গাটির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় সেরে নিতে। কটেজের সামনেই রাইচ্যাংমারি বিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই জলাশয়ের বিস্তার। কচুরিপানা এবং রকমারি জলজ উদ্ভিদ অর্ধচন্দ্রাকার বিলের অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছে। আর কিছুদিন পরেই রসিকবিলের বিলগুলি পরিযায়ী জলচর পাখিদের উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে উঠবে।

বিলের ধারে গিয়ে দেখি বেশ কয়েকটি অল্পবয়সি ছেলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। আমাদের কৌতূহল মেটাতে ছেলেরা দেখাল কীভাবে ছোট্ট জ্যান্ত ব্যাঙকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে শোল মাছ ধরা হচ্ছে। আমাদের উপস্থিতিতেই একটি ছেলের ছিপে প্রায় চারশো গ্রাম ওজনের শোল মাছ ধরা পড়ল।

আমাদের কটেজের চারপাশে রয়েছে নানান প্রজাতির ছোট-বড় গাছ, যেমন মিঞ্জরি, শিরীষ, ভোট নিম, মাদার, পলাশ, শিশু, জারুল এবং শিমুল। বিশালাকার মিঞ্জরি গাছের মগডালে কাঠপিঁপড়েদের বিচিত্রদর্শন আবাসন দেখে তাক লেগে যায়। গাছপালা দেখতে দেখতে এক জায়গায় দেখি জলপাই গাছের নীচে বসে স্থানীয় ছেলে-ছোকরার দল নুন দিয়ে মহানন্দে জলপাই খাচ্ছে। আলাপ হওয়ার পর আমরাও জলপাই ফলের ভাগ পেলাম। জলপাই খেতে খেতে আমরা গিয়ে হাজির হলাম কটেজের অদূরে

মাছের বাজারের কাছেই সবজির বাজার বসেছে। সবুজ ঘাসের মাঠে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে বিভিন্ন বয়সি নারী-পুরুষ। নতুন রকম শাক দেখে এগিয়ে গেলাম। এই শাকের নাম ঢেমচি শাক, মাছ দিয়ে খেতে নাকি দারুণ লাগে। ঢেমচি শাক বিক্রি হচ্ছে পাঁচ টাকায় তিন আঁটি। সবজি বাজারে অন্য যেসব টাটকা তরিতরকারি চোখে পড়ছে তার মধ্যে রয়েছে মুলো, ফুলকপি, বেগুন, লাল শাক, সর্ষে শাক এবং লাউ।

অবস্থিত বন উন্নয়ন নিগমের প্রকৃতি ও পরিবেশবীক্ষণ কেন্দ্রে। এই অভিনব স্থাপত্যবিশিষ্ট ভবনটি একই সঙ্গে নজরমিনার এবং পর্যটকাবাসের ভূমিকা পালন করার জন্য ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে চারপাশে বড় বড় গাছপালা থাকায় ওপর থেকে দূরের জলাভূমির শোভা দৃষ্টিগোচর হয় না। বাড়িটির একতলায় রয়েছে ছোট ডাইনিং রুম এবং বিশাল হলঘর। হলঘরের দেওয়ালে রয়েছে বেশ কিছু আলোকচিত্র এবং বড় টেবিলে, কাচের শোকেসে রাখা আছে রসিকবিলের মডেল।

হলঘরের দুপাশে রয়েছে দুটি ডর্মিটরি রুম 'জলহংসী' এবং 'জলময়ূরী'। প্রতিটি ঘরে আটটি করে শয্যা। ডর্মিটরি রুম এবং কটেজের আবাসিকদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে বনরক্ষা সমিতির সদস্যরা। দুপুরের মেনু সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্যান্টিনের রাঁধুনি অমল ওরাঁও জানালেন আমাদের আগমনবার্তা সময়মতো পেলে মাছ বা চিকেনের পদ করা যেত, তাই আজ আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সারতে হবে শুধু নিরামিষ পদ দিয়ে। তবে রাতে আমাদের মনপসন্দ খাবার পাওয়া যাবে।

চা খেতে খেতে বনরক্ষা সমিতির দুই সদস্য নীলকুমার বর্মণ এবং সুনীল রাভার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলার সুযোগ হল। কথায় কথায় রসিকবিল সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা গেল।

কোচবিহারের রাজাদের এককালের প্রিয় মৃগয়াভূমি রসিকবিলের জলাভূমিতে রয়েছে ছোট-বড় বেশ কিছু বিল যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল বোঁচামারি, খোটামারি, শঙ্খভাঙা, ছোট বোঁচামারি, রাইচ্যাংমারি, নীলডোবা আর বটিকাটা। জলাভূমির স্থলভাগে রয়েছে অগভীর অরণ্য। শীতের মরসুমে দূরদূরান্ত থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে হাজির হয় এখানকার বিলগুলিতে। এদের মধ্যে রয়েছে লেসার হুইসলিং টিল, বালিহাঁস, পিনটেল, শামুকখোল, গ্রে ল্যাপউইং, স্যান্ড পাইপার, ফেরুজিনাস পোচার্ড, লিটল গ্রিব এবং কুট। এছাড়া স্থানীয় পাখিদের মধ্যে রয়েছে কয়েক প্রজাতির মাছরাঙা, ছিটে ঘুঘু, নীলকণ্ঠ, কাঠঠোকরা, বাঁশপাতি, পন্ড হেরন, টুনটুনি, দোয়েল, বেনেবউ, ফিঙে, বুলবুলি, ময়না, গো বক, হাঁড়িচাঁচা, মোহনচূড়া, ছোট ও বড় পানকৌড়ি, ব্রোঞ্জ উইঙ্গড জাকানা এবং একাধিক প্রজাতির শিকারি পাখি।

মধ্যাহ্নভোজন পরিবেশিত হতে প্রায় দু-ঘণ্টা দেরি আছে জেনে আমরা ডিয়ার পার্ক আর চিতাবাঘ উদ্ধারকেন্দ্র দেখে আসব বলে মনস্থ করলাম। রওনা দেওয়ার সময় সুনীল রাভার সৌজন্যে আমাদের রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ এবং কমলালেবুর গাছ দেখার সৌভাগ্য হল। কমলা গাছে বেশ কিছু সবুজ রঙের কমলা চোখে পড়ল। এই ফলগুলি আর একমাসের মধ্যে পরিণত হবে।

প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম এক ঝুলন্ত সেতুর কাছে। সেতুর নীচের জলাশয়টির বেশিরভাগ অংশ সবুজ পানা আর কচুরিপানায় ঢাকা পড়েছে। দুজন যুবক এবং একজন বয়স্ক মানুষ ছিপ দিয়ে

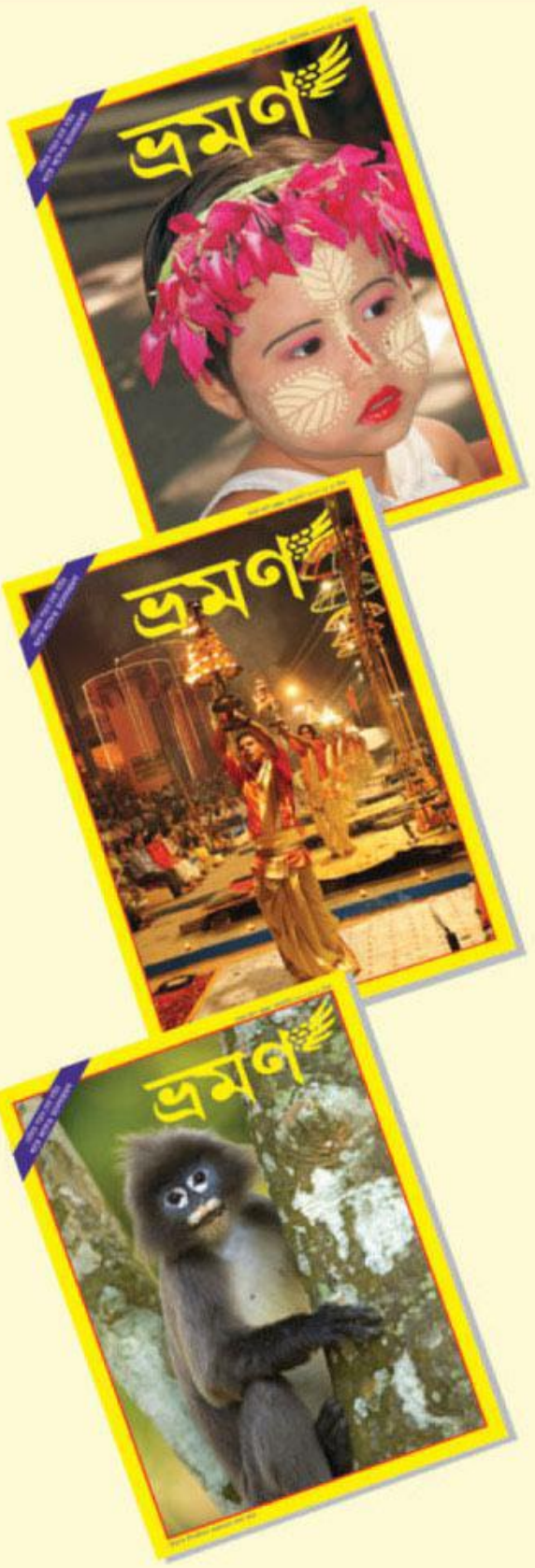

প্রতি মাসের

ভ্রমণ

ঘরে বসেই
পেতে হলে
৩ নম্বর
পৃষ্ঠা দেখুন

মাছ ধরছে। আমার সঙ্গীরা সেতু পেরিয়ে এগিয়ে গেল ডিয়ার পার্কের দিকে আর আমি ঢালু পথ ধরে নেমে গিয়ে বসে পড়লাম মৎস্যশিকারিদের কাছে। আলাপ জমে উঠতে দেরি হল না। বয়স্ক মানুষটি হলেন অদূরবর্তী চেংটিমারি গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ বর্মণ আর যে যুবকটি ছোট্ট নৌকোয় বসে পটাপট ট্যাংরা মাছ ধরে মাটির কলসিতে চালান করে দিচ্ছে, তার নাম শিশির রাভা। শিশিরের বন্ধু বিনোদ কিছুটা ম্লানমুখে বসে আছে কারণ তার ছিপের ফাতনা ডুবছে কিন্তু মাছ উঠছে না। বিশ্বনাথবাবু জানালেন, মাছ ধরা হচ্ছে পিঁপড়ের ডিম ব্যবহার করে। এই জলাশয়ে পুঁটি, ট্যাংরা, শোল, শিঙি, মাগুর ছাড়া রুই-কাতলাও আছে। যত মাছ ধরা হচ্ছে তার বেশিরভাগটাই কাল ভোরে মাছের বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রি করা হবে। কথায় কথায় জানা গেল, চেংটিমারি গ্রাম ছাড়িয়ে তুফানগঞ্জগামী সড়কপথের ধারে প্রতিদিন ভোর ছটা থেকে মাছের বাজার বসে। এই বাজারের প্রধান আকর্ষণ মাছের নিলাম। এই অঞ্চলের খাল, বিল, পুকুর থেকে ধরা নানান রকমের মাছ এই বাজারে নিয়ে আসা হয় সরাসরি বা নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য। বিশ্বনাথ বর্মণ আমাকে জানালেন, সম্ভব হলে কাল সকালে যেন মাছের বাজারটা দেখে আসি। ওঁর প্রস্তাবে আমি এককথায় রাজি হয়ে গিয়ে জানিয়ে দিলাম অবশ্যই যাব।

বিশ্বনাথবাবুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ডিয়ার পার্কে গিয়ে হাজির হলাম। তারের জাল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে এই মৃগদাব। এখানে বেশ কিছু চিতল হরিণ চোখে পড়ল। এদের মধ্যে হরিণী এবং বিভিন্ন বয়সি শাবকদের সংখ্যাই বেশি। দেখে অবাক হলাম যে বয়স্ক পুরুষ হরিণরা যেন একটু আলাদা বিচরণ করতেই বেশি আগ্রহী।

হরিণ দেখে গেলাম চিতাবাঘ উদ্ধারকেন্দ্রে। বনের পশুকে খাঁচাবন্দি অবস্থায় দেখা এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে চিড়িয়াখানায়। রসিকবিলের লেপার্ড রেসকিউ সেন্টারের বাসিন্দা চিতাবাঘেদের যৌথ পরিবার দেখে কিন্তু বেশ লাগল। পরিবারের কর্তা শঙ্কর নামের চিতাবাঘটি তার দুই স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ আনন্দেই আছে বলে মনে হল। উদ্ধারকেন্দ্রের ভেতরে অনেকটা জায়গায় লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড় মিলে আরণ্যক পরিবেশ তৈরি করেছে। চিতাবাঘের বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য তৈরি করা হয়েছে পাথরের অভিনব বাড়ি। ঘরের ছাদে একটি কিশোর লেপার্ড চুপচাপ বসে তার সঙ্গীদের কার্যকলাপ লক্ষ করে যাচ্ছে।

চিতাবাঘ উদ্ধারকেন্দ্রের অদূরেই ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি করা হয়েছে একটি ছয়তলা ওয়াচটাওয়ার। পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নজরমিনারের শীর্ষে ওঠার পর মনে হল এমন একটি ওয়াচটাওয়ারের খুবই প্রয়োজন ছিল। রসিকবিলের বিস্তৃত জলাভূমির অনুপম শোভা অদেখাই রয়ে যেত এই ওয়াচটাওয়ারে না উঠলে।

মধ্যাহ্নভোজন সারতে বেলা প্রায় তিনটে বাজল। সময় নষ্ট না করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। এখন আমরা যাব মিনি চিড়িয়াখানা আর বন্যপ্রাণী উদ্ধারকেন্দ্র দেখতে, তারপর যাব কামাখ্যাগুড়ি। প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র থেকে কিছুদূর গিয়ে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই গেলাম ময়ূর উদ্ধারকেন্দ্রে। আমাদের দেখে দুটি ময়ূর দ্রুত পায়ে এমনভাবে কাছে এসে হাজির হল, যেন আমরা তাদের কতদিনের চেনা। আসলে এরা এসেছে আমাদের কাছ থেকে খাবারদাবার পাওয়ার আশায়। খাঁচার পাশেই বনদপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, এখানকার পশুপাখিদের খাবার দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞা খুব কম দর্শকই মান্য করছে।

ময়ূর দেখে গেলাম অজগর উদ্ধারকেন্দ্রে। প্রথম খাঁচায় কিছুই দেখা গেল না, পাশের খাঁচায় চোখে পড়ল এক বিচিত্র দৃশ্য। একটি পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা অজগর সাপ মন্থর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাকে অনুসরণ করছে একটি পালক ওঠা, হতশ্রী চেহারার ছোট মুরগি।

অজগর উদ্ধারকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে একে একে দেখে নিলাম পক্ষীরালয়, ঘড়িয়াল উদ্ধারকেন্দ্র এবং লাল শালুক ফুলে ভরা একাধিক জলাশয়।

মিনি চিড়িয়াখানা দেখে এবার চলেছি কামাখ্যাগুড়ি। রসিকবিল থেকে কামাখ্যাগুড়ির দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। দেবেনবাবুর চৌপথি, শান্তিনগর হয়ে কামাখ্যাগুড়ি পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। আমরা এখানে এসেছি প্রধানত আমাদের মারুতি ভ্যানচালক প্রদীপের কথায়। কামাখ্যাগুড়ির বাজার নাকি দেখার মতো।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা তেমাথা সংলগ্ন বাজারে প্রবেশ করলাম। জেলা সদর বা মহকুমা সদর না হয়েও কামাখ্যাগুড়ি যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যবসাকেন্দ্র তা বোঝা গেল বাজারে ঘুরে বেড়িয়ে। বাজারের একেকটি অংশে একেকরকম সামগ্রীর সারি সারি দোকান। দোকানগুলির সংখ্যা, আকার এবং পণ্যসম্ভার দেখে অবাক হতে হয়। চালের বাজারে উত্তরবঙ্গের নানা রকমের চাল দেখার সুযোগ হল। এখানকার ফলের বাজারটিও যথেষ্ট বড়। একটি দোকান থেকে স্থানীয় পাকা কলা কিনলাম বারো টাকা ডজন দামে। দোকানি কথায় কথায় জানালেন কামাখ্যাগুড়ির বাজারে ভুটান, অসম এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা করতে আসেন।

আমরা বাজার দর্শন শেষ করলাম কামারপট্টি দেখে। এক জায়গায় এতগুলি কর্মব্যস্ত কামারশালা চোখে পড়বে, এমনটি একেবারেই আশা করিনি। বাজার থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম অদূরে অবস্থিত হরি মন্দিরে। সাধারণদর্শন মন্দিরের গর্ভগৃহে কাঠের সিংহাসনে ছোট্ট রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি। কয়েকজন বয়স্ক মহিলা মন্দির সংলগ্ন বেদিতে বসে কথাবার্তা বলছেন। মন্দিরের সামনেই অনেকটা খোলা জায়গা। দুর্গাপুজোর সময় এখানে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ঘটে। মন্দিরের খুব কাছেই আকাশপ্রদীপ জ্বালানো হয়েছে লম্বা বাঁশের মাথায়। অনেক বছর পর এমন একটি আকাশদীপ দেখে মন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে পূর্ণ হল।

রসিকবিলে ফিরে প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে মনে হল এ কোন জায়গায় এলাম? দিনের

সুগম ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস্

- সুন্দরবন— 5/2
- লাভা, লোলেগাঁও, ডুয়ার্স— 12/2, 5/3, 9/4
- হরিদ্বার, মুসৌরি— 4/3
- ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ— 12/2, 5/3
- কাশ্মীর— 11/3, 2/4
- সিমলা, মানালি— 21/5, 28/5
- কেদার, বদ্রী— 30/6

155, লেনিন সরণি, নিগম সেন্টার, রুম-103 (D), কলকাতা-13.
98740 22577, 98740 22606

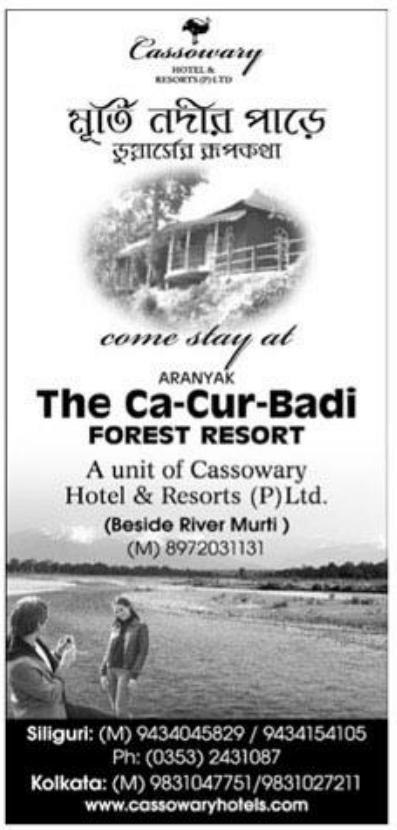

আলোয় যে আরণ্যক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম এখন রাতের অন্ধকারে সেই চেনা জায়গাটিকেই অচেনা বলে মনে হচ্ছে। আমাদের কটেজের প্রবেশপথে একটি ছোট আলো জ্বলছে, যার প্রভাবে আলো-অন্ধকারের রহস্য ছড়িয়ে পড়েছে কাছেপিঠের গাছপালার শাখা-প্রশাখায়।

কটেজে না ঢুকে আমরা বিলের ধারে বাঁধানো জায়গায় গিয়ে বসলাম। ঘন অন্ধকারে দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু রাইচ্যাংমারি বিলের একটা আবছা রূপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বেশ লাগছিল অন্ধকারে বসে আড্ডা দিতে কিন্তু দলের এক বেরসিক সঙ্গী মশার প্রসঙ্গ তুলতেই আড্ডার তাল কেটে গেল।

রাত নটা নাগাদ ডাইনিং রুম থেকে খবর এল, ডিনার তৈরি। টর্চের আলোয় পথ দেখে পৌঁছে গেলাম খাবার ঘরে। টেবিলে বসামাত্র ক্যান্টিনের কর্মীরা যত্ন সহকারে খাবার পরিবেশন করতে শুরু করে দিলেন। প্রথমে প্রতিটি প্লেটে পেঁয়াজ, শসা এবং কাঁচালঙ্কা দেওয়া হল। তারপর পরিবেশিত হল সদ্য তৈরি আটার রুটি আর বেগুনের ভর্তা। সবশেষে বাটিতে করে চিকেনকারি এসে হাজির হল। সবমিলিয়ে এক অতীব তৃপ্তিকর নৈশাহার সম্পন্ন হল।

হলঘরে বসে কিছুক্ষণ টিভি দেখার পর পা বাড়ালাম কটেজের দিকে। বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে দেখি ইতিমধ্যে রসিকবিল রূপ পাল্টেছে। পূর্ব দিগন্তে চাঁদ ভাসছে সেগুন গাছের ওপরে। চাঁদের আলোয় আলোকিত রসিকবিলের জলাভূমি এক মায়াবী রূপ ধরেছে।

ভোরবেলায় তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে রওনা দিলাম মাছের বাজারের উদ্দেশে। ভোরের রসিকবিল যেন এক অন্য জগৎ। শিশিরসিক্ত ঘাসে সূর্যের আলো পড়ে লক্ষ-কোটি হিরের ছড়াছড়ি। গাছে গাছে পাখিদের বৃন্দগান শুনতে শুনতে বনের ভেতর দিয়ে একা একা পথচলার মতো আনন্দ আর কিছুতে আছে কিনা জানি না।

কিছুদূর গিয়ে বাঁদিকের পথ ধরে পৌঁছে গেলাম তুফানগঞ্জগামী বড় রাস্তায়। আমার সঙ্গে চলেছেন স্থানীয় এক প্রবীণ মানুষ প্রাণকৃষ্ণ বর্মণ। ওঁর হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বড় পাত্রে রয়েছে প্রায় ৫০০ গ্রাম জ্যান্ত ট্যাংরা এবং দুটি মাগুর মাছ। হাঁটতে হাঁটতে কথাবার্তা চলছে। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিং, রংপুর এবং শ্রীহট্ট জেলা থেকে প্রচুর মানুষ কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেন। রসিকবিলের কাছেপিঠে ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলিতে এমন মানুষজনের সংখ্যা প্রচুর। প্রাণকৃষ্ণবাবুর আদি নিবাস ছিল রংপুর জেলায়। গতকাল দিনভর ছিপ দিয়ে ধরা মাছগুলি নিয়ে বর্মণবাবু চলেছেন মাছের বাজারে। ওঁর কাছেই জানতে পারলাম এত কম পরিমাণ মাছের নিলাম হয় না। দরাদরি করে এই মাছগুলি কিনে নেওয়ার জন্য আলাদা লোক বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম মাছের বাজারে। বাজার পুরোপুরি জমে উঠেছে। বেশ কয়েক জায়গায় নিলাম চলছে। নিলামে কীভাবে মাছ বিক্রি হচ্ছে দেখার আগে বাজারটা ঘুরে দেখতে উদ্যোগী হলাম। এই সময় দেখা হয়ে গেল গতকালের পরিচিত বিশ্বনাথ বর্মণের সঙ্গে। আমাকে দেখেই একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন। এরপর আমাকে নিয়ে বিশ্বনাথবাবু পুরো বাজারটা ঘুরে বেড়ালেন। কতরকম মাছ এসেছে বাজারে! ছোট ট্যাংরা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কিলোগ্রাম ২০০ টাকা দরে, মাগুর ৩০০ টাকা, দেড় কেজি ওজনের চিতল মাছ ২৭০ টাকা কিলো, কই মাছ ৩০০ টাকা, বড় কই মাছ ৫০০ টাকা, চার-পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের জ্যান্ত কাতলা মাছ ৩০০ টাকা, হাইব্রিড মাগুর ১৪০ টাকা, দুই কিলো ওজনের রুই মাছ ২০০ টাকা। বলা বাহুল্য, এই দামগুলি হল বিক্রেতারা সরাসরি যে দামে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছেন সেই দাম। নিলামের ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। নিলামদার বিক্রেতার হয়ে মাছ বিক্রি করছে শতকরা ১৭ টাকা কমিশনে। এক গাদা চারাপোনা সামনে রেখে নিলামদার হাঁক পাড়ছে ৯০ এক, ৯০ দুই ...। অর্থাৎ চারাপোনার সর্বশেষ দর দেওয়া হয়েছে ৯০ টাকা প্রতি কিলো। অন্য কোনও খদ্দের দর বাড়ালে নিলামদার হাঁক পাড়বে ৯২ এক, ৯২ দুই ...। ৯২ তিন বললেই মাছ বিক্রি হয়ে গেল।

এক জায়গায় নিলামদারের নতুন রকম ডাক কানে এল, ৩৫০ টাকা হাওয়াই, ৩৫০ টাকা হাওয়াই। কাছে গিয়ে দেখি ওজন ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ নিলামে উঠেছে। এই ধরনের নিলামকেই হাওয়াই বলা হয়।

বিশ্বনাথবাবুর সাহচর্যে মাছের বাজারে আমার সময় কাটছিল ভারি আনন্দে। দুজনে মিলে একসময় চায়ের দোকানে ঢুকলাম। গরম তেলেভাজা এবং মুড়ির চাহিদা দেখে অবাক হলাম।

মাছের বাজারের কাছেই সবজির বাজার বসেছে। সবুজ ঘাসের মাঠে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে বিভিন্ন বয়সি নারী-পুরুষ। নতুন রকম শাক দেখে এগিয়ে গেলাম। এই শাকের নাম ঢেমচি শাক, মাছ দিয়ে খেতে নাকি দারুণ লাগে। ঢেমচি শাক বিক্রি হচ্ছে পাঁচ টাকায় তিন আঁটি। সবজি বাজারে অন্য যেসব টাটকা তরিতরকারি চোখে পড়ছে তার মধ্যে রয়েছে মুলো, ফুলকপি, বেগুন, লাল শাক, সর্ষে শাক এবং লাউ।

সবজি বাজার দেখে আবার ঢুকলাম মাছের বাজারে। হঠাৎ দেখি আমার সঙ্গীরাও ইতিমধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এতক্ষণ আমি ছিলাম দর্শক, এবার ক্রেতার ভূমিকায় নামতে হল। দরাদরি করার পর এক কিলো দেশি মাগুর মাছ কেনা হল ৩০০ টাকা দিয়ে। জ্যান্ত মাগুর মাছ না হয় কেনা হল কিন্তু এদের নিয়ে যাওয়া হবে কীভাবে? বিশ্বনাথবাবু উদ্যোগী হয়ে কোথা থেকে একটা মাটির কলসি যোগাড় করে নিয়ে এলেন। কলসিতে জল ভরে তার মধ্যে মাছেদের রাখা হল, তারপর খড়ের আঁটি গোল করে বিড়ে তৈরি হল। মারুতি ভ্যানের ডিকিতে রাখা কলসি ভরা মাগুর মাছ আমাদের সঙ্গে যাবে পরবর্তী গন্তব্য কুমারগ্রামে।

বিশ্বনাথ বর্মণকে কথা দিলাম, আবার আসব রসিকবিলে। দু'জনে মিলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরব।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

মধ্য অক্টোবর থেকে মার্চ মাস ভালো সময়। শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের দেখা পাওয়া যাবে। এই পাখিরা থাকে মার্চ মাস পর্যন্ত।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার থেকে ভাড়া গাড়িতে যাওয়া যায়। কম খরচে যাওয়ার উপায় হল আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে বা শেয়ারের টাটা সুমো জাতীয় গাড়িতে কামাখ্যাগুড়ি গিয়ে সেখান থেকে কোচবিহারগামী বাসে বা ভ্যানরিকশায় চেপে রসিকবিল পৌঁছে যাওয়া।

কোথায় থাকবেন

আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি হোটেল হল: **হোটেল মা সন্তোষী** (☎২৫৫৪৬৮), **হোটেল চিত্রা** (☎২৫৫২৪৯), **হোটেল এলিট** (২৫৫৩৯৯), **মোহন্ত লজ** (☎২৫৫৪৬৩), **কঞ্চনজঙ্ঘা লজ** (☎২৫৫৪৪১), **হোটেল রাজলক্ষ্মী** (☎২৫৫২৭৮), **অবকাশ লজ** (☎২৫৫৮৪৬)।

রসিকবিলে থাকার সেরা জায়গাটি হল পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের **কটেজ**। কটেজের ভাড়া ৬০০ টাকা, অতিরিক্ত একশয্যার জন্য আরও ১০০ টাকা লাগবে। এছাড়া রয়েছে দুটি ডর্মিটরি রুম, শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা।

অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, ৮ম তল
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২৩৭-০০৬০/৬১

আলিপুরদুয়ারের এস টি ডি কোড: ০৩৫৬৪।

নিজের মতো অথবা দলবেঁধে বিদেশভ্রমণ

আফ্রিকার
জঙ্গলে
অ্যানুয়াল মাইগ্রেশান

কিনিয়া: মাসাইমারা/লেক নকুরু/আম্বোসেলি
৫ রাত/৬ দিন-**82999/**ex Mumbai*
৭ রাত/৮ দিন-**89999/**ex Mumbai*

তানজানিয়া: সেরেনগেটি গোরোঙ্গরো/লেক মানিয়ারা
৭ রাত/৮ দিন-**115000/**ex Mumbai*

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
থাইল্যান্ড/মালয়েশিয়া/সিঙ্গাপুর
১০ রাত/১১ দিন
63999/ex Kolkata*

মালয়েশিয়া: কুয়ালালামপুর, গেন্টিং, লঙ্কাভি, পেনাং, তামাংনেগেরা
starts from **22000/**ex Kolkata*

চিন
কুনমিং/লাসা/বেজিং/সাংহাই
১২ রাত/১৩ দিন
87900/ex Kolkata*

ফারাওদের দেশ মিশর
কায়রো/আলেক্সান্দ্রিয়া/নীল নদে ভ্রমণ/নুবিয়ানদের গ্রাম
৭ রাত/৮ দিন **66500/**ex Mumbai*
23/12, 20/01

দুবাই: ডেসার্ট সাফারি
মরিশাস: নর্থ/সাউথ আইল্যান্ড ট্যুর
৬ রাত/৭ দিন
67000/ex Kolkata

ইন্দোনেশিয়া
বালি/লোম্বক
৬ রাত/৭ দিন
54500/ex Kolkata

সিঙ্গাপুর: সেন্তোসা/নাইট সাফারি/জুরং বার্ড পার্ক/সিটি ট্যুর
starts from **24000/**
ex Kolkata

বাংলাদেশ
ঢাকা/কক্সবাজার/রাঙামাটি/সেন্ট মার্টিন
খরচ আপনার নাগালের মধ্যে
10/01

অন্য থাইল্যান্ড চেনা থাইল্যান্ড
ব্যাংকক/পাটায়া/ফুকেত/চিয়াংরাই/চিয়াংমাই/খাওয়াই ন্যাশনাল পার্ক/ফিমাই আঙ্কোর মন্দির
starts from **18500/** ex Kolkata
26/12, 29/12

হংকং, মাকাও ৫ রাত/৬ দিন
47000/ ex Kolkata

শ্রীলঙ্কা: কলম্বো/ক্যান্ডি/বেনতোতা/ন্যুয়ারিলিয়া
৬ রাত/৭ দিন— **34650/**ex Chennai
02/01

কম্বোডিয়া: নমপেন, সিয়েম রিপ, আঙ্কোরভাট ৫ রাত/৬ দিন
45000/ex Kolkata

ভিয়েতনাম: হ্যানয়/হালোং/হু/দানাং/হোইয়ান/সাইগন ৮ রাত/৯ দিন—
60000/ex Kolkata

হিমালয়ের দেশ **নেপাল**
কাঠমান্ডু/পোখরা/চিতওয়ান/নাগারকোট/ধূলিখেল

ড্রাগনের দেশ **ভুটান**
ফুন্টশোলিং/ থিম্পু/ পারো/ ওয়াঙডু/পুনাখা
৬ রাত/৭ দিন **15500/**ex Jaigaon

For Further Details Contact

Wandervogel adventures

● *Rates Quoted Subject to Change*

★ *condition applied*

1/2C, Ballygunge Place East, Kolkata-700 019, West Bengal, India
Dial : 91-33-2440 1872 / 6548 4337 Fax: 91-33-2440 1872
e-mail: wandervogeltours@gmail.com
URL : www.wandervogeladventures.com, www.travelinbengal.com

২০টি পিকনিক স্পট

অ্যাকোয়া মেরিন ওয়াটার পার্ক

অ্যাকোয়া মেরিন ওয়াটার পার্ক

হুগলি স্টেশনের কাছেই অ্যাকোয়া মেরিন ওয়াটার পার্ক। এই ওয়াটার থিম পার্কটিতে পিকনিক গার্ডেন, সুইট, কনফারেন্স হল, সবুজে মোড়া মাঠ সহ অনেক রকম সুযোগ-সুবিধাই আছে। বোটিং করার সুযোগ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে মুন ওয়াকার, রোলার স্কেটিং। ওয়াটার রাইডসের মধ্যে আছে ওয়েভ পুল, স্লাইড পুল, ওয়াটার পুল, পোগো পুল। রেস্তোরাঁ আছে ওয়াটার পার্কের ভেতরেই, খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। এখানে থাকতেও পারেন। ভাড়া ১,৫০০-১,৬০০ টাকা। অ্যাকোয়া মেরিন ওয়াটার পার্কে পিকনিক করতে এসে কাছাকাছির মধ্যে দেখে আসা যায় ব্যান্ডেল চার্চ, চন্দননগরের ফরাসি যাদুঘর, ইমামবাড়া, দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান। এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা আছে। ওয়াটার পার্কটি খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। পার্কে এন্ট্রি ফি মাথাপিছু ৫০ টাকা। ট্রেনে গেলে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, বর্ধমান মেন, কাটোয়া, পাণ্ডুয়া লোকাল ধরে নামুন হুগলি স্টেশনে। গাড়িতে গেলে ধরুন জি টি রোড। কলকাতা থেকে ওয়াটার পার্কের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার, হুগলি স্টেশন থেকে দূরত্ব আধ কিলোমিটার। যোগাযোগ: ☎ ৯৮৩১১-৮৯১৯১, ৯৮৩১২-২২৮৮০।

রিগ্যাল গেস্টহাউস

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদার কাছে ৩৫ বিঘা জমির ওপর রিগ্যাল গেস্টহাউস। এখানে পিকনিকের জন্য ৩টি স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। নিজেরা রান্না করতে পারেন, অথবা এদের নিজেদের রেস্তোরাঁয় খেতে পারেন। গেস্টহাউসের চারদিকে প্রচুর গাছগাছালি আছে, প্রচুর ফুল দেখা যায়। দুটি ছোট পুকুর, চিলড্রেন্স পার্ক, প্যাগোডা, জিম, হেলথ ক্লাব, কনফারেন্স হল, ওপেন স্টেজ, মিনি জু, ফিশিংয়ের সুযোগ-সুবিধা সবই রয়েছে। রাত্রিবাসের সুযোগও আছে। ভাড়া ৭০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। ১৬ বেডের ডর্মিটরিও আছে। ট্রেনে এলে হাওড়া-খড়্গপুর লাইনের মেচেদা স্টেশন আসুন মেচেদা, পাঁশকুড়া, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, হলদিয়া, বালিচক লোকালে। মেচেদা স্টেশন থেকে দূরত্ব ২ কিলোমিটার। গাড়িতে এলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে শরৎ সেতু অতিক্রম করে বাঁদিকে ঘুরে মেচেদা ফ্লাইওভারও

রিগ্যাল গেস্টহাউস পিকনিক স্পট

অতিক্রম করতে হবে। বিদ্যাসাগর মূর্তি থেকে বাঁদিকে সামান্য গেলেই রিগ্যাল গেস্টহাউস। এখানে গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থাও আছে। যোগাযোগ: **এম রানা** ☎০৩২২৮-২৩১৯৪৫, ৯৩৩২৯-৫৮১২৫, ৯৪৩৪৯-৮৮৬৪২।

দুর্গাপুর ব্যারেজ

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার দূরত্বে দুর্গাপুর ব্যারেজ। ব্যারেজের এপারে বর্ধমান জেলা এবং ওপারে বাঁকুড়া। বাঁধ দেওয়া হয়েছে দামোদরে। একপাশে প্রচুর জল অন্যপাশে দামোদরের চর। দামোদরের পাড়ে পিকনিক করার প্রচুর জায়গা আছে। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। দামোদরে নৌকো চড়তে পারেন। তবে একসঙ্গে অনেকে মিলে নৌকোয় না চাপাই ভালো। কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে গেলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে পানাগড়, মুচিপাড়া ছাড়িয়ে ডি ভি সি মোড়, সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে গ্যামন ব্রিজ, বাঁকুড়া মোড় হয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ।

শহিদ মঙ্গল পান্ডে পার্ক

বারাকপুরের কাছেই গঙ্গার ধারে শহিদ মঙ্গল পান্ডে পার্ক। প্রচুর গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। পার্কটিতে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকাতে বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে। গঙ্গার বুকে ভেসে পড়তে পারেন নৌকোয় চেপে। এখানে পিকনিক করতে এসে দেখতে পারেন অদূরবর্তী গান্ধিঘাট, অন্নপূর্ণা মন্দির, মহাদেবানন্দ গিরির আশ্রম। এরমধ্যে গান্ধিঘাটে গান্ধিজির চিতাভস্ম বিসর্জিত হয়। এখানে গড়ে উঠেছে গান্ধি মিউজিয়াম। বুধবার ছাড়া প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ঘুরে দেখা যায় গান্ধি মিউজিয়াম। একটি শীতের বেলা সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত মঙ্গল পান্ডে পার্ক ঘুরে যেতে মন্দ লাগবে না। গাড়িতে বি টি রোড ধরে আসতে পারেন এখানে।

কল্যাণী পিকনিক গার্ডেন

কল্যাণী সীমান্ত স্টেশন থেকে অল্প দূরত্বে কল্যাণী পিকনিক গার্ডেন। ছোটদের জন্য আছে চিলড্রেন্স কর্নার। আছে দোলনা, সি-স, স্লিপ, চরকি ইত্যাদি। চতুর্দিকে গাছগাছালিতে ঘেরা। গার্ডেনে প্রবেশমূল্য ১০ টাকা। পিকনিক করার জন্য স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। ৫০ জনের দল হলে ভাড়া পড়বে ২০০ টাকা। রান্না করার যাবতীয় সরঞ্জাম ভাড়া পাওয়া যায়। এখানে পিকনিক করতে এলে শিয়ালদা থেকে ধরুন কল্যাণী সীমান্ত লোকাল। গাড়িতে এলে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে আসুন।

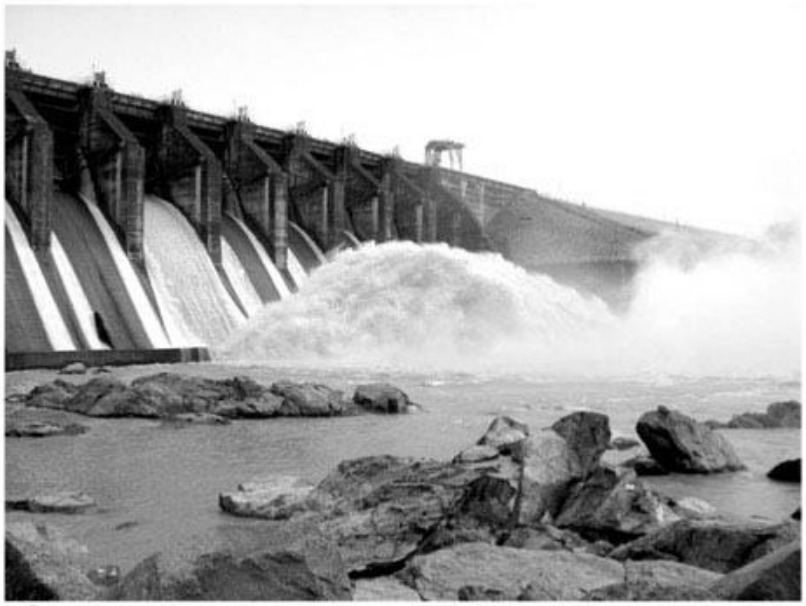

দুর্গাপুর ব্যারেজ

কল্যাণী পিকনিক গার্ডেনে পিকনিক করার জন্য যোগাযোগ: **কুমার ঘোষ** ☎৯৩৩৯৮-৭৬৮২৩।

জুবিলি পার্ক অ্যান্ড রিসর্ট

জুবিলি পার্ক অ্যান্ড রিসর্ট গড়ে উঠেছে গয়েশপুর পুরসভার অধীনে। গয়েশপুর পুরসভা একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণ করছে। পিকনিক করার ভালো ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। চতুর্দিকে আছে প্রচুর গাছগাছালি। বাচ্চাদের জন্য আছে জাম্পিং ফ্রগ, ঝুলন্ত নৌকো, মিকি মাউস, ড্রাগন ট্রেন, বেবি ট্যাক্সি, বেবি কার। বোটিং করার সুযোগ আছে। এ সি এবং নন-এ সি গেস্টহাউস ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ টাকা। জুবিলি পার্কে প্রবেশমূল্য ১০ টাকা। এখানে পিকনিক করার জন্য স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। ৩০০ টাকা থেকে শুরু করে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া। ট্রেনে এলে নামতে হবে কাঁচরাপাড়া। শিয়ালদা থেকে ধরতে পারেন রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, গেদে, শান্তিপুর, কল্যাণী সীমান্ত লোকাল। গাড়িতে এলে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে পৌঁছতে পারেন। যোগাযোগ: ☎৯৮৭৪৪-১৮৪৩৩।

অমল সাহার বাগানবাড়ি

মধ্যমগ্রামের কাছে চারবিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে অমল সাহার বাগানবাড়ি। প্রচুর গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা জায়গাটি। ভেতরে পুকুর, বাগান রয়েছে। বাগানে প্রচুর ফুল ফোটে। এখানে পিকনিক করতে এলে দুটি ঘর ব্যবহার করা যায়। খাওয়ার জন্য আলাদা জায়গা করে দেওয়া আছে। প্রতিদিন একটি দলকেই পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া পড়ে ৬,০০০ টাকা। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে এলে মধ্যমগ্রাম বা হৃদয়পুর নামতে হবে। বারাসাত, বনগাঁ,

TREKS & TOURS

কৈলাস ও মানস.....May to Sept.
লাসা ও এভারেস্ট নর্থকোল বেসক্যাম্প...May to Sept.
সমগ্র লাদাখ (৮/১৬/২০ দিন).....24/5, 1/6 28/8, 3/10
লাহুল স্পিতি ও কিন্নর.....4/9, 18/9
অরুণাচল.....3/4, 16/10
মুক্তিনাথ.....3/4, 16/10
সমগ্র নেপাল.....15/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম.....24/4, 16/10
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর] 20/2
মিজোরাম ও ত্রিপুরা] 6/11
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান).....4/12
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ).... Any Day From Oct. to May

ট্রেকিং: এভারেস্ট বেসক্যাম্প, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গৌসাইকুণ্ড, রাউন্ড অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড

কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরনের গ্রুপ ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়

9, Lalbazar Street. Marcantile Building
1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

দত্তপুকুর, গোবরডাঙা, মধ্যমগ্রাম, হাসনাবাদ, হাবড়া বা বসিরহাট লোকাল ধরে সহজেই পৌঁছতে পারেন। গাড়িতে এলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আসুন। মাইকেল নগরের কাছেই অমল সাহার বাগানবাড়ি। স্পট বুকিং হয় না। বুকিং করে যেতে হয়। যোগাযোগ: **অরিজিৎ চক্রবর্তী** ☎৯৫৪৭৩-০৮৪৪৬।

গড়মান্দারন

হুগলি জেলার কামারপুকুরের কাছে গড়মান্দারন পর্যটনকেন্দ্র। প্রায় ১৫০ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের পটভূমিও এই গড়মান্দারন। চারদিকে প্রচুর সবুজ। এছাড়া মরসুমি ফুলের বাগান, বাচ্চাদের খেলার জায়গা সবই আছে। এখানে পিকনিক করার জন্য মাথাপিছু দশ টাকা করে দিতে হয়। রাত্রিবাসের সুযোগ আছে ৩ কিলোমিটার দূরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে। কামারপুকুরে জেলা পরিষদের বাংলোর ঘরভাড়া ১৫০-৩০০ টাকা। কলকাতা থেকে গাড়িতে এলে ডানকুনি, চন্ডিতলা হয়ে পৌঁছতে হবে গড়মান্দারন এবং ট্রেনে এলে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর বা তালপুর লোকালে চেপে তারকেশ্বর নেমে মেদিনীপুরগামী বাস ধরতে হবে। যে-কোনও তথ্য এবং জেলা পরিষদ বাংলো বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎০৩২১১-২৪৪৫৭০, ০৩৩-২৬৮০-২১৩৯।

নন্দী বাগানবাড়ি

বারাকপুরের কাছেই দেবপুকুরে সুন্দর পিকনিক স্পট নন্দী বাগানবাড়ি। প্রায় সাড়ে ৬ বিঘে জমিতে গড়ে উঠেছে এই বাগানবাড়ি। আছে পুকুর, প্রচুর গাছপালা, ফুলের বাগান, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, দোলনা। একদিনে একটি দল পিকনিক করতে পারে। শনিবার ও রবিবার পিকনিক করলে ভাড়া পড়বে ৫,০০০ টাকা এবং অন্যান্য দিনে ৪,০০০ টাকা। পিকনিকের ফাঁকে বিশ্রাম নিতে চাইলে একটি দোতলা বাড়ির একতলাটা ব্যবহার করা যায়। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে শিয়ালদা থেকে বারাকপুর, কল্যাণী সীমান্ত, নৈহাটি, রানাঘাট, গেদে, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর লোকাল ধরে বারাকপুর স্টেশনে নেমে লালকুঠি হয়ে আসতে হবে। গাড়িতে এলে বারাসাত-বারাকপুর রোড ধরে বারাসাত থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে দেবপুকুর নন্দী বাগানবাড়ি। বুকিং করার জন্য যোগাযোগ: **সুজয় নন্দী** ☎৯৮৩১৩-৫৬০০৮।

আইচদের বাগানবাড়ি

মধ্যমগ্রামের কাছে আইচদের বাগানবাড়ি। প্রায় চার বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই পিকনিক স্পট। আছে সবুজ ঘাসের লন, মরশুমি ফুলের বাগান, চিলড্রেন্স পার্ক, ফোয়ারা, আড্ডাজোন, ট্রি-হাউস, পুকুর। রয়েছে মাছ ধরার সুযোগ। গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে। পিকনিকের ফাঁকে দেখে আসতে পারেন শিবকালী মন্দির, বাদুর সর্পোদ্যান। একদিনে একটি দলকে পিকনিক করার সুযোগ দেওয়া হয়। ভাড়া ৪,০০০ টাকা। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে শিয়ালদা থেকে মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, বারাসাত, দত্তপুকুর, হাবড়া, হাসনাবাদ, বসিরহাট বা গোবরডাঙা লোকাল ধরে নামুন মধ্যমগ্রাম স্টেশন। গাড়িতে এলে ভি আই পি রোড, যশোর রোড ধরে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা মোড়, ইটখোলা হয়ে শিবকালী মন্দির। এখানেই আইচদের বাগানবাড়ি। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **অমল আইচ** ☎৯৮৩০০-৬৫০৪৫।

তুর্কি ফার্ম হাউস

ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে রাজহাট হাইস্কুলের পিছনে তুর্কি ফার্ম হাউস পিকনিক স্পটটি ১০ বিঘে জমির ওপর গড়ে উঠেছে। ভেতরে রয়েছে চিলড্রেন্স পার্ক, লন, পুকুর, আমবাগান, সুপুরিবাগান ইত্যাদি। চিলড্রেন্স পার্কে বাচ্চাদের দোলনা, স্লিপ আছে। রাজহাটের জঙ্গলে ময়ূর দেখা যায়। এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। একদিনে সর্বোচ্চ ৫টি দলকে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। স্থানবিশেষে ভাড়া ১,০০০, ২,০০০ এবং ৪,০০০ টাকা। কলকাতা থেকে যেতে হলে ব্যান্ডেলে নেমে যেতে হবে। হাওড়া থেকে ধরুন ব্যান্ডেল, কাটোয়া, বর্ধমান মেন, পাণ্ডুয়া লোকাল। গাড়িতে গেলে পুরনো দিল্লি রোড হয়ে পৌঁছতে পারেন তুর্কি ফার্ম হাউসে। যোগাযোগ: **মালা সেন** ☎ ৯২০১৮-৯৪৬২৪।

চাঁদুর ফরেস্ট

আরামবাগ শহরে দ্বারকা নদীর পাড়ে চাঁদুর ফরেস্ট। চাঁদুর একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। দ্বারকা নদীর চরেও পিকনিক করার ভালো ব্যবস্থা আছে। চারদিকে ঘন সবুজের ছোঁয়া। শাল, সেগুন, শিমুল, সোনাঝুরি প্রভৃতি গাছে সুসজ্জিত চাঁদুর ফরেস্ট। কলকাতা থেকে তারকেশ্বর হয়ে পথ গিয়েছে আরামবাগ। আরামবাগ থেকে কৃষক সেতু হয়ে শক্তিগড় থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে বা জিটি রোড ধরে ঘুরপথেও ফেরা যেতে পারে কলকাতায়। পিকনিক করার জন্য যোগাযোগ: ☎৯৯৩৩৩-০০৬৩২।

দিয়াড়া ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড

হুগলি জেলার শেওড়াফুলির কাছেই দিয়াড়া পিকনিক স্পট। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এখানে পিকনিক করা যায়। এই ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ডে বাচ্চাদের কথা মাথায় রেখে এখানে তৈরি হয়েছে বরফের ঘর, ময়ূর দোলনা 'কলম্বাস'। আছে টয়ট্রেন, প্যাডেল বোট, বেবিট্রেন, টাইটানিক, মিকি মাউস ইত্যাদি। রয়েছে প্রচুর গাছপালা এবং মরশুমি ফুলগাছ। পিকনিক করার জন্য বাসনপত্রও এখানে ভাড়া পাওয়া যায়। ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ডে প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ৪০ টাকা। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, হরিপাল বা তালপুর লোকাল ধরে শেওড়াফুলির পরের স্টেশন দিয়াড়া নামতে হবে। গাড়িতে এলে পৌঁছবেন দিল্লি রোড ধরে। যোগাযোগ: ☎০৩২১২-২৬৮৬০০।

রূপকুঠির বাগানবাড়ি

ডায়মন্ডহারবারে রূপকুঠির বাগানবাড়ি। প্রায় চার বিঘে জমির ওপর বাগানবাড়িটি তৈরি হয়েছে। প্রচুর গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা বাগানবাড়িটি থেকে হেঁটে মিনিট পাঁচেক গেলেই দেখা যায় বিস্তৃত গঙ্গা। প্রতিদিন একটি দলকে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া ৪,০০০ টাকা। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে হলে শিয়ালদা দক্ষিণ থেকে ধরুন ডায়মন্ডহারবার লোকাল। ডায়মন্ডহারবার স্টেশন থেকে পনেরো মিনিটের পথ রূপকুঠির বাগানবাড়ি। গাড়িতে এলে সরাসরি ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে চলে আসুন পিকনিক স্পটে। স্পট বুকিংয়ের সুবিধা নেই। কলকাতা থেকে বুকিং করে যেতে হবে। যোগাযোগ: ☎৯৫৪৭৩-০৮৪৪৬।

লোকনাথ পিকনিক গার্ডেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটির কাছেই সুসজ্জিত লোকনাথ পিকনিক গার্ডেন। বারুইপুর স্টেশন থেকে দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। প্রায় দেড় বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই বাগানবাড়িটি। সংস্থার নিজস্ব ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ফলে নিজেরা সঙ্গে কিছু না আনলেও কোনও অসুবিধা নেই। পিকনিক গার্ডেনে আছে বসার জায়গা, পুকুর। প্রায় ১ বিঘা লনে খেলাধুলোর সুযোগ আছে। প্রতিদিন একটি দলকে পিকনিকের অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া ২,০০০ টাকা। ট্রেনে এলে শিয়ালদা থেকে ধরুন ক্যানিং লোকাল। নামুন চম্পাহাটি স্টেশনে। আর বারুইপুর হয়ে এলে বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা বা ডায়মন্ডহারবার লোকাল ধরে বারুইপুর নেমে ছয় কিলোমিটার দূরে কাটাখাল, সেখানেই

পিকনিক স্পটটি। গাড়িতে এলে কামালগাজি হয়ে সোনারপুর রেলসেতু অতিক্রম করে চম্পাহাটি লেভেল ক্রসিং ক্রস করে লোকনাথ পিকনিক গার্ডেন। যোগাযোগ: **বিমান বিশ্বাস** ☎৮০১৭৭-৬১৭৫০, ২৪৩২-২৬৩৬।

প্রান্তিক রিট্রিট

হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে ঘোড়ঘাটা-দেউলটি স্টেশনের মাঝে প্রান্তিক রিট্রিট পিকনিক স্পট ও রিসর্ট। চতুর্দিকে অনেক গাছপালা ছাড়াও আছে বাচ্চাদের জন্য চিলড্রেন্স পার্ক। এই পার্কে আছে দোলনা, সি-স, স্লিপ ইত্যাদি সরঞ্জাম। এখানে রাত্রিবাসের সুযোগ আছে। ৮টি ঘর আছে। এ সি ঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা এবং সাধারণ ৫০০ টাকা। একদিনে পিকনিক করার জন্য সর্বোচ্চ ৩টি দলকে অনুমতি দেওয়া হয়। ৩টি লন আছে। একটি লনের ভাড়া ৫,০০০ টাকা এবং অপর দুটি লনের ভাড়া ৪,০০০ টাকা করে। কলকাতা থেকে ট্রেনে গেলে হাওড়া থেকে খড়্গপুর, মেদিনীপুর, পাঁশকুড়া, মেচেদা, বালিচক বা হলদিয়া লোকাল ধরে দেউলটি নামতে হবে। গাড়িতে গেলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সরাসরি দেউলটি। প্রান্তিক রিট্রিট বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **নিতাই ঘোষ** ☎ ৯৭৩২৫-৩৫২৪৮।

সানগ্রেস লাগুন

হাওড়া জেলায় রানিহাটি-আমতা রোডে মুম্বই রোড থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে সানগ্রেস লাগুন পিকনিক স্পট। ১০ একর জমির ওপর সবুজে ঘেরা পিকনিক স্পট। প্রচুর খোলামেলা জায়গা আছে এখানে। প্রায় ২৮,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে পিকনিক করতে পারেন। স্পিকার সহ মিউজিক সিস্টেম ভাড়া দেওয়া হয়। বাচ্চাদের জন্য দোলনা আছে। আছে ছোট একটি পুকুর। ইচ্ছে হলে বোটিং করতে পারেন। যোগাযোগ: ☎ ৬৬৩৪-৮৪১৩

বৌঁচি বাংলো বাগান

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বৌঁচির কাছেই ৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে সুন্দর একটি বাগানবাড়ি। ভেতরে চিলড্রেন্স পার্ক, সাজানো বাগান এবং প্রচুর গাছপালা আছে। পিকনিক করতে এলে দুটি ঘর ব্যবহার করা যায়। প্রত্যেকদিন একটিমাত্র দলকে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া পড়ে ৫,০০০ টাকা। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে ধরতে হবে হাওড়া-বর্ধমান মেন লোকাল। হাওড়া থেকে বৌঁচির দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। গাড়িতে এলে জি টি রোড ধরে সরাসরি পৌঁছতে পারেন বৌঁচি বাংলো বাগান। স্পট বুকিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। কলকাতা থেকে বুকিং করে যেতে হবে। যোগাযোগ: ☎ ৯৫৪৭৩-০৮৪৪৬

মালঞ্চ নেচার পার্ক

বর্ধমান জেলার রসুলপুরের কাছে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মালঞ্চ নেচার পার্ক। ৪৫ একর জমির ওপর পার্কটি তৈরি হয়েছে। রয়েছে প্রচুর গাছপালা, বাগান, সাতটি ঝিল। এখানে বোটিং বা ফিশিং করা যায়। বাচ্চাদের জন্য খেলার আলাদা জায়গা রয়েছে। ৫টি কটেজ আছে, ইচ্ছে হলে রাত্রিবাসও করা যায়। প্রত্যেকটি ঘর বাতানুকূল। ভাড়া ১,৪০০ টাকা। পিকনিক করার জন্য স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। স্পটভাড়া ৩৩০ টাকা থেকে শুরু। মালঞ্চ নেচার পার্কে পৌঁছতে হলে হাওড়া থেকে বর্ধমান মেন লোকাল ধরে রসুলপুর স্টেশনে নামতে হবে। স্টেশন থেকে নেচার পার্ক রিকশায় পাঁচ মিনিটের পথ। গাড়িতে এলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এসে পালসিটে টোলপ্লাজা অতিক্রম করে ডানদিকে মিনিট দশেক গেলেই মালঞ্চ নেচার পার্ক। যোগাযোগ: ☎৯৮৩৬৭-৩১১৮৩, ৯১৬৩৭-৫৩৮৭৯।
দেখতে পারেন malanchanaturepark.net

মহামায়া হোটেল অ্যান্ড পিকনিক স্পট

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে মণি নদীর ধারে মহামায়া হোটেল অ্যান্ড পিকনিক স্পট। হোটেলের পাশেই আছে একটি উদ্যান। সেখানে ২০ থেকে ৩০ জনের দল পিকনিক করতে পারে। পিকনিক স্পট থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আছে সুপ্রাচীন জটার দেউল। মহামায়া পিকনিক স্পটের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মণি নদী। হোটেল-কর্তৃপক্ষ সুন্দরবন ভ্রমণেরও ব্যবস্থা করে থাকে। প্রয়োজনে রাত্রিবাসও করতে পারেন। হোটেলের ঘরভাড়া ৬০০-১,৫০০ টাকা। মহামায়া পিকনিক স্পটে আসতে হলে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর বা নামখানা লোকাল ধরে নামতে হবে মথুরাপুর রোড স্টেশনে। এখান থেকে অটোতে ২০ কিলোমিটার দূরে পিকনিক স্পটটি। গাড়িতে এলে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে হটুগঞ্জ পৌঁছে রায়দিঘির রাস্তা ধরতে হবে। যোগাযোগ: **সুমন কপাট** ☎৯৭৩৪৬-৫০১২২, ৮৭৫৯১-৮৫৫৭২।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শীতে আমরা বরফ বিক্রি করি গরমে করি ফুলস
Endeavour TOURS
Authorised booking Agent of Sikkim Govt. Hotel
"সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট"
— সাপ্তাহিক বর্তমান, ২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ প্রকাশিত।
Hotel & Resort of Sikkim with Transport
Gangtok, Pelling, Ravangla, Rumtek, Namchi, Biksthang, Rinchenpong, Kaluk, Hee-Bermiock, Uttarey, Yuksom, Okhrey, Versay, Ranipul, Mangan
NORTH SIKKIM PACKAGES
1N 2D/2N 3D/3N 4D
Available from
Gangtok to Gangtok
BHUTAN
Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA PRADESH
Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA
Puri, Bhubaneshwar, Chandipur, Gopalpur, Rambha
WEST BENGAL
Hills: Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishap
Weekend Tours
Mandarmoni, Digha, Bakkhali, Sundarban, Lalbag
TAAB Member TAAB
Contact:
S.K. Bhaumik
Swati Bhaumik
Endeavour Tours
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Near Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632, 98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.com

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

চতুর্থ মুদ্রণ। ১৫০ টাকা

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ

১৫০ টাকা

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ

দাম ৯০ টাকা

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। **৭৫ টাকা**

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

১২০ টাকা

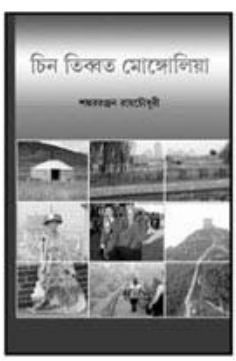

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।

৬০ টাকা

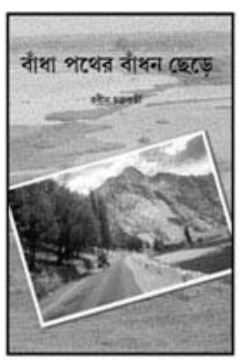

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।

৬০ টাকা

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: swarnakshar.prakasani@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান: দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান, বুকস অ্যান্ড বিয়ন্ড ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

ALPS TOURIST SERVICES PVT. LTD.

2011 Tour Calendar

JANUARY

Singapore & Malaysia – 7 days
Dep.: 26th Jan; Price: Rs.46,500/

FEBRUARY

Vietnam & Cambodia – 12 days
Dep.: 6th Feb.; Price: Rs.79,500/-

Bangladesh on Bhasha Dibash– **9 days**
Dep.: 14th Feb.; Price: Rs. 21, 990/-

MARCH

Singapore & Malaysia – 7 days
Dep.: 20th Mar.; Price: Rs. 46,500/-

Kenya Safari
(Tanzania optional) – 10 days
Dep.: 26th Mar.; Price: Rs. 1,04,400/-

Egypt – 9 days
Dep.: 29th Mar.; Price: Rs. 78,000/-

APRIL

China – 9 days
Dep.: 10th&17th April; Price: Rs.57,500/-

Australia & New Zealand – 17 days
Dep.: 30th April; Price: Rs.2,49,000/-

Greece & Turkey – 12 days
Dep.: 12th April; Price: Rs. 1,44,000/-

MAY

Grand Europe – 18 days
Dep.: 21st May; Price: Rs. 1,87,000/-

Mini Europe – 13 days
Dep.: 24th May; Price: 1,54,000/-

Japan – 8 days
Dep.: 21st May; Rs. 1,10,000/-

China – 9 days
Dep.: 29th May; Price: Rs. 57,500/-

Singapore & Malaysia – 7 days
Dep.: 22nd&29th May; Price: Rs.46,500/-

JUNE

America (East Coast & West Coast)
Dep.: 23rd June

JULY

Kenya Safari
(Tanzania optional) – 10 days
Dep.: 15th July; Price: Rs. 1,04,400/-

AUGUST

Kenya Safari
(Tanzania optional) – 10 days
Dep.: 21st Aug.; Price: Rs. 1,04,400/-

SEPTEMBER

Singapore & Malaysia – 7 days
Dep.: 2nd Sept.; Price: Rs. 46,500/-

South Africa – 10 days
Dep.: 15th Sept.; Price: Rs. 1,46,000/-

OCTOBER

Singapore & Malaysia – 7 days
Dep.: 2nd Oct..; Price: Rs. 46,500/-

Egypt – 9 days
Dep.: 4th Oct.; Price: Rs. 78,000/-

Keneya Safari
(Tanzania optional) – 10 days
Dep.: 5th Oct.; Price: Rs. 1,04,400/-

South Africa – 10 days
Dep.: 17th Oct.;

Vietnam & Cambodia – 12 days
Dep.: 2nd Oct.; Price: Rs.79,500/-

NOVEMBER

Australia & New Zealand – 17 days
Dep.: 6th Nov.; Price: Rs. 2,49,000/-

Vietnam & Cambodia – 12 days
Dep.: 15th Nov.; Price: Rs.79,500/-

DECEMBER

Singapore & Malaysia – 7 days
Dep.: 25th Dec.; Price: Rs.46,500/-

Vietnam & Cambodia – 12 days
Dep.: 18th Dec.; Price: Rs.79,500/-

Egypt – 9 days
Dep.: 20th Dec.; Price: Rs.78,000/-

*** Bangkok & Pattaya all year round**

IATA TAFI ASTA

alps

ALPS TOURIST SERVICES PVT. LTD.
2A, Bertram St., Grand Hotel Building
Opp. New Market new complex, Kolkata-700013.
Phone: 40400500 / 9830056058 / 9830053058 / 9830812000
Email: alpstrvl@gmail.com
Website: www.alpstoursandtravels.com

পাঠকের পাতা

বেড়িয়ে এসে

কুম্ভমেলায় সাধুদর্শন

'ভ্রমণ' মে ও শারদীয় ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূর্ণকুম্ভে হরিদ্বারে' ও সন্দীপন মজুমদারের 'পূর্ণকুম্ভে অমৃত সন্ধানে' লেখা দুটি পড়ে বেশ ভালো লাগল। ভালো লাগল লেখাগুলোর সঙ্গে মুদ্রিত ছবিগুলোও। শিবরাত্রির শাহিস্নানে হরিদ্বারে সাধুদর্শনের সুযোগ আমারও হয়েছিল, যার সুখস্মৃতি এখনও মাঝে মাঝে রোমন্থন করি। কুম্ভমেলা মানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়, কুম্ভমেলা মানে দুর্ঘটনা আর অজস্র মানুষের মৃত্যু। তবুও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের নিষেধ অমান্য করে এক অনিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছে গেলাম হরিদ্বার। দু-মাস ধরে চেষ্টা করেও থাকার ও যাওয়ার ট্রেনের টিকিট যোগাড় করে উঠতে পারিনি। কোনও সঙ্গীও পাচ্ছিলাম না। তাই শুধু ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে একাই যাব ঠিক করলাম। শেষ মুহূর্তে অবশ্য আমার দীর্ঘদিনের ভ্রমণসঙ্গী ৭৭ বছরের লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্যকে পেয়ে গেলাম। ১১ ফেব্রুয়ারি দিল্লি থেকে বাসে চেপে দুপুর ১টায় হরিদ্বারের অস্থায়ী বাসস্ট্যান্ডে এসে নামলাম। থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কিনা এই আশঙ্কায় দুই বৃদ্ধ হেঁটে চলেছি কনখলের পথে, শ্রীগুরু সঙ্ঘের শাখা আশ্রমে। প্রচণ্ড ভিড়। থাকার জায়গা পাওয়া কোনওমতেই সম্ভব ছিল না। শুধু বন্ধুবর লক্ষ্মীবাবুর অসম্ভব তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় আশ্রম মন্দিরের গর্ভগৃহে আশ্রয়টুকু পাওয়া গেল। হরিদ্বার এর আগে বেশ কয়েকবার এসেছি। কিন্তু এমন নান্দনিক সাজে আগে কখনও তাকে দেখিনি। মসৃণ পিচরাস্তার নকশাকাটা ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছি। হরিদ্বারের সর্বত্রই চোখে পড়ল বড় বড় ধর্মীয় হোর্ডিং আর সাধুসন্তদের বিশাল বিশাল কাটআউট। কোথাও আবার হিন্দি, ইংরিজিতে লেখা 'কুম্ভমেলায় হরিদ্বার আপনাকে স্বাগত জানায়'। গঙ্গার দুই পারের ঘাটগুলো বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভবঘুরেদের আস্তানা বা দোকানপাট কোথাও দেখা গেল না। মনসা পাহাড়ের দিকে গঙ্গার ধারের সমস্ত ঘরবাড়ি, হোটেল, ধর্মশালা, মন্দিরে পড়েছে গোলাপি রঙের প্রলেপ। ভোলাগিরি আশ্রম মন্দির এবং হর-কি-পউরি ঘাট আলোর মালায় সেজে উঠেছে। যেদিকে চণ্ডী পাহাড় সেইদিকের ঘাট ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে হর-কি-পউরি ঘাটের আগে এসে থেমে গেলাম। সন্ধ্যারতি শুরু হবে। ভিড়ে ঠাসা সেদিকে আর গেলাম না। একটু ফাঁকা জায়গায় এক নাগা সাধুকে ঘিরে দেখলাম কিছু উৎসাহী মানুষের জটলা।

১২ ফেব্রুয়ারি, শিবরাত্রির শাহিস্নান। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম আশ্রমের এক বৃদ্ধা রাত চারটের সময় হর-কি-পউরি ঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরে এসেছেন। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। চলেছি কনখলের সতীঘাটে। এখানেই স্নানপর্ব সেরে নিলাম। নতুন করে তৈরি বাঁধানো স্নানের ঘাট একের পর এক টপকে চলে এলাম দক্ষরাজ মন্দিরে। এখানেই শুনলাম সকাল দশটায় সাধুবাবারা জুলুস (মিছিল) নিয়ে বেরোবে গঙ্গাস্নানে। আর দেরি নয়। সোজা চলে এলাম শঙ্করাচার্য চৌক-এ। দাঁড়িয়ে পড়লাম সুবিধেমতো একটা জায়গায়। আস্তে আস্তে ভিড় জমতে শুরু করল। অনেক আগে থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সমস্ত দর্শনার্থীর মধ্যেই এক চাঞ্চল্য লক্ষ করা যাচ্ছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে একসময় আওয়াজ উঠল, ওই আসছে। বেজে উঠল শঙ্খ, শোনা গেল শিঙা ফোঁকার গর্জন। একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখলাম প্রথমেই কমান্ডোবেষ্টিত পাঁচ অশ্বারোহী নাগা সাধুর আগমন। পিছনে আরেক দল নাগা সন্ন্যাসী। এরপর আরও সাধু-সন্ন্যাসী বর্ণাঢ্য মিছিল করে এগিয়ে আসছে। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি। সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীর দল। তারা কোন সম্প্রদায়? কোন আখড়ার? জুনাগড় না পঞ্চায়তি? আমি তা জানতে চাইনি। শুধু এক অনাবিল আনন্দে দেখে চলেছি ভারতের সাধক, ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের। পূর্ণকুম্ভে সাধু দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল আজ তা পূর্ণতার আস্বাদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

তপন চৌধুরি
নাথপাড়া, তালবাগান
সোনারপুর

বেড়িয়ে এসে

কেদারনাথ ভ্রমণ

অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে সপরিবারে কেদারনাথের উদ্দেশে রওনা হলাম। রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল। তৃতীয়দিন সকালে হরিদ্বারে পৌঁছলাম। ওইদিন কালীকমলি ধর্মশালায় থাকলাম। এখানে সুন্দর দেরাদুন চালের ভাত, মুগ ডাল ও ফুলকপির তরকারি খুব তৃপ্তি করে খেলাম। পরদিন ভোর ৬টায় একটি টাটা সুমো করে হিমালয়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর পাহাড়ি পথ ধরে বিকেল পাঁচটায় গৌরীকুণ্ড পৌঁছলাম। এখানে মন্দাকিনীর পাশে কালীকমলি ধর্মশালায় উঠলাম। ভয়ঙ্কর ঠান্ডা ও মন্দাকিনীর প্রচণ্ড গর্জনে আমি খুব ভয় পেলাম। রাতে 'সুপ্রিয়' হোটেলে ডাল, বেগুনভাজা ও চাটনি দিয়ে ভাত খেলাম। এই হোটেলটি বাঁকুড়া জেলার এক ভদ্রলোকের। পরদিন সকালে কেদারনাথ মন্দিরের উদ্দেশে হাঁটাপথে রওনা হলাম। বিকেল ৪টে নাগাদ পৌঁছে গেলাম। চারদিকে বরফ আর বরফ। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কালীকমলি ধর্মশালায় উঠলাম। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে আরতি আরম্ভ হল। আমরা রাজবেশ পরিহিত কেদারনাথকে দেখলাম। মন্দির থেকে বেরিয়ে মনে হল আমরা স্বর্গে আছি। রাতে গরম খিচুড়ি খেলাম। রাতে খুব ঠান্ডার জন্য তিনখানা লেপ মুড়ি দিলাম। হাত-পা সব বরফ হয়ে গেল। কোনওরকমে সকাল হতেই স্নান করে মন্দিরে পুজো দিলাম। আমরা ওইদিনই পায়ে হেঁটে গৌরীকুণ্ডে নেমে এলাম। সেখানে গরম জলের কুণ্ডে স্নান করলাম। তারপর সকালে হরিদ্বারের পথে রওনা হলাম। হরিদ্বারে দুদিন বিশ্রাম নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

স্বাগতা বৈদ্য
পঞ্চম শ্রেণী, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা-৭১

বেড়িয়ে এসে

দমন ভ্রমণ

ছোটবেলা থেকে গোয়া-দমন-দিউ একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার জন্য বহুদিন মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে যায় যে এই তিনটি অঞ্চল বোধহয় পাশাপাশি

অবস্থিত। পরে 'ভ্রমণ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা পড়ে সেই ধারণার পরিবর্তন হয়। পর্তুগিজ অধ্যুষিত এই ঐতিহাসিক শহরগুলিকে দেখার ইচ্ছা ছিল বহুদিনের। তাই 'ভ্রমণ' পত্রিকার পরামর্শে এর আগে মুম্বই হয়ে গোয়া এবং সোমনাথ হয়ে দিউ ঘুরে নিই।

এবছর পুজোয় দমন ঘোরার জন্য আমি স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে ১৬ অক্টোবর আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে সুরাট রওনা হই। দু-রাত ট্রেনে কাটিয়ে সুরাট স্টেশনের কাছে হোটেল প্রিন্স-এ উঠি। এখানে থাকাকালীন একটা গাড়ি নিয়ে সুরাট দুর্গ, মিউজিয়াম, স্বামীনারায়ণ মন্দির, ডুমাস সমুদ্রসৈকত, নেহরু উদ্যান ইত্যাদি দেখে নিই।

১৯ তারিখ গাড়িতে আমরা দমন যাত্রা করি। দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ভাপি হয়ে দমন পৌঁছই।

সি-ফেস রোড ধরে এগিয়ে আমরা দেওকা বিচের সামনে পৌঁছই। এই অঞ্চলটি বেশ জমজমাট। এখানে সমুদ্রমুখী হোটেল 'সিডা-ডে-দমন'-এ উঠি। হোটেলটি নানান স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। ঘরে ঢুকে জানলার পর্দা সরাতেই চোখের সামনে সৌন্দর্যের দরজা খুলে যায়। সামনে দিগন্তপ্রসারী আরবসাগর। মুগ্ধ হতে হয়। সেদিন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশপাশের দোকানগুলি ঘুরে নিই। এরপর পার্কের মধ্য দিয়ে সমুদ্রসৈকতে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। জোয়ার-ভাটার খেলায় সমুদ্র কখনও হাতের কাছে আসে আবার কখনও দিগন্তে মিশে যায়। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে আসি।

দ্বিতীয়দিন দমন দর্শনে বেরোই। দমন আরবসাগরের কোলে ছোট্ট ছবির মতো সাজানো শহর যা অনেক রাজা-মহারাজা, প্রাদেশিক শাসনকর্তার ঐতিহাসিক যুদ্ধের সাক্ষী। দমনের দুটি ভাগ— নানিদমন ও মোতিদমন। নানিদমনের অন্যতম আকর্ষণ নারকেল ও ঝাউগাছে ঘেরা সাগরবেলাভূমি। একেক করে গান্ধি শিশুউদ্যান, সত্যসাগর লেক, নানিদমন ও মোতিদমন দুর্গ, চার্চ ও লাইটহাউস দেখে নিই। সন্ধ্যা নামার আগে জামপোর বিচে বসে সূর্যাস্তের অপেক্ষা করতে থাকি। নারকোল ও ক্যাসুরিনা ঘেরা নির্জন বেলাভূমিতে কখনও চায়ের পেয়ালা নিয়ে, কখনও ডাবের জল খেয়ে সময় কাটে। জোয়ারের জল তখন পায়ে এসে ঠেকেছে। আরবসাগরের আকাশে তখন শুরু হয়ে যায় লাল আবিরের খেলা। সমুদ্রের জলে মিশে যায় সেই লালিমা। ঘোর কাটলে আমরা হোটেলে ফিরে আসি এবং হোটেলে বসে চাঁদের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত ফেনিল সাগরের রূপ দেখতে থাকি।

তৃতীয়দিন ৩২ কিলোমিটার দূরের আরেক কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল দাদরা নগর হাভেলির রাজধানী সিলভাসা দেখতে যাই। এটি একটি সাজানো-গোছানো শহর। এখানে অনেক বলিউড সিনেমার শ্যুটিং হয়। আমরা ট্রাইবাল মিউজিয়াম, বালউদ্যান, বানগঙ্গা লেক ও গার্ডেন, বনবিহার ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স, লায়ন সাফারি ইত্যাদি দর্শন সেরে রাতে দমন ফিরে আসি। পরদিন পুনরায় সুরাটে ফিরে সেখান থেকে আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই।

বিশ্বজিৎ দত্ত
১/৪৮, পোদ্দারনগর
যোধপুর পার্ক, কলকাতা

Roopkatha
TOURS & TRAVELS

Andaman – 25/02
Arunachal – 16/04
Bhutan – 20/03
Dooars – 13/03
Ladakh – 10/06

-: Our hotels :-
□ Swapnapuri - Tajpur
□ Pasakha - Dooars

134B, S.P. Mukherjee Road
Kolkata-700 026
Ph : 4060 5152 / 2463 5553
98302 58828, 94326 49912
email: roopkathatours@gmail.com

কাঞ্চনজঙ্ঘা ...
অনন্যা কাঞ্চনজঙ্ঘা !!!

ঘরে বসে অনাবিল সৌন্দর্য
উপরি পাওনা নানান পাখি
ও জঙ্গল ...
এ আনন্দের আস্বাদ নিতে
আপনাকে আসতে হবে

Clouds End
Retreat & Café
Rabangla
14th Mile, Kewzing Rd.
93310 69720, 93397 41509, 98300 51509
E-mail: cloudsend2010@yahoo.in
Website: www.cloudsend.in

PANWAYS
The Bridge Between Man & Nature

হোটেল-গাড়ি

নর্থ-ইস্ট কাজিরাঙা, গুয়াহাটি, দিরাং, বমডিলা, তাওয়াং, বুমলা, আইজল, ডিমাপুর, ইম্ফল, আগরতলা, শিলং, চেরাপুঞ্জি

পশ্চিমবঙ্গ দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, লেপচাজগৎ, পেডং, হলং, জলদাপাড়া, লাটাগুড়ি, মালবাজার, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, লাভা, লোলেগাঁও, ঋষি, রিশপ, চারখোল, মন্দারমণি, দীঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর, শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর, মাইথন, বকখালি, গাদিয়াড়া, শিলিগুড়ি

সিকিম ইয়ুমথাং, ছাঙ্গু, চোপতাভ্যালি, গুরুদোমোর, রাবংলা, রিনচেনপং, উত্তরে, ভার্সে, বোরং, ইয়কসাম

হিমাচল মানালি, রোটাং পাস, কাজা, নাকো, তাবো, কল্পা, সাংলা, সারাহান, সিমলা, ডালহৌসি, ধরমশালা, অমৃতসর

ভুটান-নেপাল ফুন্টসিলিং, থিম্পু, পুনাখা, পারো, চিতওয়ান, পোখরা, কাঠমান্ডু, নাগারকোট

কুমায়ুন-গাড়োয়াল নৈনিতাল, কৌশানি, চৌকরি, মুন্সিয়ারি, রানিখেত, হরিদ্বার, মুসৌরি, গৌরীকুণ্ড, চোপতা, যোশিমঠ, আউলি, হৃষীকেশ, ল্যান্সডাউন, পাউরি

রাজস্থান জয়পুর, আজমির, উদয়পুর, মাউন্ট আবু, জয়সলমির, বিকানির, যোধপুর

বম্বে-গোয়া ঔরঙ্গাবাদ, মহাবলেশ্বর, গোয়া, মুম্বই, পানাজি, ক্যালাঙ্গুটে, গণপতিপুলে, কোলবা, পঞ্চগনি

তামিলনাড়ু-কর্নাটক চেন্নাই, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, রামেশ্বরম, কোদাইকানাল, উটি, মাইশোর, ব্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী, মাল্লাপুরম

কেরালা কোচি, আলেপ্পি, মুন্নার, কুমিলি, ত্রিবান্দ্রম, কোভালম

মধ্যপ্রদেশ জব্বলপুর, পাঁচমারি, ভূপাল, অমরকন্টক, ইন্দোর, খাজুরাহো, উজ্জয়িনী, সাতনা, কানহা, বান্ধবগড়

ওড়িশা পুরী, চাঁদিপুর, গোপালপুর, তপ্তপানি, রম্ভা, সিমলিপাল, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর

অন্ধ্রপ্রদেশ ভাইজ্যাগ, আরাকু, জগদলপুর, তাইডা, হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ

গুজরাট আমেদাবাদ, ভুজ, গির, সোমনাথ, ভেরাবল, দ্বারকা, জুনাগড়, দিউ, পোরবন্দর

ছত্তিশগড় বারনাওয়াপাড়া, সিরপুর, কাঙের ভ্যালি, দন্তেশ্বরী, পরাওর, চিত্রকোট, কোভাগাঁও, খেসকল

ঝাড়খণ্ড রাঁচি, হাজারিবাগ, বেতলা, নেতারহাট

87, Lenin Sarani (Near Moulali), Gr. Fl., Kol-13.
Tele-fax: (033) 2217-4374 Ph: 2227-7400,
(M) 94330 13707, 94323 33643, 94323 33625
E-mail: panways@yahoo.com □ panways@gmail.com
Website: www.panwaystravels.com

Lake Town:
P159, Lake Town, Block-A, Gr. Fl.
(Opp. Book Fair-inside UCN office), Kol-89.
(M) 98310 22344, 94323 33643

Vivekananda Park :
P-459A, Hemanta Mukherjee Sarani, Kol-29
(Opp. Lake Girls School). M: 94320 13462

সান্দাকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

চেস্টনাট বেলিড নাটহ্যাচ

ইয়েলো বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই

সান্দাকফু গৈরিবাস

লেখা ও ছবি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

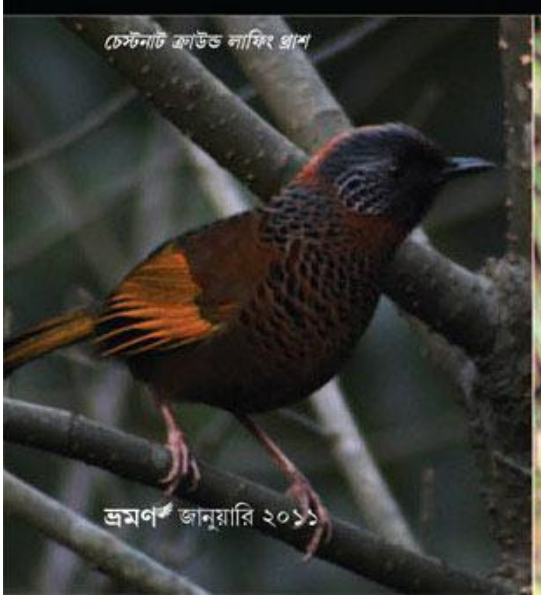
চেস্টনাট ক্রাউন্ড লাফিং থ্রাশ

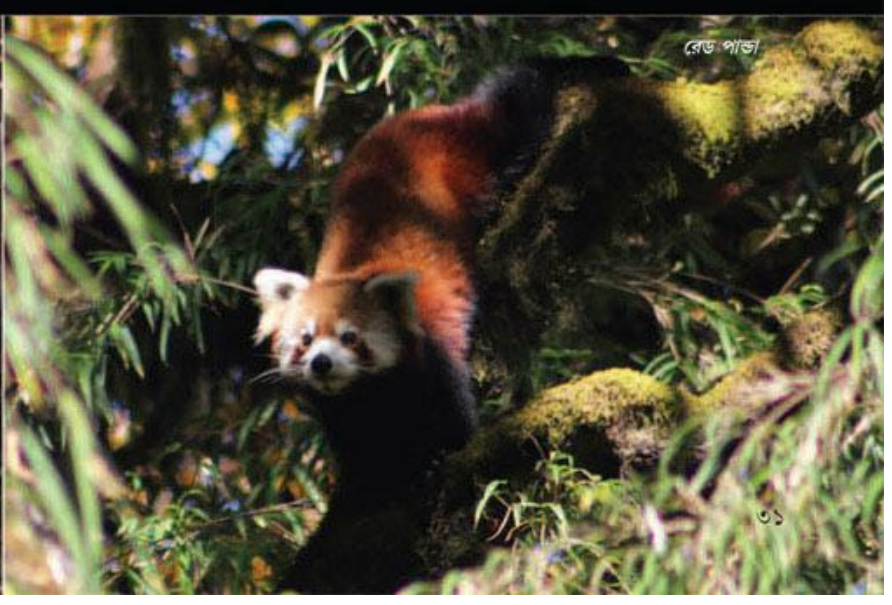
রেড পান্ডা

এবারের কালীপুজোর দিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বিস্তর দরাদরি করে একটা গাড়ি রিজার্ভ করে রওনা হলাম মানেভঞ্জন। হীরকদা আর পার্থদাকে নিয়ে আমাদের তিনজনের দল। মানেভঞ্জন থেকে আমরা যাব সান্দাকফু। ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে লেপচাজগৎ হয়ে কার্শিয়াঙের পুরনো বাস টার্মিনাসে থামলাম ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ একসঙ্গে সেরে নিতে। আকাশ ঝকঝকে ছিল বলে এতটা পথ পাহাড় আর ছোট ছোট জনপদগুলির দৃশ্য দেখে মন ভরে গিয়েছে। চটপট খাওয়া সেরে আবার রওনা হলাম। একটু পরেই প্রায় লোকের বাড়ির উঠোন দিয়ে চলা টয় ট্রেনটার দেখাও পেলাম। সারা রাস্তায় বেশ কয়েকবার ছবি তোলার জন্য গাড়ি থামানোর ফলে মানেভঞ্জন পৌঁছতে বিকেল হয়ে এল। এখানে আমরা উঠলাম কেশব গুরুংয়ের সুসজ্জিত লজে। সন্ধে হতেই নেপাল সীমান্তের এই জনপদটা দীপাবলির বাহুল্যবর্জিত নিখাদ আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই গরম চা খেয়ে বেরলাম মানেভঞ্জন দেখতে। লজের উল্টোদিকে একটা মঠ আর শিবমন্দির আছে। মঠ আর মন্দিরের চাতালের ওপর দিয়েই চলে গিয়েছে ভারত আর নেপালের সীমারেখা। আজও আকাশ পরিষ্কার, তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম আকাশে প্রচুর রেড রাম্পড সোয়ালো উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখতে দেখতেই পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের ওপর একটা আপল্যান্ড বাজার্ডকে দেখলাম দাঁড়কাকের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

প্রাতরাশ সেরে নিয়ে ১৯৫৪ সালে তৈরি একটা সাদা ল্যান্ডরোভারে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি, গাইড আর সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কে ঢোকার আইনকানুনের ঝামেলা মিটিয়ে মেটাল রোড ধরে ল্যান্ডরোভার চলা শুরু করল। বেশ কিছুটা রাস্তা দিব্যি চলার পর বোল্ডার ফেলা রাস্তার ঝাঁকুনি আর দুলুনিতে ভালো করে বসাই দুরূহ মনে হতে লাগল। কালাপোখরিতে লাঞ্চের জন্য থামলাম।

কালাপোখরি থেকে বিকেভঞ্জন পর্যন্ত রাস্তাটা মন্দ নয় কিন্তু বিকে-র পরের অংশটা বেশ রোমাঞ্চকর। এমন খাড়াই আর বাঁক, পিছনে ফেলে আসা রাস্তায় কোথাও পাইনি। অবশেষে শেষ দুপুরে ল্যান্ডরোভার থামল সান্দাকফুর পি ডব্লু ডি-র রেস্টহাউসের সামনে। আকাশ এখনও বেশ পরিষ্কার থাকায় দিগন্ত জুড়ে ঝকঝক করছে হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গগুলো। সন্ধের মুখোমুখি পি ডব্লু ডি রেস্টহাউসের পিছনে ভিউ পয়েন্টের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক অবিস্মরণীয় সূর্যাস্ত দেখলাম। জ্যাকেট ফুঁড়ে ঠান্ডা ঢুকলেও নড়তে ইচ্ছে করছিল না। কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর দূরে এভারেস্টের মাথা ছুঁয়ে মিলিয়ে যেতে থাকা সূর্যের শেষ আলো উপত্যকা থেকে উঠে আসা মেঘের দলকেও রাঙিয়ে দিচ্ছিল। পুরো পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে অসাধারণ আলোর মায়াজাল মন ভরে দেখলাম। দিনের শেষ আলো এভারেস্টের মাথা থেকে মিলিয়ে যেতেই টের পেলাম যে হাত জমে গিয়েছে আর ঠান্ডাটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ফলে অত্যন্ত দ্রুত ডেরায় ফিরে গরম পোশাক পরে আর চা খেয়ে খানিকটা ধাতস্থ হলাম। রাতে ডিনার সেরে দুটি কম্বল আর লেপের নীচে সেঁধিয়ে গেলাম চটপট। পায়ের কাছে গরম হট ওয়াটার ব্যাগের জন্য আরাম হলেও ঘুম তেমন জমল না।

চারপাশ দেখব বলে মুখ তুলতেই বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছের ডালে কিছু একটা নড়তে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই যে জন্তুটা দৃশ্যমান হল সেটা রেড পান্ডা। উত্তেজনায় আর প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অনিচ্ছাকৃত 'রেড পান্ডা' বলতেই একসঙ্গে দুটো কাজ হল। প্রথমে রেড পান্ডাটা আমার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর ওঁরা দুজনও পিছন ফিরে আমার পাশে চলে এলেন। এরপর প্রায় মিনিট দশেক রেড পান্ডাটা আমাদের ছবি তোলার সময় দিল।

ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে বাইরে এলাম সূর্যোদয় দেখব বলে। গ্লাভস পরলেও উৎসাহের আতিশয্যে পা-দুটো খালিই ছিল। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘরে ঢুকে পুরো প্রস্তুত হয়ে বেরতে হল। পুব দিগন্ত সবে লাল হচ্ছে দেখে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে ক্যামেরা তাক করে বসে রইলাম। কিন্তু মেঘের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় সোনালি আলো দেখা হল না। যাই হোক আলো ফোটার পর গুরদুমের রাস্তায় হাঁটতে বেরলাম। এপথে ব্লাড ফেজ্যান্ট সহ ওই গোষ্ঠীর আরও অনেকেরই দেখা মেলে। ফলে যথাসম্ভব সাবধানে দু-চোখ খোলা রেখে হাঁটাহাঁটি করলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। কিন্তু ফেজ্যান্টদের কারও দেখা পেলাম না। দেখা মিলল কিছু স্ট্রাইপ থ্রোটেড, হুইস্কার্ড ইউহিনা আর গ্রে ক্রেস্টেড টিটের।

গরম আলুপরোটা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে যখন আমরা গৈরিবাসের উদ্দেশে রওনা হলাম, তখন বেশ ঘন কুয়াশা চারপাশ ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে। বিকেভঞ্জনের বেশ খানিকটা আগে হীরকদা আর আমি গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। এখন রডোডেনড্রনের সময় নয়, তবে সিঙ্গালিলার এদিকটা এখন সেজে আছে সবুজ, হলুদ আর লালে। পাখি বিশেষ চোখে না পড়লেও তাদের ডাক শুনে বোঝা যাচ্ছিল কত পাখি রয়েছে এদিকে। বেশ খানিকটা হাঁটার পর রাস্তার ধারে একজোড়া রেড ক্রসবিল দেখে ছবি তুলব বলে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তারা উড়ে পালাল। এর একটু পরে দেখতে পেলাম একঝাঁক রুফাস ভেন্টেড টিট, কয়েকটা স্ট্রিয়াটেড লাফিং থ্রাশ আর একটা অ্যাশি ড্রঙ্গো। পাখিগুলোকে দেখে একটু এগোতেই রাস্তার বাঁদিকে নীচের জঙ্গলে নড়াচড়ার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি একটা বুনো শুয়োর ওপরে উঠে আসছে। যদি রাস্তা পেরোয় এই আশায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে কুয়াশা ঘন হয়ে আসায় জোরকদমে নীচে নামতে বাধ্য হলাম।

বিকেভঞ্জনে পার্থদা গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন, আমরা পৌঁছবার পর গাড়ি করে চলে এলাম কালাপোখরি। এখানে লাঞ্চ সেরে আর কোথাও না থেমে বিকেলের শেষদিকে এসে পৌঁছলাম গৈরিবাস রেস্টহাউসে। রেস্টহাউসটি বেশ ছিমছাম পরিপাটি। এর বারান্দায় দাঁড়ালে সামনে বাঁদিকে যে জিপরোডটা চোখে পড়ে ওটা টুমলিং হয়ে সান্দাকফু চলে গিয়েছে। রেস্টহাউসের বাঁদিকের তিনটে রাস্তাই ট্রেকরুট। এর মধ্যে ডানদিক থেকে প্রথম দুটো গিয়েছে রিঠু গ্রাম পর্যন্ত আর বাঁদিকেরটা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে কাইয়াঁকাটা পর্যন্ত। সান্দাকফু থেকে আসা জিপরোডটা ধরে এস এস বি ক্যাম্পের সামনে বাঁদিকে পড়বে জৌবাড়ি যাওয়ার জিপরোড আর নেপাল সীমানা বরাবর সিঙ্গালিলার মধ্য দিয়ে টুমলিং যাওয়ার ফরেস্ট ট্রেইল। সন্ধের মুখে আমাদের গাইড ফিঞ্জো শেরপার সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল কাল সকালে কাইয়াঁকাটার রাস্তায় যতটা পারা যাবে যাওয়া হবে।

ভোর পাঁচটায় তৈরি হয়ে বাইরে আসতেই একটা কমন বাজার্ড দেখলাম। পরে ওকে অবশ্য প্রায় রোজই সকালে দেখেছি রেস্টহাউসের কাছাকাছি। ফিঞ্জো আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রওনা হলাম কাইয়াঁকাটার রাস্তা ধরে। এ জঙ্গলটা বেশ সুন্দর। আদিম সব মহাদ্রুমদের গায়ে মসের আস্তরণ। গতরাতের শিশিরে প্রতিটি গাছ আর ঘাসের গা ভেজা। কিছু দূরে দূরে একেকটা ঝোরা বাঁদিকের ঢাল বেয়ে রাস্তায় নেমে আবার ডানদিকের ঢাল বেয়ে চলে গিয়েছে আরও নীচে। ঘন আন্ডারগ্রোথ পাখিদের লুকোচুরি খেলার দারুণ জায়গা, ফলে ওড়াউড়ি আর ডাক শুনতে পেলেও দেখা খুবই কষ্টকর হচ্ছিল। একটু ফাঁকা আকাশ পেতেই চোখে পড়ল এশিয়ান হাউসমার্টিনদের একটা ঝাঁক উড়ছে। চোখে পড়ল একটা ব্লু হুইসলিং থ্রাশ, দু-তিনটে স্কারলেট মিনিভেট আর ব্ল্যাক থ্রোটেড থ্রাশ। বেশকিছু লিফ ওয়ার্বলার আর ফুলভেটা দেখলেও তাদের ভালো করে দেখার সময় দেয়নি। খানিক হাঁটি আর থমকে দাঁড়িয়ে পাখি দেখি। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা বাঁশঝাড় আর কিছু চারাগাছের মধ্যে নড়াচড়া দেখে বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম একটা সাদাটে লোমে ঢাকা তৃণভোজী প্রাণীর সামনের পা-দুটো দেখা যাচ্ছে। একটু ভালো করে তাকাতেই দেখি প্রাণীটাও মুখ নামিয়ে ডালপালার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে। মাথাটা দেখে বুঝলাম যে ওটা সেরো। একপলক আমাদের দেখে নিয়েই মাথা তুলে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হীরকদা আর ফিঞ্জো আমাদের থেকে ফুট তিরিশ দূরে ছিলেন। আমার ফিসফিস করে সেরো বলাতে দুজনেই ঘুরে ঝোপটার দিকে তাকালেও কিছু দেখতে পেলেন না। পার্থদা আর আমি ওর চারটে পা, পেট আর পিছনের খানিকটা অংশ দেখতে পেলাম। একটু পরেই নিঃশব্দে সেরোটা জঙ্গলে ঢুকে গেল। এতক্ষণ ভালো করে পাখি দেখতে না পাওয়ার দুঃখ এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ছাগল জাতীয় এই প্রাণীটির দেখা মেলে কম। এত ঘন জঙ্গলে সেরোর মতো প্রাণী দেখতে পাওয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আরও আধঘণ্টা হাঁটার পর আমরা ফেরার পথ ধরলাম। কিছুদূর আসার পর এক জায়গায় খুব সুন্দর কিছু হলুদ ফুল দেখে ছবি তুলতে দাঁড়ালাম আমরা। একটু পরে হীরকদা আর পার্থদা এগিয়ে যেতেই ফিঞ্জো পিছন থেকে 'পিউরা-পিউরা' বলে উঠল। ফিরে দেখি ডানদিকে বাঁশঝাড়ের নীচে খচমচ আওয়াজ করে কী যেন পালাচ্ছে। ভালো করে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা হিল পার্ট্রিজের মাথা আর পিঠের খানিকটা। একঝলক দেখা দিয়েই পাখিদুটো পালিয়ে গেল। ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট সেরে শিশিরে আর ঝোরার জলে ভেজা জুতো-মোজা শুকোতে দিলাম, বেরলাম একেবারে লাঞ্চ সেরে।

এবার আমরা গেলাম রিঠ গ্রামে যাওয়ার বাঁধানো রাস্তাটা ধরে। দুপুর থেকেই কুয়াশা আর মেঘের জন্য ভালো আলো ছিল না, ফলে পাখি দেখা গেল না ভালো করে। তবে রাস্তাটা খুবই সুন্দর আর বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার এই রাস্তাটা ব্যবহার করে। সন্ধের আগেই রেস্টহাউসে ফিরলাম।

পরদিন সকালে আমরা টুমলিং যাওয়ার জিপরোড ধরে চলা শুরু করলাম প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। খানিকটা হাঁটার পর রাস্তার ধারের একটা গাছে দেখা পেলাম তিনটে অ্যাশি উড পিজিয়নের। আমাদের সাড়া পেয়ে ওরা উড়ে না গেলে দেখা সম্ভব হত না। এরপর পেলাম হোয়াইট ব্রাউড ফুলভেটা আর রুফাস ভেন্টেড ইউহিনার দুটো ছোট ঝাঁক। আরও মিনিট কুড়ি হাঁটার পর একটা ডানহাতি বাঁকের মুখে দুটো বড় গাছে গোটা পাঁচেক চেস্টনাট বেলিড নাটহ্যাচের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটল। ওরা চলে গেলে আমরাও ফেরার পথ ধরলাম, কারণ খিদেটা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল।

চারপাশ দেখতে দেখতে আসছিলাম বলে হীরকদা আর ফিঞ্জোর থেকে আমি একটু পিছিয়ে ছিলাম। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের দেখা পেয়ে আবার চারপাশ দেখব বলে মুখ তুলতেই বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছের ডালে কিছু একটা নড়তে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই যে জন্তুটা দৃশ্যমান হল সেটা রেড পান্ডা। উত্তেজনায় আর প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অনিচ্ছাকৃত 'রেড পান্ডা' বলতেই একসঙ্গে দুটো কাজ হল। প্রথমে রেড পান্ডাটা আমার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর ওঁরা দুজনও পিছন ফিরে আমার পাশে চলে এলেন। এরপর প্রায় মিনিট দশেক রেড পান্ডাটা আমাদের ছবি তোলার সময় দিল। আরও দুজন পর্যটক ওকে দেখলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে ডাল বেয়ে নেমে ও জঙ্গলে ঢুকে গেল। এতক্ষণে হৃদযন্ত্র তার স্বাভাবিক লয়ে ফিরতে শুরু করেছে। প্রায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে লজে এসে পৌঁছলাম।

বিকেলে রিঠ যাওয়ার পরিত্যক্ত রাস্তা ধরে গেলাম বেশ খানিকটা। এ পথটা খুব সুন্দর, অনেকটা পার্কের রাস্তার মতো করে সাজানো। বাঁপাশ ধরে চলতে থাকা ঝোরা, এখানে-ওখানে ছড়ানো ফুলের ঝাড়, একফালি খোলা জমি আর যেখানে ঝোরাটা রাস্তা পেরিয়েছে সেখানে কাঠের গুঁড়ি ফেলে তৈরি করা সাঁকো— সবমিলিয়ে দৃশ্যপট ছবির মতো। পথটা ফেজ্যান্ট গোষ্ঠীর অনেকেরই যে বেশ পছন্দের তার প্রমাণও পেলাম। ফেরার সময় বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে আসার সময় একটা বার্কিং ডিয়ারের ডাক শুনলাম অনেকক্ষণ ধরে। পরে রাস্তার নরম মাটিতে খুরের দাগ দেখিয়ে ফিঞ্জো বলল যে সম্ভবত দুটো ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন হরিণটাকে তাড়া করেছিল, তাই ও ডাকছিল।

সকালে উঠে কাইয়াঁকাটার জঙ্গলে রাস্তায় হেঁটে দেখা মিলল রুফাস বেলিড নিলটাভা, কমন চিফচ্যাফ, স্ট্রিয়াটেড লাফিং থ্রাশ আর গোল্ডেন ব্রেস্টেড ফুলভেটার। রেস্টহাউসে ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়িতে কাইয়াঁকাটা যাওয়ার আগে একজোড়া ইয়েলো বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই, একটা হোয়াইট ক্যাপড ওয়াটার রেডস্টার্ট আর দুটো গ্রিন ব্যাকড টিট দেখা করে গেল আমাদের সঙ্গে। কাইয়াঁকাটায় চা খেতে খেতে দেখা হল বৃদ্ধ তেনজি শেরপার সঙ্গে। উনি রাজি হওয়ায় আমরা ওঁকে নিয়ে কালাপোখরির দিকে হাঁটা দিলাম। একটা বেসরা, একটা ব্ল্যাক ঈগল আর কিছু হোয়াইট টেইলড নাটহ্যাচের দেখা পেলাম এরাস্তায়।

বিকেলে ফিঞ্জো আমাদের নিয়ে গেল এস এস বি ক্যাম্পের সামনের টুমলিং যাওয়ার ফরেস্ট ট্রেইলটা ধরে। একটু খাড়াই হলেও রাস্তাটা গিয়েছে খুব সুন্দর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। এপথে দেখা হল একটা ব্লু ফ্রন্টেড রেডস্টার্ট আর একদল ব্ল্যাকফেসড লাফিং থ্রাশের সঙ্গে। বেশ খানিকটা চলার পর একজায়গায় দেখলাম তারের বেড়ার ওপর দিয়ে ব্রিজ মতো করা আছে ঘন জঙ্গলে ঢোকার জন্য। ফিঞ্জো বলল যে, ওখান থেকে কোর এরিয়া শুরু আর এই রাস্তাটাই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে টুমলিং পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বিকেল ফুরিয়ে আসছিল দেখে এযাত্রা ওইখানেই ইতি করে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। চলতে চলতে হঠাৎই আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম মেঘ, পাহাড় আর শেষ বিকেলের রোদের খেলা দেখে। ওখানেই দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি দেখে ফিঞ্জো বলল যে আমরা যদি এই রাস্তাটা ছেড়ে জৌবাড়ির জিপরোড ধরে নামি তবে সূর্যাস্তের পরেও অসুবিধা হবে না, আর কাছেই একটুকরো ঘাসজমি আছে যেখান থেকে সূর্যাস্তটা আরও ভালো করে দেখা যাবে। রাস্তা ছেড়ে তারের বেড়া টপকে ওর বলা ঘাসজমিটাতে পৌঁছনোর পরের পনেরো মিনিট আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম অস্তমিত সূর্যের রঙের ঘোরে। পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে থাকা মেঘ আর পাহাড়ের গায়ের জঙ্গল যেন মেতে উঠেছে অদ্ভুত লাল রঙের আবিরখেলায়। সূর্য পুরোপুরি ডোবার পর আমরা নেমে এলাম জৌবাড়ির রাস্তাটায়। এ-রাস্তায় ইতস্তত ছড়ানো বোল্ডারের ওপর বালি আর নুড়ির আস্তরণ এমনভাবে রয়েছে যে ঢালের মুখে হাঁটা বা দাঁড়ানো বেশ কঠিন। কিছু বাঁক আর চড়াই তো রীতিমতো স্নায়বিক শক্তির পরীক্ষা নেওয়ার মতো। অন্ধকারও ধীরে ধীরে বাড়ছিল। ফলে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের ভয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এস এস বি ক্যাম্পের সামনে পৌঁছে আমরা হাঁফ ছাড়লাম। এতক্ষণে সূর্যাস্তের সম্মোহনের ঘোর সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে মন থেকে। আজই আমাদের গৈরিবাসে শেষ দিন।

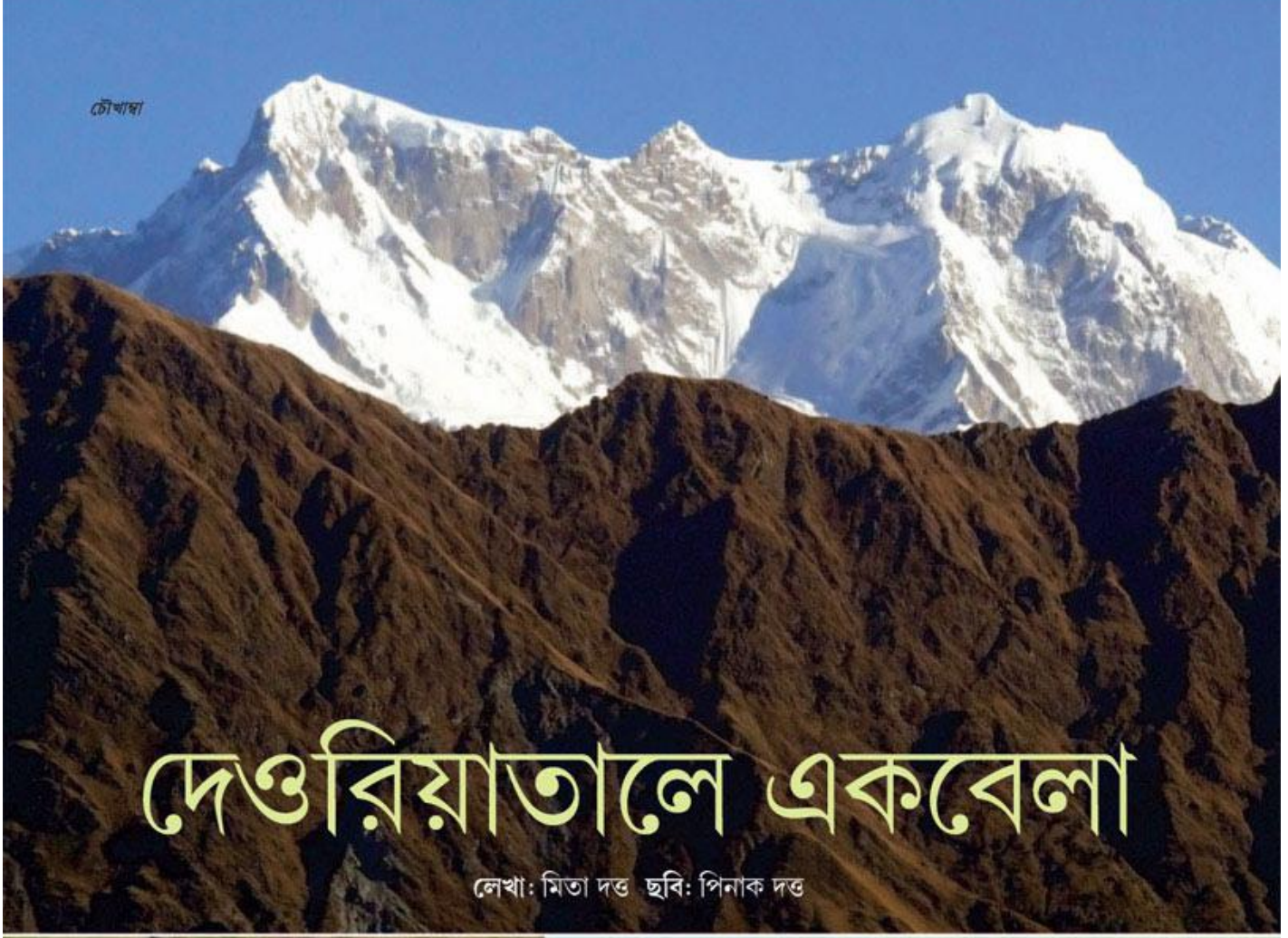
চৌখাম্বা

দেওরিয়াতালে একবেলা

লেখা: মিতা দত্ত ছবি: পিনাক দত্ত

মিসেল'স থ্রাশ

ঝকঝকে আকাশের গায়ে সাদা ধবধবে তুষারশৃঙ্গ ও দেওরিয়াতালের বুকে তার প্রতিচ্ছবি সবচেয়ে ভালো দেখা যায় শীতকালে। তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ঠান্ডা প্রচণ্ড। রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়।

দেওরিয়াতাল

ইউরেশিয়ান জে

সারি গ্রামের কাছে স্থানীয় মহিলা

দেবভূমি গাড়োয়ালের তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা দর্শন করে আমরা এবার যাব দেওরিয়াতাল। চন্দ্রশিলায় অসামান্য সূর্যোদয় দেখার পর আমরা চলে এসেছি উখিমঠ। স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর বাঁ পাড়ে উখিমঠ ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। শীতের ক'মাস কেদারনাথ ও মদমহেশ্বর এখানেই পূজিত হন। এছাড়া উখিমঠ থেকে গাড়োয়ালের বেশ কিছু জায়গায় যাওয়া সুবিধাজনক। উখিমঠ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে সারিগ্রাম। সেখান থেকে আড়াই কিলোমিটার ট্রেক করে আমরা যাব দেওরিয়াতাল। আমাদের ইচ্ছে ছিল ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ সারি থেকে হাঁটা শুরু করব, কিন্তু উখিমঠে অনেকে আমাদের ভয় দেখাল যে অত ভোরে ওপথে নাকি ভালুক হানা দিতে পারে। তাই আমরা ঝুঁকি না নিয়ে ৬টা নাগাদ উখিমঠ থেকে যাত্রা শুরু করলাম। মাস্তুরা গ্রাম পেরিয়ে ৪০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ছবির মতো সুন্দর সারিগ্রাম। পথে আধো-আলোয় দেখা মিলে গেল এক লাজুক কালিজ ফেজ্যান্ট দম্পতির। কম আলোতে তাদের ছবি তোলা গেল না।

সারিতে চা খেয়ে একজন স্থানীয় যুবক সুরেশকে আমাদের গাইড হিসেবে ঠিক করলাম। আমার কন্যার জন্য সে ঘোড়া নিয়ে হাজির। কিন্তু আমার মেয়ে জানাল সে হেঁটেই যাবে, সুতরাং ঘোড়া ফিরে গেল।

সারিগ্রামে একটা তোরণ করা আছে। সে তোরণ পেরিয়েই উঠে গিয়েছে দেওরিয়াতাল যাওয়ার রাস্তা। পথটা পুরোটাই পাথরের চাঙড় ফেলে বানানো সিঁড়ি। বেশ খাড়া পথ। তবে দুপাশে রামদানা, ভুট্টা, বাঁধাকপির খেত দেখতে দেখতে পথ চলতে ভালোই লাগছিল। কিছুটা এগোবার পর দেখলাম বেশ কিছু ঘরবাড়ি আছে। পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসার জায়গাও করা আছে। খানিকটা যাওয়ার পর নীচের দিকে তাকিয়ে সারিকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। পথে পড়ল নাগরাজ রত্নেশ্বর মহাদেব মন্দির, ভৈরবনাথ ও গণেশজির থান। রোদ উঠতেই পাখির কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। আমরা মাঝে মাঝে রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠলাম। চারদিকের দৃশ্যাবলি উপভোগ করতে করতে সওয়া এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আড়াই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেললাম। এরপর ২০০-২৫০ ফুট উতরাই পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ৮,২০০ মিটার উচ্চতায় একটা মাঝারি আকারের জলাশয়ের কাছে। এটাই দেওরিয়াতাল। নরম ঘাসে মোড়া ঢেউ খেলানো বুগিয়ালে বসে পথের সব শ্রান্তি কোথায় চলে গেল। তালের উত্তরে শ্বেতশুভ্র ভাতৃঘুন্টা, কেদার, কেদারডোম, সুমেরু, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী, চৌখাম্বা প্রভৃতি শৃঙ্গ। এদের প্রতিফলন পড়ে দেওরিয়াতালে– তবে আমরা সেটা অত ভালো করে উপভোগ করতে পারলাম না। প্রথমত, আকাশে মেঘ ও দ্বিতীয়ত, তালের জলে প্রচুর মাছের নড়াচড়ায় তালের জল কাঁপছিল। তবে প্রতিফলন দেখতে না পেয়ে আমরা মোটেই হতাশ হইনি। কারণ এখানে আমরা দেখলাম অসামান্য কিছু পাখি আর প্রজাপতি।

দেওরিয়াতালে ছোট্ট একটা ঝুপড়িতে ম্যাগি ও চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে পরিচয় হল দিল্লির পক্ষিপ্রেমিক গুঞ্জন অরোরার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম বুগিয়ালের ঝোপে পাখি খুঁজতে। প্রথমেই মোলাকাত হল একঝাঁক রূপসী ইউরেশিয়ান জে'র সঙ্গে। তারা এগাছ থেকে ওগাছে উড়ে বেড়াচ্ছে আর আমরাও বাইনোকুলার ও ক্যামেরা নিয়ে তাদের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। তারা দূরের এক গাছে চলে যেতেই চলে এল একঝাঁক ব্ল্যাক হেডেড জে। অপূর্ব তাদের পালকের নকশা। এরা সবাই আসছে একটা ফলের গাছে। এই ফলটা নাকি ভালুকদের খুব পছন্দ। কাঁকড়াগাদের পক্ষি-বিশারদ যশপাল সিং নেগি এই ফলের নাম বলেছিলেন 'ভালু কা সেব'। এবার চোখ গেল দূরে একটা গাছে, যেখান থেকে অবিশ্রান্ত ঠক ঠক আওয়াজ আসছে। দেখি আওয়াজের উৎস একটা স্ট্রিক থ্রোটেড উডপেকার। তারপর একে একে দেখা

প্রথমেই মোলাকাত হল একঝাঁক রূপসী ইউরেশিয়ান জে'র সঙ্গে। তারা এগাছ থেকে ওগাছে উড়ে বেড়াচ্ছে আর আমরাও বাইনোকুলার ও ক্যামেরা নিয়ে তাদের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। তারা দূরের এক গাছে চলে যেতেই চলে এল একঝাঁক ব্ল্যাক হেডেড জে। অপূর্ব তাদের পালকের নকশা।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ১২৩২৭ উপাসনা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র), ১২৩৬৯ কুম্ভ এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র বাদে) বা ১৩০০৯ দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। সেখান থেকে বাসে বা গাড়িতে দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, সিয়ালসোর, চন্দ্রপুরী, কাঁকড়াগাদ ও কুণ্ড পেরিয়ে পৌঁছতে হবে উখিমঠ। সময় লাগবে ৮ ঘণ্টার মতো। উখিমঠ থেকে স্থানীয় গাড়ি ভাড়া করে সারি। সেখান থেকে ট্রেক করে বা ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে দেওরিয়াতাল। সঙ্গে গাইড দরকার হলে সারি থেকে নিতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

উখিমঠে **গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (০১৩৬৪-২৬৪২৩৬), ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৭২০ টাকা, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৫৬০ টাকা, হাট ৭২০ টাকা ও ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১৬০ টাকা।

এছাড়া থাকতে পারেন **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রীনিবাসে** বা প্রাইভেট হোটেল **'অনুশ্রী ট্যুরিস্ট লজ'** (☎২২৩১-৮০১৯)-এ, ভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা।

সারিগ্রামে থাকতে পারেন লখপত সিংয়ের **দেওরিয়া লজে**। সেখানে কুড়িটি ঘর আছে। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, তিনশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। তালের পাশে টেন্টে থাকতে চাইলে ৬০০ টাকা লাগবে প্রতিদিন। যোগাযোগ: **রাকেশ সিং নেগি** (☎০৯৪১১৫-৩৪৭১৫)।

ফটোগ্রাফীর সহজপাঠ
ভ্রমণ-এর নিয়মিত ফটোগ্রাফার
অর্ঘ্য চ্যাটার্জীর কাছে
হাতেকলমে শিখুন 'বেসিক স্টিল ফটোগ্রাফী'
সঙ্গে কম্পিউটারে ফটো এডিটিং।
98360 36387(M)

দিল হিমালয়ান বুলবুল, হোয়াইট ওয়াগটেল, রাস্টি চিকড স্কিমিটার ব্যবলার, ব্ল্যাক হেডেড বুলবুল, স্মল নিলটাভা ও আরও অনেক পাখি।

আরেক কাপ চা নিয়ে ঘাসের গালিচায় বসতেই একটু দূরে চোখে পড়ল দুটি পাখি ঘাসে সাবধানে হাঁটছে আর কী যেন খুঁজছে। আস্তে আস্তে তাদের খুব কাছ অবধি পৌঁছে দেখলাম একজোড়া মিসেল'স থ্রাশ। কাছ থেকে তাদের ছবি তোলা গেল।

জায়গাটা এত ভালো লাগল যে আপশোস হচ্ছিল যে এখানে একটা দিন থাকতে পারলে ভালো লাগত। এখানে থাকার জন্য কিছু টেন্ট আছে। আগে থেকে বুক করতে হয়। আর সারিতে থাকা যায় লখপত সিং নেগির দেওরিয়া লজে। তালের পাশে টেন্টে এক রাত থাকতে পারলে ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখার সুযোগ পাওয়া যেত। স্থানীয় একজনের কাছে শুনলাম জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চে যখন দেওরিয়াতাল বরফে ঢেকে থাকে তখন এখানেই নাকি মোনাল ও চুকার দেখতে পাওয়া যায়।

ঘণ্টাতিনেক এখানে কাটিয়ে আমরা সারির দিকে হাঁটা লাগালাম। এবার পথে দেখা মিলল নানারকম প্রজাপতির যেমন, কমন টর্টয়েজ শেল, মরমন, বটল জে এবং নাম না-জানা আরও অনেক ও অদ্ভুতদর্শন নীল পা কিছু গিরগিটির। দেখলাম প্রজাপতিদের 'মাড পাডলিং'— অর্থাৎ কাদা কাদা একটা জায়গায় প্রচুর প্রজাপতির লুটোপুটি খাওয়া। আসলে প্রজাপতিরা শুঁয়োপোকা অবস্থায় থাকাকালীন শক্ত খাবার যা খাওয়ার খেয়ে নেয়। প্রজাপতি হওয়ার পর তারা জলীয় খাদ্য থেকে পুষ্টি নেয়। সেই কারণেই এই 'মাড পাডলিং'। পথে চলতে চলতে চোখে পড়ল ব্র্যাকেট ফাঙ্গাসের শিল্পকর্ম। এর মধ্যে খেয়াল হল মাথার ওপর গোল হয়ে চক্কর মারছে কয়েকটি সুবিশাল হিমালয়ান গিফন। দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম নাগরাজ মন্দিরে। সেখানে বিগ্রহ এক শিবলিঙ্গ। ওখানকার পূজারি একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল।

ইতিমধ্যে আকাশের মুখ গোমড়া হচ্ছে। আমরা তড়িঘড়ি সারির দিকে নামতে শুরু করলাম। সারিতে পৌঁছতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। এযাত্রায় আমাদের আরও কিছু পাওনা বাকি ছিল। বৃষ্টি একটু কমতেই দেখি আকাশ জুড়ে একজোড়া রামধনু। পাহাড়, মেঘ, বৃষ্টি, রামধনু মিলিয়ে সে এক অসাধারণ দৃশ্য।

কল্যাণী ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
শিয়ালদহ
13, Mahatma Gandhi Road, Kol-9
Ph: 2360-7293/8006 94337 25778
হোটেল, গাড়ি, টিকিট ও প্যাকেজ বুকিং করা হয়

হিমাচল প্রদেশ
সিমলা, মানালি, কুলু, চাম্বা, খাজিয়ার, ডালহৌসি, ধরমশালা, অমৃতসর, সাংলা, কল্পা, কাজা, কেলং, সারাহান

কুমায়ুন
নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, আলমোড়া, মুন্সিয়ারি, চৌকরি

ভাইজ্যাগ, আরাকু, জগদলপুর, হায়দ্রাবাদ

পানাজি, ক্যালাঙ্গুটে, মিরামার, মুম্বই, মহাবলেশ্বর, গণপতিপুলে, পুনে

হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, বেনারস, দিল্লি

ওড়িশা পুরী, গোপালপুর, চাঁদিপুর, তপ্তপানি, সিমলিপাল, রত্না

তামিলনাড়ু
চেন্নাই, কন্যাকুমারী, উটি, কোদাইকানাল, মাদুরাই, রামেশ্বরম

পশ্চিমবঙ্গ
দীঘা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, জলদাপাড়া, হলং, ডুয়ার্স, ঘটশিলা

ভুটান - থিম্পু, পারো, ফুন্টশোলিং
নেপাল - কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান
অরুণাচল, অসম, শিলং, কাজিরাঙ্গা
তারাপীঠে কল্যাণী লজ (Rs.250-Rs.500)
Asansol-9434389869 Suri-9434233159
Siliguri-9434442866 Jalpaiguri-9932862078
Howrah-9830891077

GLOBAL Compass
International & Domestic Tourism Consultant

Avishek Point, 3rd Floor
152, S.P. Mukherjee Road, Kolkata-26
Ph:(033) 4060-5531 / 32/ 33 / 34
E-mail:globalcompass@yahoo.com

Help line - 09433050100 / 033-40605533 Web: www.globalcompass.in

বিদেশে বেড়াই
(সবক্ষেত্রে বিমানভাড়া ও ভিসা সংক্রান্ত খরচ অতিরিক্ত)

ব্যাংকক ও পাটায়া ৪ রাত/৫ দিন
আলকাজার শো ● কোরাল আইল্যান্ড ● সাফারি ওয়ার্ল্ড ও ব্যাংকক সিটি ট্যুর ৯,৯৯০/-

ইজিপ্ট ৮ রাত/৭ দিন
কায়রো ● লাক্সর ● কমওম্বো ● আসওয়ান ● আলেকজান্দ্রিয়া ৩৯,৯৯০/-

মালয়শিয়া ও সিঙ্গাপুর ৬ রাত/৭ দিন
জেন্টিং হাইল্যান্ড ● কুয়ালা লামপুর সিটি ট্যুর ● সেন্টোসা আইল্যান্ড ● নাইট সাফারি ৩৯,৯৯০/-

মরিশাস ও দুবাই ৬ রাত/৭ দিন
নর্থ আইল্যান্ড ● সাউথ আইল্যান্ড এবং ইলে অক্স সার্ফস ● ডেজার্ট সাফারি ● ধাউ ক্রুজ ৩৪,৯৯০/-

শ্রীলংকা ৭ রাত/৮ দিন
কলম্বো ● ক্যান্ডি ● নুয়াড়াএলিয়া ১৮,৯৯০/-

কেনিয়ান সাফারি ৭ রাত/৮ দিন
নাইরোবি সাম্বুরো ● আবারডেয়ারস ● লেক নাইভাসা ● মাসাইমারা ৭৯,৯৯০/-

দেশে বেড়াই
(সবক্ষেত্রে রেল অথবা বিমানভাড়া অতিরিক্ত)

কেরালা ৬ রাত/৭ দিন
কোচিন ● মুন্নার ● থেক্কাডি ● আলেপ্পি ● কোভালম ● কুমারাকোম ১৫,৯৯০/-

রাজস্থান ৭ রাত/৮ দিন
জয়পুর ● বিকানির ● জয়সলমির ● যোধপুর ● উদয়পুর ১৫,৯৯০/-

হিমাচল ৭ রাত/৮ দিন
চন্ডিগড় ● সিমলা ● কুলু ● মানালি ১৩,৯৯০/-

কাশ্মীর ৪ রাত/৫ দিন
শ্রীনগর ● হাউসবোট ● পহেলগাঁও ● সোনমার্গ ● গুলমার্গ ৯,৯৯০/-

আন্দামান ৫ রাত/৬ দিন
পোর্টব্লেয়ার ● হ্যাভলক ১২,৯৯০/-

Condition Apply*

ধূপঝোরার গাছবাড়ি

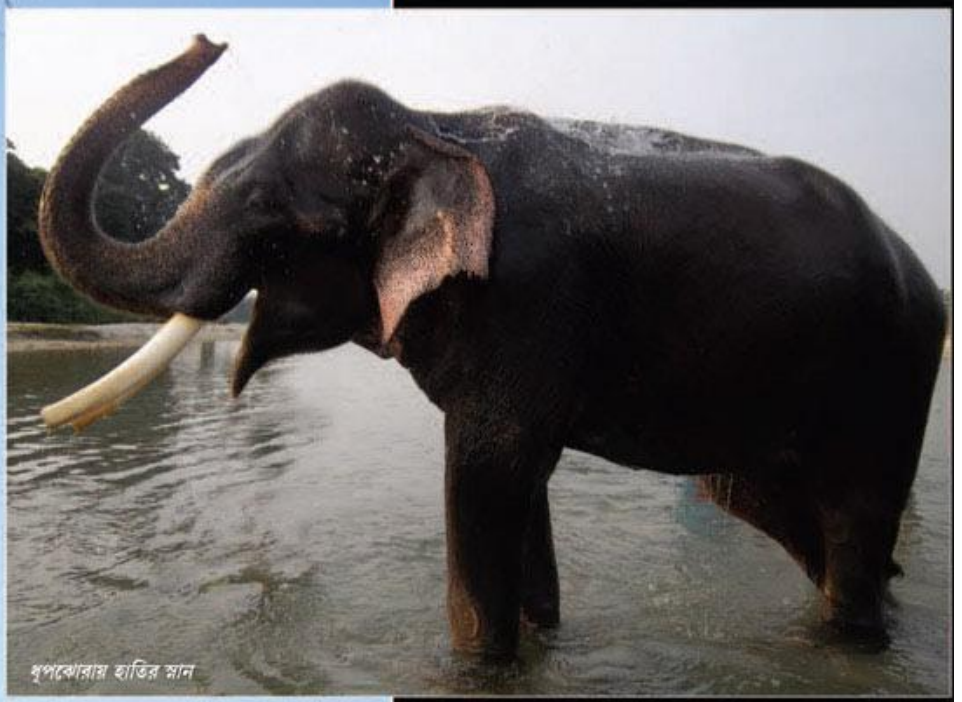

ধূপঝোরায় হাতির স্নান

ধূপঝোরার গাছবাড়িতে

লেখা ও ছবি: শংকরলাল সরকার

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধূপঝোরার গাছবাড়িতে একরাত থাকা, সারাদিনের খাওয়া, হাতির পিঠে অরণ্যসফর, আদিবাসীদের লোকনৃত্যগীত— সব মিলিয়ে খরচ ৩,৫০০ টাকা।

নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে আমাদের ট্রেন আরও এগিয়ে চলল। ভোরের আলো ততক্ষণে পাখিদের ঘুম ভাঙিয়েছে। ট্রেন এগিয়ে চলল গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে। সকালের অরণ্য সরে যাচ্ছে দুপাশে। কখনও বা শ্যামল বনানী, কখনও বা দিগন্তবিস্তৃত ঢেউ খেলানো সবুজ চা-বাগান— ট্রেন তারই মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে কত না জানা অজানা পাহাড়ি নদী, ঝোরা পেরিয়ে। সকাল সাড়ে নটার মধ্যে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আমাদের পৌঁছে দিল নিউ মাল জংশনে।

স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম ডুয়ার্সের অপরূপ প্রকৃতি দেখতে দেখতে। দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগানে তখন রঙিন পোশাক পরা নর-নারীদের চা-পাতা তোলার ব্যস্ততা। কখনও বা পথের দুপাশে শাল, সেগুন, গামার গাছের জঙ্গল। ২০১০-এর নভেম্বরে চলেছি গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের পথে।

গাড়ি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রবেশ করল ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের গেট দিয়ে। এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে সাতটা কটেজের মধ্যে একটাই গাছবাড়ি। পাশাপাশি দুটো বিশাল শালগাছের ওপর কাঠ আর বাঁশ দিয়ে নির্মিত কটেজ— তিস্তা। একদিকে গভীর শ্যামল অরণ্য, অন্যদিকে ঢেউ খেলানো চা-বাগান। তারই মাঝে সবুজ রঙের একটুকরো উঠোন।

চা-বাগান আর ঘন অরণ্যশোভা দেখতে দেখতে সময় যেন কোথা দিয়ে চলে গেল। দুপুর দেড়টায় মধ্যাহ্নভোজনের পর গাইড নিয়ে চলল মূর্তি নদীর ধারে। হাতিদের স্নান করানোর সে এক এলাহি ব্যবস্থা। এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে আছে মোট পাঁচটি হাতি, তার মধ্যে দুটো আবার দাঁতাল। মূর্তি নদীর স্বচ্ছ জলে হাতিদের স্নান করানোর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন পর্যটকরা। স্নানের পর খাওয়া। ইচ্ছে হলে নিজের হাতে হাতিদের খাওয়াতে পারবেন পর্যটকেরা।

দুপুর দেড়টায় মধ্যাহ্নভোজনের পর গাইড নিয়ে চলল মূর্তি নদীর ধারে। হাতিদের স্নান করানোর সে এক এলাহি ব্যবস্থা। মূর্তি নদীর স্বচ্ছ জলে হাতিদের স্নান করানোর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন পর্যটকরা। স্নানের পর খাওয়া। ইচ্ছে হলে নিজের হাতে হাতিদের খাওয়াতে পারবেন পর্যটকেরা।

হাতির পিঠে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা করা হয় বিকেলে আর পরদিন ভোরে। আমরা সুযোগ পেলাম বিকেলে। একেকটা হাতিতে তিনজন করে ট্যুরিস্ট নিয়ে তিনটে হাতি প্রবেশ করল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম গাইডের তত্ত্বাবধানে। গভীর অরণ্যের মধ্যে কানজেল ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছে একটু

হাতির স্নান

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে সরাসরি নিউ মাল জংশন স্টেশনে যাওয়ার ট্রেন ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। ১৩১৪১ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেসে (বৃহস্পতিবার বাদ) নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে ধরতে পারেন ১৫৭৬৫ ইন্টার সিটি এক্সপ্রেস। চালসা বা নিউ মাল জংশনে নামতে হবে।

বিভিন্ন স্টেশন থেকে ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের দূরত্ব ও সম্ভাব্য ট্যাক্সিভাড়া:

মাল জংশন ২৮ কিলোমিটার, ট্যাক্সিভাড়া ৪৫০ টাকা।

শিলিগুড়ি ৮৫ কিলোমিটার, ট্যাক্সিভাড়া ১,১০০ টাকা।

চালসা ১০ কিলোমিটার, ট্যাক্সিভাড়া ৩০০ টাকা।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ট্যাক্সিভাড়া ৮০০ টাকা। লাটাগুড়ির নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার (☎০৩৫৬১-২৬৬৩৪০)-এ ফোন করে ধূপঝোরার গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেন। ফেরার সময় ক্যাম্প থেকে গাড়ি পেতে অসুবিধা হয় না। বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন বরুণ সাহা (☎৯৯৩৩৪-২৯২৯৮) বা সুকদেব সাহা (☎৯৯৩২৮-৭১২২৮)-র সঙ্গে।

কোথায় থাকবেন

একদিন থাকা-খাওয়া, হাতির পিঠে জঙ্গল সাফারি, রাতে আদিবাসীদের লোকনৃত্যগীত সব কিছুর খরচ ধরা আছে প্যাকেজে। মোট সাতটি কটেজ আছে ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে: তিস্তা (গাছবাড়ি), মেঘলাল, শিলাবতী, সূর্য, হিলারি, ডায়না ও চন্দন। এর মধ্যে গাছবাড়ির ভাড়া তিনজনের জন্য ৩,৫০০ টাকা, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ৩,৩০০ টাকা।

পার্কের মধ্যে আদিবাসী মেয়েদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস কেনার সুযোগ রয়েছে। ক্যাম্পের কম্পাউন্ডের মধ্যেই আছে ওয়ার্কশপ।

গাছবাড়ির বুকিং পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়:

বিভাগীয় বনাধিকারিক
বন্যপ্রাণ শাখা-২
অরণ্যভবন, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫ ১০১
☎(০৩৫৬১) ২২০০১৭
E-mail:dfowildlife2@gmail.com অথবা

অঞ্চল আধিকারিক
ইকো-ট্যুরিজম রেঞ্জ
লাটাগুড়ি
জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫ ১২৯
☎/ফ্যাক্স: (০৩৫৬১) ২৬৬৩৪০

বিরতি। কানজেল ওয়াচ টাওয়ারের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মূর্তি নদী। এক জায়গায় সল্ট লিক। ভাগ্য ভালো হলে চোখে পড়বে গন্ডার, গাউর অথবা ময়ূর। কানে আসে কত নাম না জানা পাখির ডাক। ওয়াচ টাওয়ার ছেড়ে আসতে মন চায় না। এবার হাতি চলতে থাকে আরও ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ করে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। বিশাল উঁচু উঁচু গাছের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে রাসপূর্ণিমার চাঁদের আলো।

জঙ্গল থেকে ফিরে এসে গরম গরম চা। আদিবাসী মেয়েদের নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে নেমে আসে রাত। রাতের খাওয়ার পর গাছবাড়ির ব্যালকনিতে বসলাম। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে অরণ্য। দূরের কটেজগুলোর আলো একটা একটা করে নিভে গেল। তারপর রাতের অরণ্যের শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল হাতির বৃংহণে। পোষা হাতিরা ডাকছে ভোরের সওয়ারিদের। জানলার পর্দা সরিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম ভোরের প্রকৃতির রূপ দেখে। বেলা নটার সময় যখন ধূপঝোরা থেকে ফেরার পথ ধরলাম, তখনও মুগ্ধতার ঘোর কাটেনি।

Travel in style with
TRAVEL TIPS
ঘুরে আসুন নিকটে ও দূরে—
দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পেডং ও ডুয়ার্স, গ্যাংটক, রাবংলা, বোরং, রিনচেনপং, ইয়ুমথাং (প্যাকেজ), শিলং, নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, চাম্বা, রাজস্থান, কেরালা, কাশ্মীর ও ভুটান।
সপ্তাহান্তে ঘুরে আসুন
দীঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, শঙ্করপুর, জুনপুট, মন্দারমণি, তাজপুর, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতন, মুর্শিদাবাদ, সুন্দরবন (প্যাকেজ), চাঁদিপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, গোপালপুর, পুরী, দেওঘর, রাঁচি, ভাইজ্যাগ, ঘাটশিলা, গালুডি, দলমা ও বেতলা।
ট্র্যাভেল ক্লাব 'পথের খোঁজে'-এর সদস্যপদ গ্রহণ করুন।
'আধুনিক মুসাফির'-এর গ্রাহক হোন।
: Facilities :
●Hotel Booking ●Family Packages
●Educational Excursion ●Air Tickets
Travel Library ●Travel Club.
City Centre
156A, Lenin Sarani, (Gr. Floor), Chamber-G-40A, Kolkata-13 (Kamalalaya Centre)
Phone: 2577-2203 / 2215-7706 / 2555-4708
E-mail: travtips2001@rediffmail.com
Website: www.travtips.co.in
... FOR THOSE WHO LOVE TO TRAVEL

Villa Tours & Travels
7A, Dacres Lane, 1st floor, Kolkata-69
Himachal Shimla, Manali, Sangla, Kalpa, Dharamshala, Dalhousie, Kaza.
Kashmir Katra (Vaishnodevi), Srinagar, Pahelgaon, Gulmarg, Patnitop, Jammu.
Uttarakhand Kedarnath, Badrinath, Gangotri, Hardwar, Mussoorie, Nainital, Kaushani, Munshiyari, Patal, KMVN Lohaghat, Mukteshwar, Corbett.
Sikkim Gangtok, Pelling, Ravangla, Borang, Zuluk.
Every Day Yumthang-Gurudongmar Package.
Bengal Darjeeling, Lava, Rishyap, Rishi, Shilari, Garumara, Buxa, Digha, Mondarmoni, Tajpur.
ORISA ANDHRA M.P. GUJARAT KERALA
OWN HOTEL
● Hotel MIDST— GANGTOK
● Hotel Pujara Siraj & Highway— MANALI
● Lake View Resort— SANGLA (KINNAUR)
● Royal Resort— KALPA (KINNAUR)
Ph: (033) 2231-8019, 98303 71744
Web: www.villatourism.com
Chandannagar : 98301 89778
Howrah : 98316 42456
Batanagar : 98303 12049
Chinsurah : 94338 13678
Durgapur : 92333 10405
Diamond Harbour : 94756 88557

হলিডে ম্যানেজার্স
সিকিমে। দার্জিলিং-কালিম্পং পর্বতাঞ্চলে। শিলং, কাজিরাঙ্গাতে। বারাণসী, আগ্রা, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল, মধ্যপ্রদেশে। দক্ষিণে। সারা দেশেই। —আর কাছেই দেউলটি, মেমারি, গাদিয়াড়া, আসানবনি, গালুডিতে। মুকুটমণিপুরে। তাজপুর, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, দীঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, চাঁদিপুর, পুরী, গোপালপুরে। ডারিংবাড়িতে। সর্বত্র ব্যবস্থা। — ভুটান, অরুণাচল, ইয়ুমথাং, ডুয়ার্স প্যাকেজ। অতি নিকটে সারাদিনের প্যাকেজও।
ফোন: ২৪৮৬-৬০৫১, ৯৭৪৮১ ১৪৬৬৭

মদমহেশ্বর যাত্রা

লেখা: স্বপ্না রায় ছবি: পার্থ দে

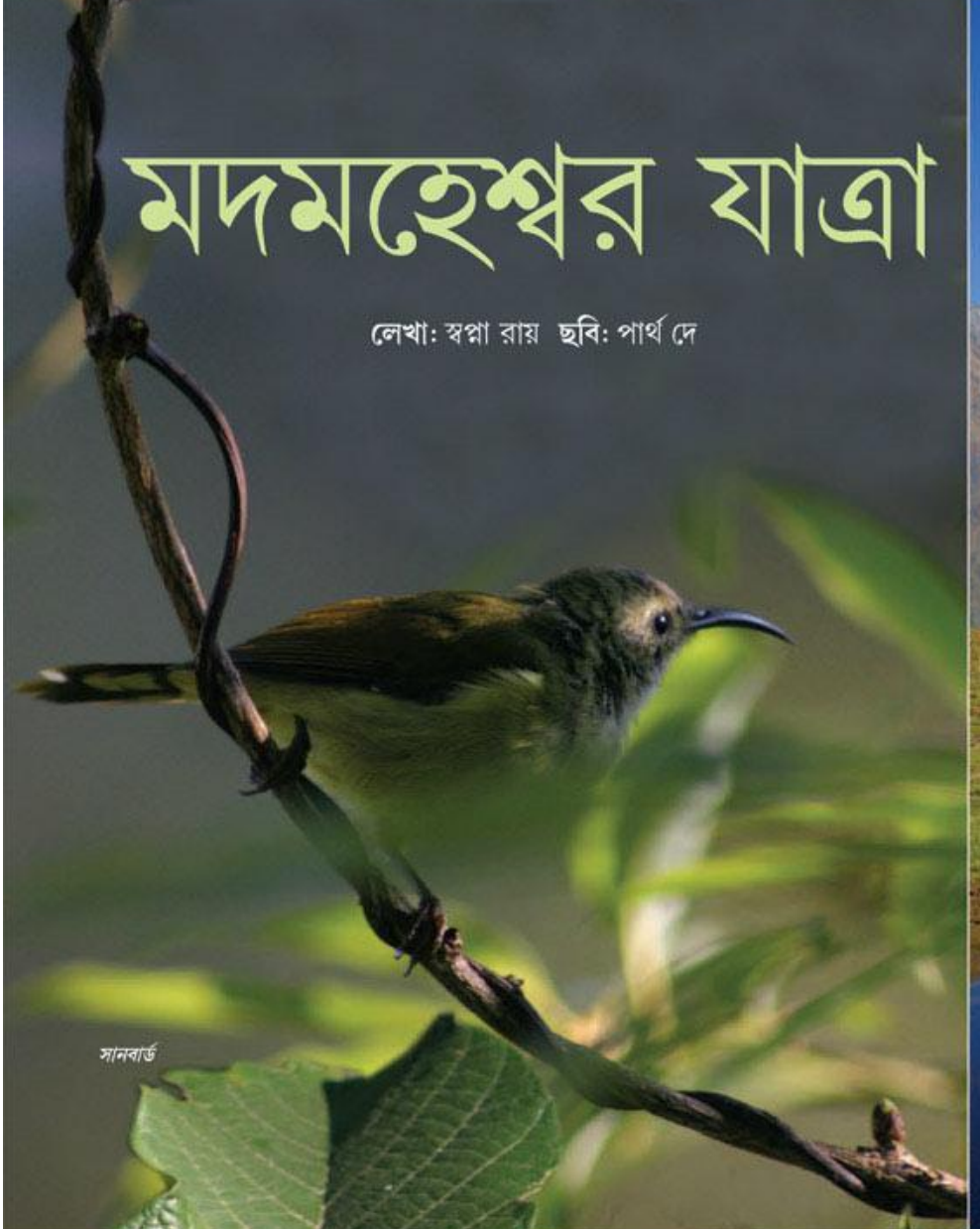

সানবার্ড

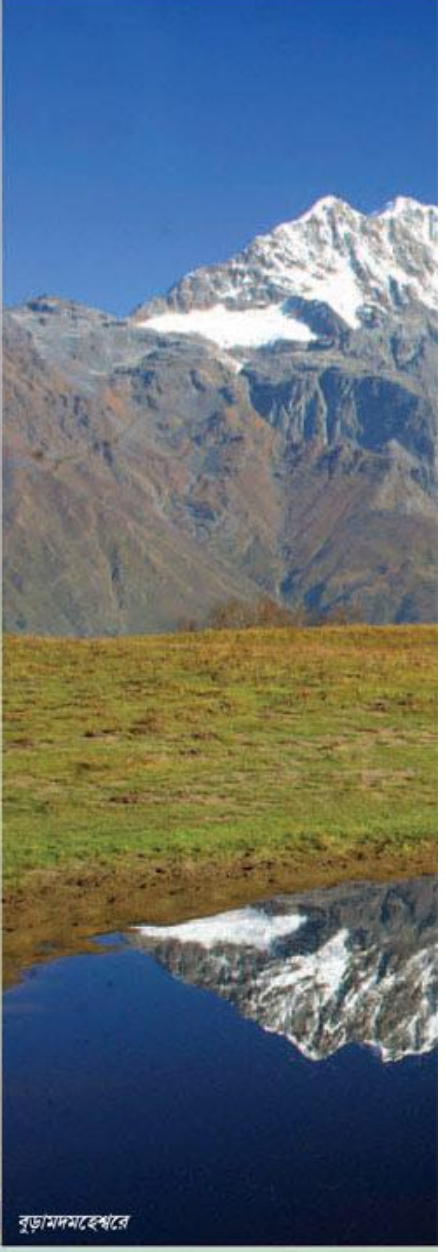

বুড়ামদমহেশ্বরে

ব্ল্যাক থ্রোটেড টিট

কঠিন পথের অপরূপ সৌন্দর্য। মদমহেশ্বরের মন্দির, বুড়ামদমহেশ্বরে তালের জলে তুষারশৃঙ্গের প্রতিফলন— সব মিলিয়ে জীবন সার্থক করা এক ভ্রমণ।

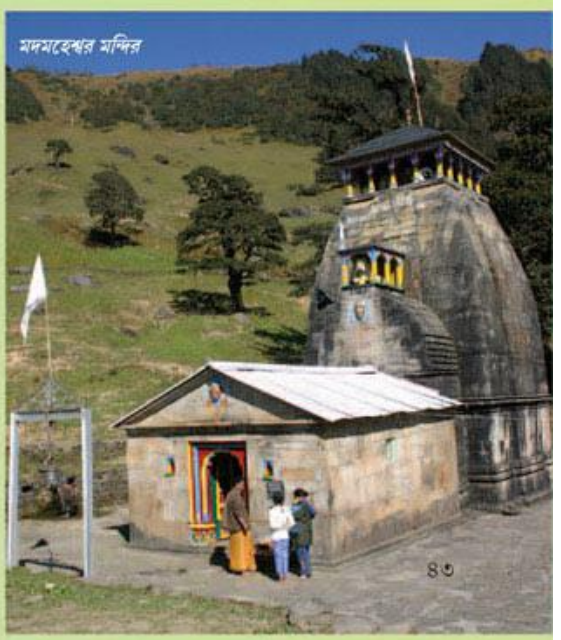
মদমহেশ্বর মন্দির

পরপর তিনবার গাড়োয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের পর এবার পুজোয় চলেছি পঞ্চকেদারের এক কেদার মদমহেশ্বর। পুরাণমতে, শিবরূপী মহিষের নাভি পড়েছিল এখানে। হরিদ্বার থেকে বাসে ১৬২ কিলোমিটার দূরের রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছেই চলে গেলাম আরও ৪৩ কিলোমিটার দূরের উখিমঠ।

পরদিন সকালে ভাড়া গাড়িতে রওনা হলাম। গন্তব্য উনিয়ানা। সাক্ষাৎ হল এখানকার প্রসিদ্ধ গাইড জিৎ পাল সিংয়ের সঙ্গে, বিশেষ কারণে সঙ্গে যেতে না পারায় তাঁর ভাইপো রাজপাল সিংকে পাঠালেন আমাদের গাইড-পোর্টার হিসেবে। জিৎ পাল সিং গরম গরম চা আর বান রুটি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে আমাদের যাত্রা শুরু করালেন। উনিয়ানা থেকে হাঁটা শুরু।

উনিয়ানা থেকে আজ যাব ১০ কিলোমিটার দূরে বানতলি, অনেকটা পথ উতরাই হয়ে চড়াই। দু-একটি গ্রাম পেরিয়ে কিছুটা চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে পৌঁছলাম রাঁও। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, এখানকার রাকেশ্বরী মন্দির বিখ্যাত। মন্দিরের পুরোহিত ঈশ্বরীপ্রসাদ ভাট, তাঁর নিজস্ব একটি হোটেল আছে মন্দিরের পাশেই। খিচুড়ি খেয়ে আবার রওনা হলাম। এখানকার এই পুরোহিতের বাবা স্বর্গীয় জনার্দন ভাট এই মন্দিরে পুরোহিত থাকাকালীন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মদমহেশ্বরে দুবার আসেন এবং এখানেই রাত্রিবাস করেন। উমাপ্রসাদবাবুর একটি চিঠির কপিও আমাদের দেখালেন ঈশ্বরীপ্রসাদ।

মন্দিরটি খুব পুরনো। কিংবদন্তি অনুযায়ী, পাণ্ডবরাই তৈরি করেছিলেন এই মন্দির এবং স্বয়ং রামচন্দ্র এখানে তপস্যা করেছিলেন। এটি কালীমন্দির। প্রথমে এর নাম ছিল রামেশ্বরী, পরবর্তীকালে নাম হয় রাকেশ্বরী মন্দির। মহাভারতের সঙ্গেও কোনও সূত্রে জড়িয়ে আছে এই মন্দির। আজও প্রতিবছর বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে মন্দিরের পুরোহিত প্রচলিত প্রথায় পাণ্ডবগাথা পাঠ করেন।

আবার চলা শুরু, কিছুটা পথ চড়াই তারপর আবার উতরাই। সুন্দর পাইন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ৬ কিলোমিটার হেঁটে এসে পৌঁছলাম গোন্ডার। ছোট্ট গ্রাম, রয়েছে দু-তিনটি থাকবার ব্যবস্থা। কৈলাস ট্যুরিস্ট লজের রমেশ পানোয়ারের আতিথেয়তায় রুটি-সবজি খেয়ে আবার রওনা দিলাম ২ কিলোমিটার দূরের বানতলির পথে। এখানেই নন্দীকুণ্ড শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা মদমহেশ্বর গঙ্গা মিশেছে চৌখাম্বা থেকে নেমে আসা মার্কন্ডেয় গঙ্গার সঙ্গে। দূর থেকেও দুই নদীর জলের রং দেখে অনেকটাই পৃথক করা যায়। চলার পথে অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা ও রং-বেরঙের রডোডেনড্রন ফুলের সৌন্দর্য সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। চোখে পড়ছে চেনা-অচেনা পাখি।

বানতলি পৌঁছতে আমাদের প্রায় বিকেল হয়ে গেল, ঈশান কোণে মেঘ দেখেই বুঝেছিলাম যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামবে, পথেই নামল অঝোর বৃষ্টি, পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়ে গেল, পৌঁছলাম ভীষ্ম লজে। অনিল পানোয়ারের আতিথেয়তায় রাস্তার ধারে দোতলার সবচেয়ে সুন্দর ঘরটিই আমরা পেলাম। ঘরের বাইরে নেড়া বারান্দা। অনিলের এই লজে আলোরও ব্যবস্থা আছে।

রাতে গুরুগুরু গর্জনে বৃষ্টি নামল। হোটেলের নেড়া ছাদে খুব সন্তর্পণে উঠলাম ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে প্রকৃতিকে দেখব বলে।

৬টা ৫ মিনিটে চৌখাম্বার দিক দিয়ে হঠাৎ সূর্য উঠল। চারদিক আলোকিত, রোদের ঝলক চৌখাম্বার বরফের ওপর চিকচিক করতে লাগল আর তারই প্রতিবিম্ব বুড়ামদমহেশ্বরে তালের ওপর পড়ল। সেই ভোরে আমরা ছ'জন প্রাণী উঠেছিলাম বুড়ামদমহেশ্বর, সকলেই বাকরুদ্ধ।

চারধারে পাহাড় আমাদের আগলে রেখেছে, অদূরে গভীর জঙ্গল, বন্য জীবজন্তুর দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাহাড়ের অভিজ্ঞতা শোনাতে শোনাতে তুমুল ঠান্ডায়, কাঠের আগুন জ্বালিয়ে গরম গরম খিচুড়ি আর আলুভাজা খাওয়াল অনিল, সে যেন অমৃতসমান। পরদিন ভোর থেকে আবার পথ চলা শুরু।

পরদিন প্রায় আরও ১০ কিলোমিটার পথ পেরতে হল। এ পথ আরও চড়াই। তিনদিকে রুপোলি পাহাড়, অদূরে প্রশান্ত চৌখাম্বা শিখর, রডোডেনড্রনের ফাঁক দিয়ে মাঝেমাঝেই উঁকি মারে নীলকণ্ঠ ও কেদারনাথ শৃঙ্গ। পথ যথেষ্ট কঠিন। যাই হোক অবশেষে পৌঁছলাম মদমহেশ্বর। মন্দির কমিটির গেস্টহাউসে আমাদের রাতে থাকবার ব্যবস্থা করা হল। ঘরপ্রতি ৩০০-৪০০ টাকা। মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ড এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু খুব অদ্ভুত ব্যাপার, মদমহেশ্বরে একমাত্র মন্দির কমিটির গেস্টহাউস ছাড়া অন্য কোনও গেস্টহাউস বা লজে টয়লেট নেই আর মন্দির কমিটির ঘরসংখ্যাও খুব সীমিত। যাই হোক রাতে মন্দিরে আরতি, পূজা এবং কনকনে ঠান্ডার মধ্যে মন্দির প্রদক্ষিণ করে এক অদ্ভুত অনুভূতি ও আত্মবিশ্বাস এল। হিমালয়ের সব দ্বারে দ্বারে পাণ্ডবদের তৈরি এইসব মন্দির দেখে রোমাঞ্চ লাগে।

পরদিন ভোর তিনটেয় উঠে পড়লাম। বুড়ামদমহেশ্বর যাব। মদমহেশ্বর থেকে ১.৭৫ কিলোমিটার ওপরে বুড়ামদমহেশ্বর। সেখানে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, কেদারশৃঙ্গর ওপর সূর্যোদয় দেখব। কঠিন পথ, কোনও রাস্তা নেই। লাঠি খুব সাহায্য করেছিল ওই পথে, অন্ধকার পথ, রাজুকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। ৬টা ৫ মিনিটে চৌখাম্বার দিক দিয়ে হঠাৎ সূর্য উঠল। চারদিক আলোকিত, রোদের ঝলক চৌখাম্বার বরফের ওপর চিকচিক করতে লাগল আর তারই প্রতিবিম্ব বুড়ামদমহেশ্বরে তালের ওপর পড়ল। সেই ভোরে আমরা ছ'জন প্রাণী উঠেছিলাম বুড়ামদমহেশ্বর, সকলেই বাকরুদ্ধ। কী অপরূপ দৃশ্য! এতবার গাড়োয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, তবু এত কাছ থেকে চৌখাম্বার এই রূপ আগে কখনও দেখিনি। এ-দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় জীবন সার্থক। ছোট্ট একটি মন্দির রয়েছে এখানে, নিয়মিত পূজা হয় বলে মনে হয় না।

যতদূর দেখা যায় শুধু জঙ্গল আর পাহাড়, পাহাড়ের বুক চিরে সাপের মতো বয়ে চলেছে কয়েকটি নদী। নেমে এলাম মদমহেশ্বর। সকালে

প্রয়োজনীয় তথ্য

কোথায় থাকবেন

উখিমঠে **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অতিথিশালায়** থাকতে পারেন। সিজনে কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে বুকিং করা যায়, এছাড়া আরও অনেক হোটেল রয়েছে ওখানে, অন্যসময় গিয়ে বুকিং করা যায়। গোন্ডারে **কৈলাস ট্যুরিস্ট লজ:** ঘরপ্রতি ভাড়া ২০০-২৫০ টাকা। বানতলিতে **ভীষ্ম ট্যুরিস্ট লজ:** ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। খাতারাতে **খাতারা ট্যুরিস্ট লজ:** ঘরপ্রতি ভাড়া ২০০ টাকা। মদমহেশ্বরে **মদমহেশ্বর ট্যুরিস্ট লজ** (মন্দির কমিটির): ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০-৪০০ টাকা। **আশুতোষ হোটেল:** ঘরপ্রতি ভাড়া ২০০ টাকা।

মদমহেশ্বর মন্দিরের অভিষেক, আরতি দেখে ফেরার পথ ধরলাম। পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ভেড়ার পাল।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা নেমে এলাম ১০ কিলোমিটার নীচে বানতলি। আবার ভীষ্ম লজ, অনিলের আতিথেয়তা— কখনও কাঠের আগুন জ্বালিয়ে গরম জলের ব্যবস্থা, কখনও বা গরম চা। পায়ে ও হাঁটুতে অত্যন্ত ব্যথা, রাতে যতটা সম্ভব পরিচর্যা করে পরদিন হাঁটার জন্য পা-দুটিকে সবল করে তুললাম।

পরদিন ভোরবেলা আবার হাঁটা শুরু, যেতে হবে আরও ১০ কিলোমিটার। যদিও ফেরার পথ, তবুও অনেকটাই চড়াই। এত সুন্দর স্থান ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে, এক পা এগোই আবার পিছনদিকে ফিরে তাকাই। পথে কোনও দোকান খোলা নেই, যেখানে জলখাবার সেরে নেওয়া যেতে পারে। পথ চলতে চলতে দূর থেকে হঠাৎ দেখি একটি দোকান, মনে হচ্ছে খোলা। একটু আশ্বস্ত হলাম। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, মদমহেশ্বর যাওয়ার পথে এই দোকানেই চা, জলখাবার খেয়েছিলাম। দোকান খোলা, কাঠের আগুন জ্বলছে, কিন্তু দোকানের মালিক নেই। আমাদের সঙ্গে একটি স্যুপের প্যাকেট ছিল, রাজু কোথা থেকে কাঠ যোগাড় করে নিভন্ত চুল্লিকে জ্বালিয়ে তুলল, স্যুপ তৈরি হল, সকলেই খুব ক্ষুধার্ত, তৃপ্তি করে আমরা স্যুপ খেলাম, খাওয়া সেরে সব পরিষ্কার করে যখন রওনা হলাম তখনও কিন্তু দোকানের মালিকের দেখা নেই। পাহাড়েই বোধহয় এমন সম্ভব। এরপর যে রাস্তা, অনেক দূর থেকেই তা দেখা যায় শুধু ধুলো আর ধুলো। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। রাজু একেক করে আমাদের পার করল। প্রায় ১ কিলোমিটার এই খারাপ পথ। পৌঁছলাম রাকেশ্বরী মন্দির। মন্দির দর্শন করে এগিয়ে চললাম উনিয়ানার দিকে।

ছোট্ট গ্রাম উনিয়ানা, পরপর কয়েকটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল, আমাদের গাড়ির ড্রাইভারও উপস্থিত সেখানে।

দুদিন উখিমঠে থেকে তারপর হরিদ্বার হয়ে পৌঁছলাম কলকাতা।

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য পরিচালিত

ভ্রমণ	দিন	শুভযাত্রা
কেদারবদ্রী	১১/১৫	১৪/৫, ২০/৫, ২৭/৫
দক্ষিণ ভারত/ মধ্য ভারত	১৯/১৩	১১/২, ২৫/২ ৪/৩
ভাইজ্যাগ-আরাকু	৬/৮/১১	১৮/২, ১১/৩, ২১/৪
মেঘালয় অরুণাচল	৯/১১	২৫/২, ৪/৩, ২৫/৩, ২১/৪
গোয়া-মহারাষ্ট্র	১৪	১৮/২, ১১/৩
কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী	১৪	২৫/২, ১৮/৩ ৮/৪, ২১/৪
হিমাচল/কুমায়ুন	১৩/১১/১৬	১১/২, ২৫/২ ১৮/৩, ৮/৪, ২১/৪
নেপাল	১১	২৫/২, ৪/৩, ২৫/৩, ২১/৪
সিকিম	১০	১১/২, ২৫/২, ১৮/৩, ৮/৪

ইচ্ছেমতো আন্দামান

উত্তর ভারত	১৩	১৮/২, ১১/৩, ২১/৪

60. লেনিন সরণি, কলকাতা-700 013.
Ph: 2227-1850, 2226-6873, 94331 86406
www.classictourism.com

HINDUSTHAN TRAVELS

● মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় ট্যুরিজম, Pvt. হোটেল ● টাড়োবা, অজন্তা, ইলোরা, গণপতিপুলে, তারকার্লি, মুম্বই, গোয়া, কেরালা, হিমাচল, সিকিম সহ সারা ভারতের হোটেল বুকিং

প্যাকেজ: ● মহারাষ্ট্র-গোয়া ● কোস্টাল কোঙ্কন (মহারাষ্ট্র) ● জ্যোতির্লিঙ্গ (মহারাষ্ট্র) ট্যুর

183/2, Lenin Sarani, Kol-13
58/64, P A Shah Rd., Kolkata-45
Ph: 2212-7226, 92300 07226, 98300 49887
www.hindusthantravels.com

অরণ্য পর্যটন

• হাতির পিঠে গাছবাড়িতে - ১৩/০১, ২৫/০১, ১৭/০২, ১২/০৩, ১৭/০৩, ২৪/০৩
• সেরার সেরা মানসের জঙ্গল -১৩/০১, ২৪/০১, ১৭/০২, ১০/০৩, ১৭/০৩
• সুন্দরবন বনি ও কলস সহ - ৭/০১, ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ৪/০২, ১৮/০২, ২৫/০২, ৪/০৩, ১১/০৩, ১৮/০৩
• অভিনব ডুয়ার্স সঙ্গে গারুচিরা ও কলাখাওয়া - ১৪/০১, ২৩/০১, ১৮/০২, ১৭/০৩
• দুধুয়ার জঙ্গলে - ২২/০১, ১৬/০২, ১৭/০৩

কাজিরাঙা হাতি উৎসব ২৭/০১/২০১১

NEORA RIVER RESORT (Gorumara)

For Booking Call - 9836487899

DESTINATION
Tour Maker & Planner
7, C.R. Avenue, Kolkata - 700072
Web site: www.wildlifetourismdestination.com
E-mail: destinationtourplanner@gmail.com

কন্টিনেন্টাল ট্র্যাভেলস

172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98311 25446/98303 08705

সরকারি/বেসরকারি হোটেল ও গাড়ি বুকিং

পশ্চিমবঙ্গ Authorised Agent

হলং	—1800-3200
জলদাপাড়া	—1600
লাটাগুড়ি	—600-3000
মালবাজার	—450-1000
জয়ন্তী	—600-900
বিন্দু	—600-1200
কালং	—500-1000
লাভা	—550-1000
লোলেগাঁও	—550-1200
রিশপ	—600-1500
পেডং	—500-800
চারখোল	—850-1000
কালিম্পং	—600-2000
কার্শিয়াং	—600-1200
দার্জিলিং	—500-6000
মন্দারমণি	—800-4500
দীঘা	—550-2200
শঙ্করপুর	—700-2500
সজনেখালি	—1000 (2 Pax)
শান্তিনিকেতন	—600-1850
বিষ্ণুপুর	—600-2000
মাইথন	—450-1000
বকখালি	—500-1200
গাদিয়াড়া	—300-600
শিলিগুড়ি	—450-2000

অন্ধ্রপ্রদেশ
নিজস্ব হোটেল
ভাইজ্যাগ: Shyamla Paradise –500-850, Kolkata Guest House– 550-850, Beach Inn– 650-800, Beach Guest House– 800-1100, Costal Park– 1000-1500, Royal Mid town– 600-1200, Surya Residency– 600-1000, Biswabhavan– 550-700, Laxmi Residency– 700-1050
আরাকু: Hotel Rajdhani– 700, Bikash Resort– 550-750, Krishna– 1200-1800
জগদলপুর: Rekha Palace– 550-600, Rainbow– 480-880, Bastaria– 550-650
হায়দ্রাবাদ: DBR Lodge– 500-600, Hotel Brundavan– 600-1000, Imperial– 700-1200, R.K. Residency– 650-1200, Hotel Gateway– 2000-3000

কেরালা
কোচিন, মুন্নার, আলেপ্পি, ভারকালা, থেক্কাডি, পেরিয়ার, কোভালম, ত্রিবান্দ্রম

ওড়িশা Authorised Agent
পুরী, চাঁদিপুর, গোপালপুর, তপ্তপানি, রম্ভা, সিমলিপাল, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর

রাজস্থান
জয়পুর, যোধপুর, জয়সলমির, মাউন্ট আবু, বিকানির, উদয়পুর, পুষ্কর, চিতোর, আজমির

দক্ষিণ ভারত
চেন্নাই, তিরুপতি, মাদুরাই, উটি, ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর, কোদাইকানাল, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম, ত্রিচি, পণ্ডিচেরি

অরুণাচল
জিরো: Aao Village Resort– 1000-2800, ভালুকপং: Kameng Inn– 1500, বমডিলা: Tashiden–750-1150

মহারাষ্ট্র-গোয়া
গোয়া (কোলভা বিচ, ক্যালাঙ্গুটে বিচ, মিরামার বিচ, পানাজি, ৬০০ টাকা থেকে শুরু), মুম্বই, পুনে, মহাবলেশ্বর, জলগাঁও, ঔরঙ্গাবাদ

অসম
শিলং: Assembly–1200-2500, Incredible–1000-1800, Micasa– 1000-2800, Pyne Broke– 900-1500, Earle Holiday– 650-1600, Elgin– 400-1200. গুয়াহাটি: Rialto– 1000-1800, Ginger– 1200-1400, Avisekh– 700-1200, Trivel– 600-900. কাজিরাঙা: Dhansree– 1200-1650, Shanti– 800-1200, Resort– 1600-3500. তেজপুর: Centre Point– 800-1600

প্যাকেজ
● রাজস্থান— 18/12, 24/12, 7/01, 22/1 ● উত্তর ভারত— 08/2/11, 12/3/11 ● নেপাল— 21/11, 22/5 ● ভাইজ্যাগ— 24/12, 18/02 ● দক্ষিণ ভারত— 26/12 ● ভুটান— 28/01/11, 23/3, 22/4, 20/5 ● দক্ষিণ ভারত— 26/12 ● সিমলা মানালি—10/2/11, 15/3/11, 22/4, 20/5 ● কাশ্মীর— 22/3, 27/3, 22/4, 20/5 ● অরুণাচল— 10/4/11, 23/4, 22/5 ● ভাইজ্যাগ-জগদল-আরাকু—18/2/10 ● লে-লাদাখ—11/06, 25/06, 16/7, 9/7, 30/7 ● নেপাল— 21/11, 22/5 ● সপ্তাহান্তে সুন্দরবন (রিসর্টে থাকা)—1N-2D- 3,200/-, 2N-3D- 4,200/- ● আন্দামান— 6N-7D- 7,500/- (যে-কোনও দিন)

-: Branch :-
Durgapur-9851105701 Jamshedpur-9835183717
Kalna-9932252423 Bardwan-9830406410
Sonarpur-9831527008 Budge Budge-9831735373
Jadavpur-9883205816 Baghajatin-9903789423
Chakda-9333515983
Jalpaiguri-9836004047 Siliguri-9836006067
Kalyani-9433351219 Barasat-9432202828

হিমালয়দর্শন

বরফাবৃত সারাহান

লেখা ও ছবি: অশোক দিলওয়ালি

বিশিষ্ট হিমালয়-আলোকচিত্রীর কলমে-ক্যামেরায় ধারাবাহিক হিমালয় দর্শন। এই সংখ্যায় সারাহান।

সিমলা থেকে সারাহানের দূরত্ব প্রায় ১৬৫ কিলোমিটার। সারাহান বিখ্যাত কাঠের তৈরি ভীমকালী মন্দিরের জন্য। এখান থেকে হিমালয়ের শ্রীখণ্ড রেঞ্জটি খুব ভালোভাবে দেখা যায়। শান্তিতে ছুটি কাটানোর আদর্শ স্থান সারাহান।

শীতকালে এখানে প্রচুর বরফ পড়ে এবং তারই আকর্ষণে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমি সারাহানের পথে যাত্রা করলাম। এমনিতে আকাশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়া বদলে গেল। (আমি যেখানেই যাই সেখানকার আবহাওয়া এমন করেই পরিবর্তিত হয়)। সন্ধের দিকে, আকাশ ধূসর হল এবং স্থানীয় মানুষজন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, রাতে তুষারপাত হবেই। আমি প্রার্থনা করলাম, তাদের অনুমান যেন সত্যি হয়, কারণ তুষারাবৃত সারাহান দেখব বলেই সুদূর দিল্লি থেকে আমি এতদূর ছুটে এসেছি।

রাতে প্রবল তুষারপাত হল, প্রায় ৩ ফুট বরফ জমে গেল। কিন্তু আমার প্রচণ্ড জ্বর এল। এর ফলে যে কাজটা সহজভাবে করব ভেবেছিলাম, সেটা করার জন্য যথেষ্ট কসরত করতে হল। সকালে দেখলাম আমার বিশ্বস্ত জিপসি গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে বরফে চাপা পড়েছে। আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ তুষারপাত প্রশমিত হওয়ার বা বরফ গলার কোনও চিহ্ন নেই। ভাগ্যক্রমে আমি একজন স্থানীয় গাড়িচালককে পেয়ে গেলাম। সে পরামর্শ দিল, আমি যেন সাহস করে গাড়িটা চালানোর চেষ্টা করি, তা না হলে, বরফ জমে শক্ত হয়ে যাবে এবং তখন গাড়িটি নাড়ানোই কঠিন হবে। আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে ওর পরামর্শটাই মেনে নিলাম।

জ্বর কমানোর জন্য ক্রোসিন ট্যাবলেট খেয়ে আমি গাড়িতে উঠলাম, কিন্তু তখনই আরেকটি সমস্যা দেখা দিল। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে শক্ত বরফ জমে গেছে এবং আমি সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সদ্য পড়া বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চালানো খুবই বিপজ্জনক, তাছাড়া, বরফ ততক্ষণে আমার চাকার সমান উঁচু হয়ে গিয়েছে। তখন আমি জানলার কাচ নামিয়ে গলা বার করে ১৬ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে জিওরি পৌঁছলাম। যেহেতু রাস্তা এবং রাস্তার ধার সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা, তাই কোনদিকে পাহাড় আর কোনদিকে খাদ তা বুঝতে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই যাত্রা ছিল মৃত্যু ও জীবনের মধ্যবর্তী রাস্তা ধরে। আমি যতটা সম্ভব পাহাড়ের গা ঘেঁসে গাড়ি চালাচ্ছি। একে প্রচণ্ড ঠান্ডা, তায় গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, এই অবস্থায় গাড়ি চালানোটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগছিল।

দুর্ভোগের আরও বাকি ছিল। কিনগল পৌঁছে শুনলাম, নারকান্ডা এবং কুফরির রাস্তা প্রবল তুষারপাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই বসন্তপুর হয়ে ঘুরপথে যেতে হবে। দূরত্ব দ্বিগুণ হয়ে গেলেও এই পথটা ছিল অনেকটা নিরাপদ। যেটা প্রধান অসুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তা হল প্রচুর বরফ এবং আমার শারীরিক অবস্থা। তা নাহলে এটাও ছিল একটা মজাদার সফর। যাঁরা প্রকৃতির ছবি তোলেন, তাঁদের কাছে এটা খুবই সাধারণ ঘটনা।

কষ্ট না করলে কেষ্ট পাবে না। ছবিতে শুধুই দেখা যায় 'কেষ্ট'-র অংশটা। এই ছবিতে তুষারপাতের যথার্থ ছবিটিই ফুটে উঠেছে। এই ছবি তুলতে গিয়ে আমার কী দশা হয়েছিল, তার বর্ণনা আর এ-ছবি কী করে দেবে!

কলকাতার কয়েকটি জরুরি পর্যটনঠিকানা

অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৩৬৭৯
www.andhratourism.com
www.aptourism.in

অরুণাচল প্রদেশ পর্যটন
অরুণাচল ভবন
ব্লক সি ই-১০৯, সেক্টর-১
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৩৪-১২৩৪, ২৩২১-৩৬২৭
www.arunachaltourism.com

অসম পর্যটন
৮, রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২২৯-৫০৯৪
www.assamtourism.com

আই টি ডি সি
৩জি, এভারেস্ট বিল্ডিং
৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮৮-০৯০১/৫২৫৪
www.tourism.gov.in
www.theashokgroup.com

আন্দামান-নিকোবর পর্যটন
৭-ডি পি ব্লক, সেক্টর-৫
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৫৭-৭৬২৮/৭৬২৯
tourism.andaman.nic.in

উত্তরপ্রদেশ পর্যটন
১২-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, দ্বিতীয় তল
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৪৯৭৪, ২২৩০-৭৮৫৫, ২২৪২-৭৪০৩
www.up-tourism.com

ওড়িশা পর্যটন
উৎকল ভবন
৫৫, লেনিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৪৯-৩৬৫৩
www.orissa-tourism.com

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
৫০, জওহরলাল নেহরু রোড, প্রথম তল
(বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পিছনদিকে)
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৭২৯৫, ৯৩৩৯৮-৭৮৯৯৫
www.kmvn.org

কেরালা পর্যটন
ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার
কলকাতা মালয়লি সমাজম
২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৩৩
☎৬৫৩৬-৭১৯০
www.keralatourism.org

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিস, এম্ব্যাসি
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-১৪০২/৫৮১৩/১৪৭৫
www.tourismindia.com
www.incredibleindia.org

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪, সেকেন্ড ফ্লোর
৩৩/১, এন এস রোড
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৫৫৫৪
www.gmvnl.com

গুজরাট পর্যটন
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎৯৪৩৩১-৯৬০৮১, ২২২৫-৪৩১৭
www.gujarattourism.com

চণ্ডিগড় পর্যটন
এস সি ও ১২১-১২২, সেক্টর-১৭বি
চণ্ডিগড়-১৬০ ০১৭
☎(০১৭২) ২৭০৪৭৬১/৬৪৪৮

ছত্তিশগড় পর্যটন
এ ই-৩২৪, সেক্টর-১
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎৫৫৩৫-৪৯৬৮, ৯৪৩৩৩-৭০০১১
www.chhattisgarhtourism.net

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন
১২, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২২৮-৫৭৯১
www.jktourism.org

তামিলনাড়ু পর্যটন
জি-২৬, দক্ষিণাপণ কমপ্লেক্স
২, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৬৮
☎২৪২৩-৭৪৩২/৭৬১১
www.tamilnadu-tourism.com

ত্রিপুরা পর্যটন
ত্রিপুরা ভবন
১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫৭০৩/৩৮৫৬
এইচ সি-১০, সেক্টর-৩, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ১০৬
☎২৩৩৪-০২১৩
www.tripuratourism.in

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-১৭১৫
darjeeling.gov.in
www.darjeelingnews.net

দিল্লি পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৬৩১৫/১৭১৫
www.delhitourism.com

নাগাল্যান্ড পর্যটন
নাগাল্যান্ড হাউস
১১, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫২৪৭/৫২২৬
www.tourismnagaland.com

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
ট্যুরিজম সেন্টার
৩/২, বি বা দী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৪৩-৭২৬০, ৪৪০১-২৬৫৯-৬২,
৯০৫১০-৫৭২৭২, ৯৮৩৬৭-৬৯১৯৬
www.westbengaltourism.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার
আর্য ম্যানসন, ৭ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২৩৭-০০৬০/০০৬১
www.wbfdc.com

বিহার পর্যটন
নীলকান্ত ভবন
২৬বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
☎৯৮৩০০-৪৫২৩৫
www.tourismbihar.org

মধ্যপ্রদেশ পর্যটন
চিত্রকূট, রুম নম্বর ৭, সিক্সথ ফ্লোর
২৩০এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎২২৮৭-৫৮৫৫, ২২৮৩-৩৫২৬,
৩২৯৭-৯০০০
www.madhyapradeshtourism.com

মণিপুর পর্যটন
মণিপুর ভবন
২৬, রোল্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
☎২৪৭৫-৮১৬৩/৮০৭৫
manipur.nic.in

মিজোরাম পর্যটন
মিজোরাম হাউস
২৪, গুল্ড বালিগঞ্জ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯
☎২২৭৫-৬৪৩০/৭৮৮৭
mizoramtourism.nic.in

মেঘালয় পর্যটন
১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস
কলকাতা-৭০০ ০৪২
☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯
megtourism.gov.in

রাজস্থান ট্যুরিজম
কমার্স হাউস, প্রথম তল
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২১৩-২৭৪০, ৯৮৩৬০-১০২৩৫
www.rtdc.in
www.rajasthantourism.gov.in

সিকিম পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮
www.sikkim.gov.in

হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
২এইচ, ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (২য় তল)
১/১এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎২২১২-৬৩৬১, ২২১২-৯০৭২
www.himachaltourism.nic.in

ভ্রমণশব্দছক

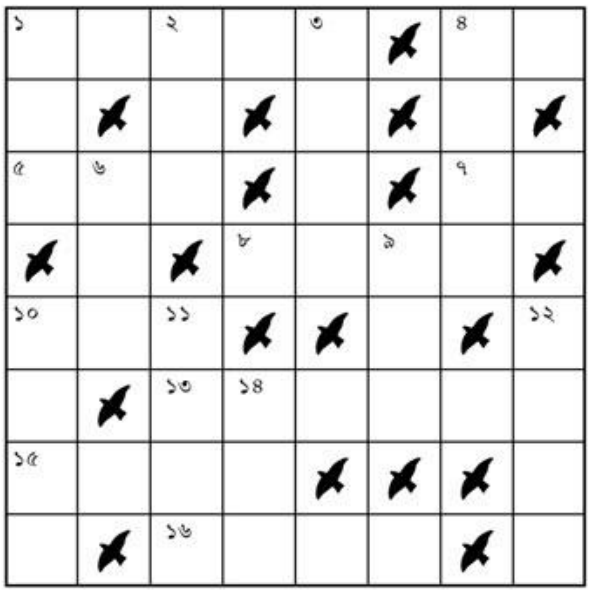

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা:

বিদ্যুৎবরণ পণ্ডিত

কোয়ার্টার নম্বর: নিউ-টি-ওয়ান

৭৬/৬, এম এ এম সি টাউনশিপ, পোঃ বিশ্বকর্মানগর

দুর্গাপুর-৭১৩ ২১০, বর্ধমান

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা: নিশীথকুমার সাহা, ফাল্গুনী মুখার্জি, রামকৃষ্ণ পাল, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, অমিতরঞ্জন দাস, মুরারীমোহন কর মজুমদার, তাপসকুমার কুণ্ডু, বৈশাখী লাহিড়ী, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, স্বপনকুমার মিত্র, জয়ন্তী ব্যানার্জি, অমলেন্দু মল্লিক, দেবাশিস ঘোষ, অর্চনা ঘোষ, ত্রিদিবকুমার মণ্ডল, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম ঘোষাল, রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি, প্রিয়গজিৎকুমার ঘোষাল, আত্রেয়ী গাঙ্গুলি, সুভাষ মিত্র, অপর্ণা ভট্টাচার্য, কণিকা দাশ (ব্যানার্জি), উদয়েন্দু দাস, সুমন্ত ঘোষাল, নিমাইচন্দ্র সিনহা এবং অমল দাশগুপ্ত।

ওপর-নীচ

১। দোয়েলি পৌঁছে চলো পিণ্ডারি
না গেলে অন্য হিমবাহে পাড়ি

২। জাত সমুদ্রে, দেহে প্রাণ ধরে
বোঝ সে প্রবাল ভাষা অন্তরে

৩। নর্থ বেঙ্গলে, তিনের জন্য
একই নামে নদী, সেতু, অরণ্য

৪। মহারাষ্ট্রের শহর পাহাড়ি
নেরাল পৌঁছে টয়ট্রেনে পাড়ি

৬। মানালি ছাড়িয়ে হিমাচলে পাস
যেতে পথপাশে রূপসী বিয়াস

৯। কেদারনাথের দ্বার জোড়া করে
বসে আছে প্রাণী বহুদিন ধরে

১০। সপ্তকে শুরু, দুই বারে যতি
শেষে দুই ধরে আছে সীতাপতি

১১। ইয়ুমথাংয়ের বুকে বয়ে যায়
বলো তার নাম স্থানীয় ভাষায়

১৩। বৌদ্ধতীর্থ— বারাণসী বুড়ি
ঠাঁই নিকটেই, অক্লেশে ঘুরি

১৪। গেলে রাবংলা ঘুরে দেখে নিন
নামী মনাস্ট্রি অতীব প্রাচীন

পাশাপাশি

১। ঘেরা শ্রীনগর তিন পর্বতে
বলো তুমি তার এক কোনমতে

৪। ভূতুড়ে শহর মধ্যপ্রদেশে
জাহাজবাড়িটি নেই জলে ভেসে

৫। বঙ্গে, নানুর কাটোয়ার পাশ
গ্রাম ছুঁয়ে দেবী সে অট্টহাস

৭। তরল মিষ্টি, গোল্লা ভাসায়
নামে আইল্যান্ড সাগর ঘেরায়

৮। মথুরার পাশে, যদি যাও তুমি
কৃষ্ণ-রাধার ছিল লীলাভূমি

১০। বসপার বুকে, কিন্নর দেশে
বয় শতদ্রু তার ভূমি ঘেঁসে

১৩। মণিপুরে, কুকি উপজাতি-বাস
শহরে অরূপ প্রকৃতির শ্বাস

১৫। সাউথ সিকিমে শহর পাহাড়ি
চাইলে ট্রেকিংয়ে মৈনামে পাড়ি

১৬। ইয়ুমথাংয়ের পথে ঠাঁই গাড়া
লাচেন, লাচুং— মেলে দুই ধারা

রবি দাস

ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান

তু	ঙ্গ	ভ	ব্রা			তু	রা
ঙ্গ		দ্র		রা	বি		জি
না	গ	পু	র		র	লা	ম
থ		র	ঙ্গ	না	থি	ট্র	
			না			পা	
বি	শ্ব	না	থ		মা	হা	ড
হু		ল				ড়	
	মা	ন্দা	র	হি	ল		

পুরস্কার

পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** *পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই* **ভ্রমণ**-*এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা:*

ভ্রমণ শব্দছক

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

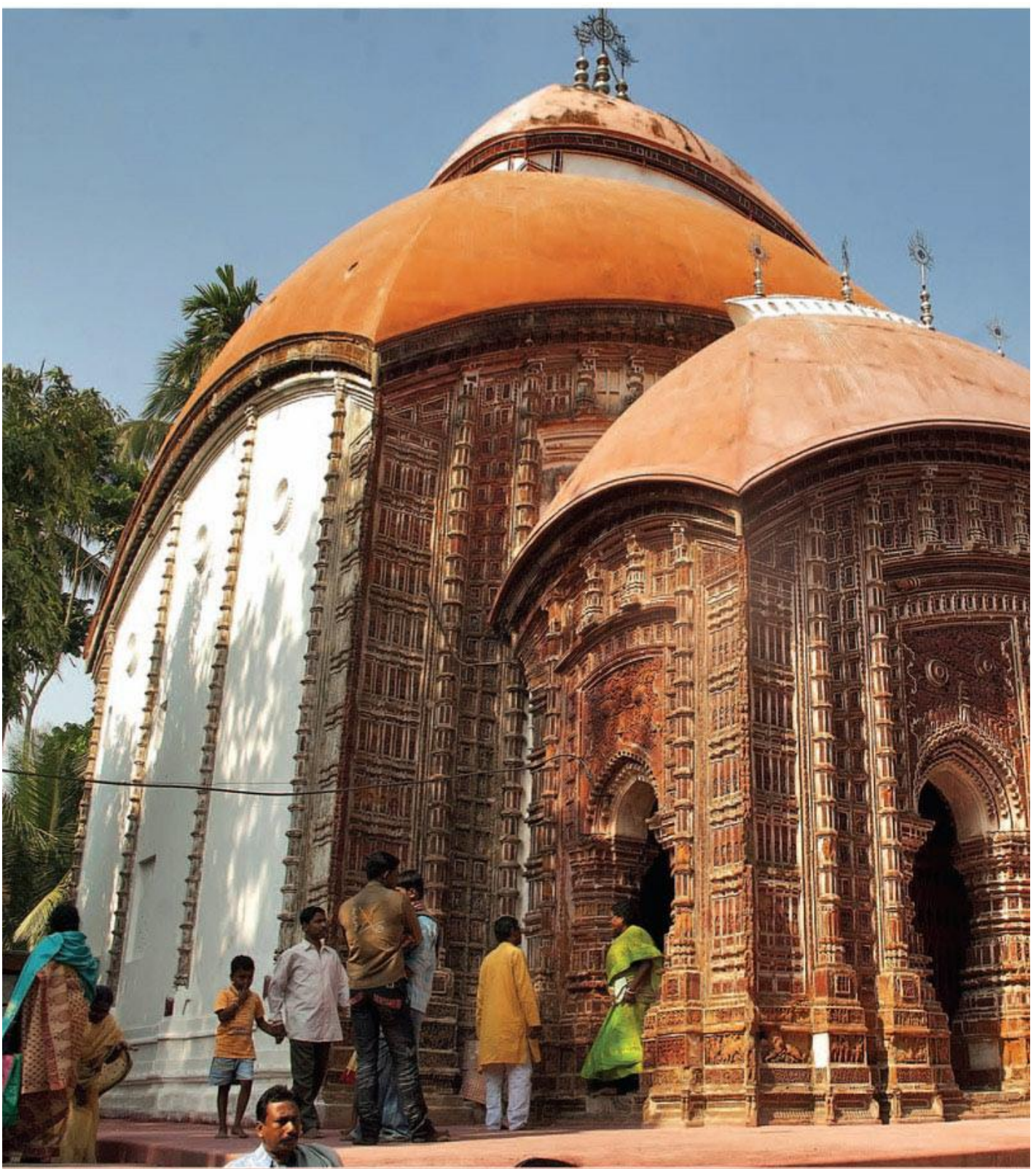

ঘরের কাছেই আঁটপুর

লেখা: শুভজিৎ মুখোপাধ্যায় ছবি: শুভময় ঘোষ

পূতাগ্নি উৎসবে পংক্তিভোজন

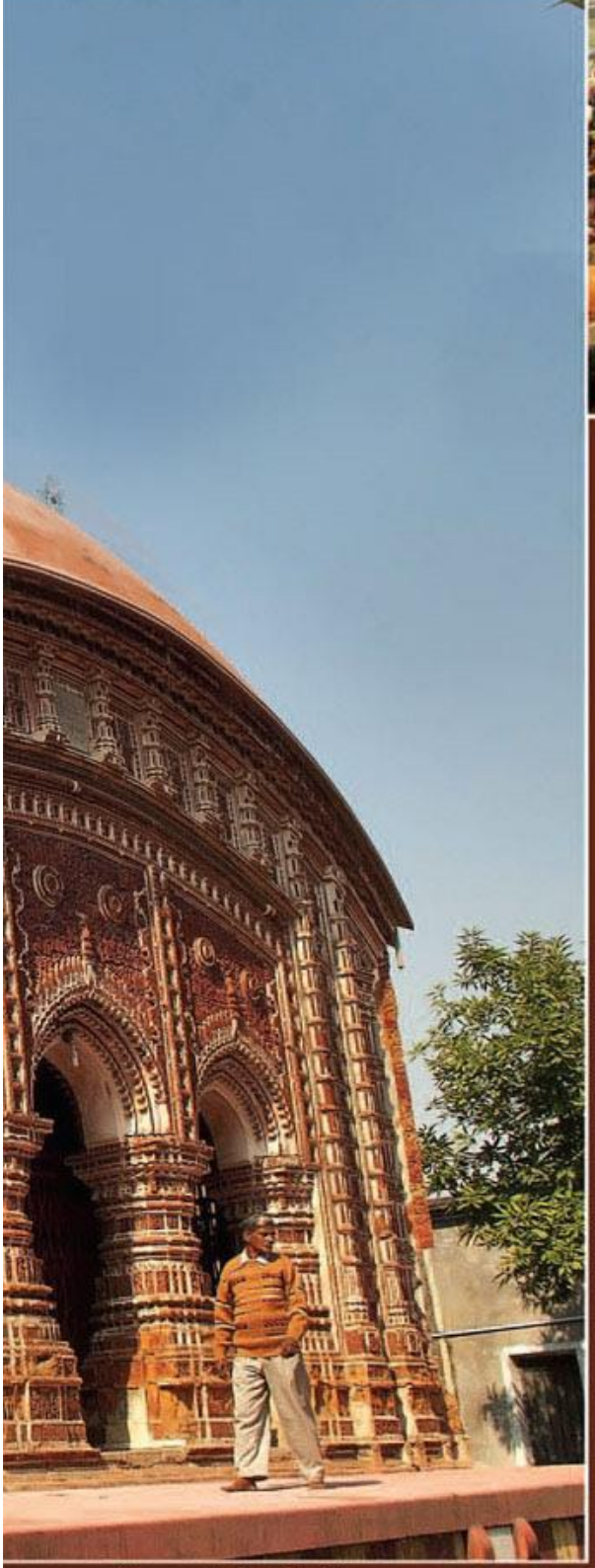

আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

টেরাকোটা শিল্পের সম্ভারে পরিপূর্ণ আঁটপুর। কলকাতা থেকে হুগলি জেলার আঁটপুর দেখে দিনে দিনেই ফিরে আসতে পারেন। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির। বিষ্ণুপুর ছাড়া টেরাকোটার এমন অসাধারণ নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না।

রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির তৈরি হয় ১৭৮৬-৮৭ সালে। বর্ধমানরাজের দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্র তৈরি করেন এই মন্দির। এই মন্দিরটি প্রায় ১০০ ফুট উঁচু, ৪৭ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৯ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট। কাঁঠালকাঠের তৈরি চণ্ডীমণ্ডপটি দর্শনীয়। আঁটপুরের নামকরণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, আটটি গ্রাম নিয়ে গঠিত বলে নাম আঁটপুর, অন্যমত হল বর্ধমানরাজের দেওয়ান আঁটর, তাঁর নামানুসারে স্থানটির নাম হয়েছে আঁটপুর।

শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য এই আঁটপুর। স্থানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি। বাংলা ১২৯৩ সনের ১০ পৌষ (ইংরিজি ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর) এখানে বিবেকানন্দ সহ রামকৃষ্ণদেবের নয়জন প্রিয় শিষ্য গৃহত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এই নয়জন হলেন নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), বাবুরাম (প্রেমানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), তারক (শিবানন্দ), শশী (রামকৃষ্ণানন্দ), নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), কালী (অবেদানন্দ), গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) এবং সারদা (ত্রিগুণাতীতানন্দ)। দিনটিকে স্মরণ করে রাখতে প্রতিবছর ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পূতাগ্নি উৎসব।

এছাড়াও আঁটপুরে ঘুরে দেখে নিন প্রেমানন্দ মন্দির, সারদা ভবন, দোলমঞ্চ, রামকৃষ্ণ মঠ, ধুনিমঠ, বকুলতলা ইত্যাদি। মা সারদা এখানে এসেছেন বেশ কয়েকবার।

আঁটপুর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে রাজবলহাটে আছে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির। ১৩৪৬ সালের চৌঠা আষাঢ় মন্দিরটি স্থাপিত হয়। চতুর্ভুজা দেবী রাজবল্লভী। দেবীর এক পা শিবের মাথায়, অন্য পা ভৈরবের বুকে। মন্দির লাগোয়া চারটি শিবমন্দিরও দেখা যেতে পারে। বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবলহাটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, হরিপাল এবং তালপুর লোকাল যায় হরিপাল। স্টেশনের কাছেই বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ১০ নম্বর বাস বা ট্রেকারে পৌঁছতে পারেন আঁটপুর। হরিপাল স্টেশন থেকে আঁটপুরের দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। কলকাতা-রাজবলহাট এবং হাওড়া-রাজবলহাট বাস সার্ভিস আছে। বাস যায় ডোমজুড়-বড়গাছিয়া-জাঙ্গিপাড়া হয়ে। গাড়ি নিয়ে আসতে পারেন হাওড়া, সলপ, ডোমজুড়, বড়গাছিয়া, জগৎবল্লভপুর, জাঙ্গিপাড়া, গজার মোড় হয়ে।

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ থেকে ১৩ তারিখ নাগৌরে অনুষ্ঠিত হবে নাগৌর মেলা, ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি বাণেশ্বরে হবে বাণেশ্বর মেলা এবং জয়সলমিরে ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল বা মরু উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি।

□ ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিন পনেরোর জন্য রাজস্থান ভ্রমণে যাব। তখন রাজস্থানের কোথায় কোন মেলা হয় জানালে উপকৃত হব।

□□ ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ থেকে ১৩ তারিখ নাগৌরে অনুষ্ঠিত হবে নাগৌর মেলা, ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি বাণেশ্বরে হবে বাণেশ্বর মেলা এবং জয়সলমিরে ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল বা মরু উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি।

□ ফেব্রুয়ারি মাসে দশজনের দল বারাণসী হয়ে চুনার, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ ভ্রমণ করব। সেইসঙ্গে চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য ঘুরতে যাব। চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানালে বাধিত হব।

□□ বারাণসী থেকে চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্যের দূরত্ব মোটামুটিভাবে ৭০ কিলোমিটার। বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বে চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে প্রায় ৭৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে। এখানে সিংহ, চিতা, চিঙ্কারা, সম্বর, বন্য শুয়োর, শজারু, ঘড়িয়াল সহ বহু ধরনের জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। বহু পাখিও দেখা যায় শীতকালে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এখানকার তাপমাত্রা থাকে মোটামুটিভাবে ১০-১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য যেতে হলে বারাণসী থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিতে পারেন।

□ আমরা সপরিবারে মার্চ মাসে বিশাখাপত্তনম, আরাকু, হায়দ্রাবাদ, তিরুপতি যেতে চাই। কোথায় কীভাবে যাব, কী কী দেখার আছে, তিরুপতি থেকে কীভাবে কলকাতায় ফিরব, এই সব কিছু নিয়ে একটি ভ্রমণসূচি তৈরি করে দিলে খুব উপকার হয়।

□□ হাওড়া থেকে বিশাখাপত্তনম যাচ্ছে ১২৮৪১ করমণ্ডল এক্সপ্রেস, ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস, ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল, ১২৭০৩ ফলকনামা এক্সপ্রেস, ১২৬৬৩ তিরুচিরাপল্লি এক্সপ্রেস (বৃহঃ, রবি)। বিশাখাপত্তনম ঘুরে দেখতে কম করে দুদিন লেগে যাবে। অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের প্যাকেজ ট্যুরে অথবা নিজেরা গাড়ি ভাড়া করে ঘুরতে পারেন। বিশাখাপত্তনমে দেখুন রামকৃষ্ণ বিচ, ভুদা পার্ক, সাবমেরিন মিউজিয়াম, কৈলাসগিরি, ঋষিকোন্ডা বিচ, থ্রি-হিলস্ক, ফিশিং হারবার, বিশাখা মিউজিয়াম। আলাদাভাবে ঘুরে আসুন ভিমিলি বিচ বা ভিমুনিপত্তনম। সন্ধেবেলা কৈলাসগিরি থেকে বিশাখাপত্তনম শহরের দৃশ্য অতীব মনোরম। বিশাখাপত্তনমের অচেনা বিচ ইয়ারাডা যেতে হলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে আলাদাভাবে। বিশাখাপত্তনম থেকে ৫৮৫০১ কিরন্ডুল প্যাসেঞ্জার ধরে আরাকু যাওয়ার পথে নেমে যান বোরাগুহালু স্টেশনে। এখানে প্রচুর শেয়ার জিপ পাওয়া যায়। সেই শেয়ার জিপ বোরাগুহালু ঘুরিয়ে, আরাকুর সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখিয়ে পৌঁছে দেবে হোটেলে। বোরাগুহালুতে দেখতে পাবেন প্রাকৃতিক গুহা। আরাকুতে দেখবেন মিউজিয়াম অব হ্যাবিটাট, পদ্মাপুরম গার্ডেন, ছাপরাই প্রপাত। আরাকুর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি খুবই সুন্দর।

আরাকু থেকে বিশাখাপত্তনম ফিরুন ৫৮৫০২ কিরন্ডুল প্যাসেঞ্জারে অথবা বাসে। বিশাখাপত্তনম যদি দুপুরের মধ্যে বাসে ফিরে আসতে পারেন তবে সেদিনই ধরুন সেকেন্দ্রাবাদ অভিমুখী ১৭০১৫ বিশাখা এক্সপ্রেস বা ১২৭২৭ গোদাবরী এক্সপ্রেস। একটু রাতের দিকে পাবেন ১২৭০৩ ফলকনামা এক্সপ্রেস এবং ১১০২০ কোনার্ক এক্সপ্রেস। এই ট্রেনগুলির মধ্যে ১২৭২৭ গোদাবরী এক্সপ্রেস সরাসরি হায়দ্রাবাদ যায়। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হায়দ্রাবাদের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। রাত্রিবাস করতে পারেন যে-কোনও শহরে। হায়দ্রাবাদ শহর ঘুরে দেখতে হলে দুই থেকে তিন রাত থাকা উচিত। একদিন শহরের দ্রষ্টব্য দেখুন, একদিন চলে যান রামোজি ফিল্ম সিটি এবং একদিন আলাদাভাবে ঘুরে দেখুন সালারজং মিউজিয়াম এবং গোলকোন্ডা ফোর্ট। কারণ প্যাকেজ ট্যুরে গিয়ে সালারজং মিউজিয়াম বা গোলকোন্ডা ফোর্ট দেখে মন ভরবে না। সন্ধে কাটাতে পারেন হুসেন সাগর লেকের পাড়ে। হায়দ্রাবাদ বা সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ট্রেনে চলে যান তিরুপতি। ধরতে পারেন ১৭৪০৬ কৃষ্ণা এক্সপ্রেস, ১৭২৩০ শবরী এক্সপ্রেস, ১৭৪২৯ রয়ালসীমা এক্সপ্রেস, ১২৭৬৪ পদ্মাবতী এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, শনি, রবি), ১২৭৩৪ নারায়ণাদ্রি এক্সপ্রেস বা ১২৭০৮ সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস (বৃহঃ, শনি, সোম)। তিরুপতি মন্দির দেখতেই একদিন কেটে যাবে। মন্দির দর্শনের জন্য নানা ধরনের টিকিট পাওয়া যায়। বিভিন্ন মূল্যের টিকিট রয়েছে। তবে মন্দির দর্শনে সময় লাগে, সেই বুঝে হাতে সময় নিয়ে যাবেন। অনলাইনেও মন্দিরে ঢোকার টিকিট বুক করতে পারেন। দেখে নিতে পারেন: www.ttdsevaonline.com তিরুপতি থেকে হাওড়া ফেরার জন্য পাবেন ১২৮৬৪ যশোবন্তপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস।

□ ২০১১ সালে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা করতে ইচ্ছুক। কবে নাগাদ সংবাদপত্রে আবেদনপত্র চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে? মোট কতদিনের যাত্রাপথ? কীরকম খরচ হয় মানস যাত্রায়? কোন ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে? এই সকল তথ্য একটু বিস্তারিতভাবে জানালে বাধিত হব।

□□ সাধারণভাবে প্রতিবছর মার্চ মাসে কৈলাস-মানস যাত্রার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কৈলাস-মানস যাত্রা মোটামুটিভাবে ২৬ দিনের সফর। তবে যাত্রীদের আরও চারদিন অতিরিক্ত দিল্লিতে থাকতে হয় বিভিন্নরকম ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য।

কৈলাস-মানস যাত্রায় খরচ হয় বিভিন্ন ভাগে। ২০১০ সালের তথ্য অনুসারে যাত্রীদের ২৪,৫০০ টাকা দিতে হয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমকে, ২,১৫০ টাকা দিতে হয়েছে দিল্লি হার্ট অ্যান্ড লাং ইনস্টিটিউটকে (মেডিক্যাল চেকআপের জন্য), চিনা কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়েছে ৭০০ মার্কিন ডলার। এর বাইরে জামাকাপড়, পোর্টার, পনি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যা খরচাপাতি হবে তা দিতে হয়েছে। সব মিলিয়ে খরচ প্রায় ৯০-৯৫ হাজার টাকার কাছাকাছি।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর

আবেদন করতে হবে নিম্নলিখিত ঠিকানায়:
আন্ডার সেক্রেটারি (চায়না)
চায়না রেজিস্ট্রি (কে এম ওয়াই)
রুম নম্বর-২৫৫এ, সাউথ ব্লক
মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স
নয়াদিল্লি-১১০ ০১১
তবে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রাকালে মনে রাখতে হবে, যাত্রীকে শারীরিকভাবে চূড়ান্ত সক্ষম হতে হবে। যাত্রাপথের কোথাও যদি শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারেন, সেই মুহূর্তে ফিরে আসতে হবে। মেডিক্যাল টেস্ট বাবদ যে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমকে প্রদেয় টাকা কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য নয়। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হবে দিল্লি এবং গুঞ্জিতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গুঞ্জির উচ্চতা ৩,৫০০ মিটার। আরও মনে রাখবেন, যাত্রাপথ অত্যন্ত দুরূহ হওয়ার কারণে এই পথে পদে পদে রয়েছে বিপদের সম্ভাবনা। কোনও যাত্রী কোনওরকমভাবে আহত হলে বা তাঁর প্রাণহানি ঘটলে সরকার কোনওরকম দায়িত্ব নেবে না। চিনের দিকে যাত্রাকালে কোনও যাত্রীর দুর্ঘটনাবশত মৃত্যু হলে তাঁর দেহ ভারতে আনারও কোনও দায়িত্ব সরকারের নয়, তবে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম যাত্রীদের পাঁচ লক্ষ টাকার বিমা করিয়ে দেবে। প্রত্যেক যাত্রীকে যাত্রা শুরুর আগে বন্ড সই করতে হয় যাত্রাপথে বিভিন্ন বিধিনিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে।

□ জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হরিদ্বার যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। হরিদ্বারে কোথায় কম খরচে রাত্রিবাস করতে পারব? হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ, কনখল, দেরাদুন, মুসৌরি ভ্রমণ করব কীভাবে? হরিদ্বার থেকে একদিনে দেরাদুন, মুসৌরি ভ্রমণ করা যায়?
□□ হরিদ্বারে নানা মানের হোটেল ছাড়াও আছে প্রচুর ধর্মশালা, সাধারণ গেস্টহাউস। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিভিন্ন সেবা-সমিতির তরফ থেকেও সুলভে রাত্রিবাসের সুযোগ করে দেওয়া আছে। রয়েছে প্রচুর হলিডে হোম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের (☎০১৩৩৪-২২৬৩৬৩) অতিথিশালায় থাকতে হলে যোগাযোগ করুন:
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৬৪এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৯
☎(০৩৩) ২৪৪০-৫১৭৮/২৩২৭
বিষ্ণুঘাটে আছে ভোলাগিরি আশ্রম। বছর কয়েক আগে তৈরি হয়েছে শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম। কলকাতার তেঘরিয়ার লোকনাথ আশ্রম থেকে বুকিং করা যায়। কনখল রোডে রয়েছে **রামকৃষ্ণ মিশন** (☎০১৩৩৪-২৪৪১৭৬)। কয়েকটি আশ্রম: **বাবা যোধ সচিয়ার** (☎০১৩৩৪-২৬০৫৩৬), **রাম শরণম আশ্রম** (☎০১৩৩৪-২৬০৩৬৩), **মা সন্তোষী আশ্রম** (☎০১৩৩৪-২৪০৫৩০) ইত্যাদি। এছাড়া হরিদ্বার শহর জুড়ে, কনখল রোডে প্রচুর কমদামি হোটেল রয়েছে।
হরিদ্বার থেকে কনখলের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার, হৃষীকেশ ২৪ কিলোমিটার, দেরাদুন ৫৩ কিলোমিটার এবং মুসৌরি ৮৭ কিলোমিটার।
হরিদ্বার থেকে কনখল ঘুরে আসতে পারেন অটো বা রিকশায়। এর বাইরে হৃষীকেশ, দেরাদুন, মুসৌরি যেতে হলে বাস বা গাড়ি করে যেতে হবে। দলে ভারি হলে গাড়ি ভাড়া করাই উচিত হবে। তবে ভাড়া নিয়ে দরদস্তুর চলে। তেলের দাম বেড়ে গেলে বা পর্যটক সমাগম বেশি হলে ভাড়া বাড়তে পারে। হরিদ্বার থেকে একদিনে সব ঘুরতে গেলে খুব ধকল হবে, তাই যাত্রাপথে দেরাদুনে রাত্রিবাস করা উচিত। অথবা, থাকতে পারেন মুসৌরিতেও। তবে জানুয়ারি মাসে দেরাদুনের তুলনায় মুসৌরিতে ঠান্ডা বেশি।

অনুগ্রহ করে একসঙ্গে দুটির বেশি প্রশ্ন পাঠাবেন না। খামের ওপর 'ভ্রমণজিজ্ঞাসা' কথাটি লিখে দেবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

□ আমরা মার্চ-এপ্রিল মাসে সিমলা, কুলু, মানালি যেতে চাই। আমার প্রশ্ন হল, কালকা থেকে সিমলা যাব কীভাবে? সিমলা থেকে মান্ডি বা মানালি যাব কীভাবে? সিমলা-মান্ডি-মানালির কয়েকটি হোটেলের নাম, ফোন নম্বর জানালে বাধিত হব।
□□ কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার জন্য বাস, গাড়ি, ট্রেন সবই পাবেন। তবে ট্রেনে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। সময় বেশি লাগলেও রেলপথের সৌন্দর্য মনোরম। কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার ট্রেন পাবেন ভোর ৪টেয় ৫২৪৫৭ সিমলা এক্সপ্রেস, ভোর সাড়ে ৫টায় ৫২৪৫১ শিবালিক এক্সপ্রেস, সকাল ৬টায় ৫২৪৫৩ সিমলা মেল এবং দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে ৫২৪৫৫ হিমালয়ান কুইন এক্সপ্রেস। কালকা থেকে সিমলার রেলপথে দূরত্ব ৯৬ কিলোমিটার।
সিমলা থেকে মান্ডির দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার এবং মানালির দূরত্ব ২৬৫ কিলোমিটার। আবার মান্ডি থেকে মানালির দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। সরকারি, বেসরকারি বাস চলাচল করে এ-পথে। আবার দলে ভারি হলে গাড়ি ভাড়া করেও চলে যেতে পারেন মান্ডি বা মানালি।
সিমলাতে রয়েছে হিমাচল পর্যটনের **হোটেল হলিডে হোম** (☎২৮১২৮৯০), দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। এছাড়া মন্দির মার্গে রয়েছে **কালীবাড়ি** (☎২৬৫২৯৬৪), তিনশয্যা ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা, কমন বাথ হলে ১০০ টাকা এবং দশশয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ৩০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **রাহাথ এজেন্সি** (☎৯৪৩৩০-১৩৭০৭), ভাড়া ৮০০-২,০০০ টাকা। **ক্রিস্টাল প্যালেস** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা। **গুলমার্গ রিজেন্সি** (☎২২১২-৭৭১৫/৪০৯০), **সিমলা ভিউ** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), **হোটেল মধুবন** (☎২২১২-৮৯৯৩), ভাড়া ৮০০-১,২০০ ইত্যাদি।
মান্ডিতে রয়েছে হিমাচল পর্যটনের **হোটেল মান্ডভ** (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৮৯৯৩), ভাড়া ৮০০-১,০০০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল পরশ** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮, ২২১২-৮৯৯৩), ভাড়া ৬০০-৮০০ টাকা। **হোটেল রিভার বেন্ট** (☎৯৪৩৩০-১৩৭০৭), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা। **হোটেল সিঙ্গার** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ৬০০-১,০০০ টাকা। **হোটেল শিবা** (☎০১৯০৫-২২৪২২১), ভাড়া ৪০০-৫০০ টাকা। **হোটেল রাজমহল** (☎০১৯০৫-২২২৪০১), ভাড়া ৬০০-২,৪০০ টাকা।
মানালিতে হিমাচল পর্যটনের বেশ কয়েকটি হোটেল রয়েছে। **হোটেল বিয়াস** (☎২৫২৮৩২), ভাড়া ১,০০০-২,২০০ টাকা। **লগ হাট** (☎২৫৩২২৫/৬), ভাড়া ৫,০০০-৬,০০০ টাকা। **হামতা হাট** (☎২৫৩২২৫/৬), ভাড়া ২,২০০ টাকা। **হোটেল কুনজুম** (☎২৫৩১৯৭/৮), ভাড়া ২,১০০-৩,৪০০ টাকা। **রোটাং মানালসু** (☎২৫২৩৩২/২৫৩৭২৩), ভাড়া ১,১২৫-১,২৩৫ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **মানালি কন্টিনেন্টাল** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ১,৪০০-৫,০০০ টাকা। **অ্যাঞ্জেলস ইন** (☎৯৪৩৩০-১৩৭০৭), ভাড়া ১,০০০-১,৮০০ টাকা। **লর্ড রিজেন্সি** (☎২২১২-৮৯৯৩), ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। **পাইন ভিউ** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ৫০০-১,৬০০ টাকা। **নীতেশ হোটেল** (☎২২১২-৮৯৯৩), ভাড়া ৬৫০-১,০০০ টাকা। **সামার ইন** (☎৯৮৩১১-২৫৪৪৬), ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। **হোটেল মঙ্গলদ্বীপ** (☎২২১২-৭৭১৫), ভাড়া ৬০০-৮০০ টাকা। **হোটেল চেতনা** (☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ৫০০-১,০০০ টাকা।
সিমলার এস টি ডি কোড: ০১৭৭।
মানালির এস টি ডি কোড: ০১৯০২।
মান্ডির এস টি ডি কোড: ০১৯০৫।

কলেজে পড়তে পড়তেই
নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই
যে কোনও চাকরির
পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

ডাবলিনে দুটি দিন

লেখা ও ছবি: শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

লন্ডন থেকে ট্রেনে, জাহাজে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন। ডাবলিনের পথে পথে শিল্পসৌন্দর্য দেখে বেড়াবার কাহিনী।

লন্ডন থেকে সকাল ৯টার ট্রেনে চলেছি হলিহেড। আজ ১২ নভেম্বর ২০০৮। ইংল্যান্ডের গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি। একদিকে ঘন সবুজ চারণভূমিতে দলে দলে মেষ চরছে, ইতস্তত দুটো-চারটে অশ্বশাবক দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে হালকা বনরাজি, ছোট ছোট ঝোপঝাড় সাঁইসাঁই করে ছুটছে উল্টোদিকে। ৯টা ৪৭ মিনিটে রাগবি স্টেশনে মাত্র দু-মিনিটের জন্য থেমে ট্রেন আবার ছুটল। একটা ছোট্ট নদী পার হয়ে এল। চারপাশে সবুজে ঘেরা ছোট ছোট দোচালা বাংলো নকশার বাড়িগুলি দেখতে বড় ভালো লাগছে। একে একে ক্রেওয়ে, রিল স্টেশনের যাত্রী নিয়ে আবার ছুটল ট্রেন। রিলের বাড়িগুলি একেবারেই অন্যরকম। মাটির তলায় ভিত নেই। মাটি থেকে তিন-চার ফুট উঁচুতে গোল গোল মোটা মোটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলি। থামগুলো লোহার না কংক্রিটের বোঝা যাচ্ছে না। সব বাড়িই একতলা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে হবে। রেলগাড়ির কামরার মতো দেখতে। ইংল্যান্ডের সীমানা পার হয়ে ওয়েলস-এ কখন ঢুকেছি জানি না। আরও দুটো স্টেশনে ট্রেন থামল, কাওলিস বে, বাঙ্গোর।

অবশেষে ট্রেন থামল হলিহেড, বেলা ১টা বেজে ৩ মিনিটে। রেলপথের এখানেই শেষ। এখন আইরিশ সাগর পার হতে হবে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া আরেকটি ছাউনির তলায় যাত্রীরা এসে জড়ো হল। এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলেছি। অতএব অভিবাসন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই হল, যেমনটা হয় বিমানবন্দরে। জাহাজ সহ ট্রেনে যাওয়া-আসার টিকিটটা হাতে নিয়ে সবাই দুটো লাইনে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম কে কোন জাহাজে যাবে সেই অনুসারে। জাহাজঘাটে যাওয়ার জন্য সরু লম্বা পথ, তার দু-পাশ ঘেরা, মাথা ঢাকা, বিমানবন্দরের মতো। পথের শেষপ্রান্তে নিরাপত্তা প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। সুটকেস চাপাতে হল এক্সরে মেশিনের চলমান বেল্টের ওপর, যেমনটা বিমানবন্দরে করতে হয়। একজন এক্সরে মেশিনের কাচের পর্দার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। কাচের ওপর একটা কালো দাগ দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী?'

বললাম, 'একটা ফল কাটার ছুরি আছে, সেটা হতে পারে।'

'বের করুন'।

বের করলাম।

বলল, 'দুঃখিত। ছুরিটা ৬ ইঞ্চির বেশি লম্বা। নিয়মে আটকাচ্ছে।'

পিঁয়াজ কাটার ছুরিটাকে রক্ষা করা গেল না, রেখে দিল। আমার ব্রেকফাস্ট আর ডিনার হয় ছাতু দিয়ে। তার সঙ্গে দরকার পিঁয়াজ, লঙ্কা। ছাতু, পিঁয়াজ, লঙ্কা, চানাচুর, বিস্কুট লাঞ্চ ব্যাগে মজুত আছে। কেবল ছুরির শোক নিয়ে জাহাজে উঠলাম।

২টো বেজে ১০ মিনিটে জাহাজ ছাড়ল। আইরিশ ফেরি জাহাজ, আকারে নিতান্ত ছোট নয়। জাহাজের জঠরের মধ্যে আছে খাদ্য পানীয়ের অনেক দোকান, বার, সিনেমা, লাউঞ্জ, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য কতরকম ব্যবস্থা।

হলিহেড বন্দর দূর থেকে দূরে যেতে যেতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল একসময়। অনেক দূরত্ব রেখে মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছোট ছোট দ্বীপ চলে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে পুরো দ্বীপ জুড়ে একেকটা পাহাড় দাঁড়িয়ে, কোনও জনবসতি আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেঘলা আকাশ। সূর্যাস্ত উপভোগ করা যাচ্ছে না। জাহাজের একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে খোলা ডেকে ওঠানামা করে সময় কাটাই। শান্ত সাগরের জলে সাদা দাগ কেটে কেটে জাহাজ এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। ডেকের পিছন দিকে রেলিং দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফেনিল জলে বুদ্বুদের অবিরাম ভাঙাগড়া চেয়ে চেয়ে দেখি। একটা বন্দর এগিয়ে আসছে। অনেক দূরে মিটিমিটি আলো হাতছানি দেয়। ওই দিকেই এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

আইরিশ সাগর পার হয়ে এলাম। ডাবলিন বন্দরে জাহাজ নোঙর করল ৫টা ২০ মিনিটে। সন্ধে হয়ে গেছে, আলো জ্বলেছে। বন্দরের বাইরে এলাম। বন্দরের গা সংলগ্ন বাসস্টপেজ। বাসের নম্বর লাগানো পোস্টগুলোর তলায় তলায় যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। একেক বাস শহরের একেক দিকে যাবে। একটা পোস্টের মাথায় লেখা, ডাবলিন সেন্ট্রাল বাসস্টেশন। তার নীচে দাঁড়ালাম। শহরের বাসস্টেশন পর্যন্ত ভাড়া ২ ইউরো ৫০ সেন্ট। আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় সঙ্ঘের সদস্য, তাই এদেশের মুদ্রা ইউরো। আগে থেকেই কিছু ইউরো সঙ্গে রেখেছি। ইংল্যান্ড এখনও নিজের আভিজাত্য রক্ষা করে চলেছে। সেখানে বিনিময়ের মাধ্যম পাউন্ড-স্টার্লিং।

বন্দর থেকে শহরের দূরত্ব খুব বেশি নয়। অল্প সময়েই শহরের মধ্যে এসে বাস থামল। বাস থেকে নেমে ইউথ হোস্টেলের ঠিকানা দেখাই পথচারীদের। একজন বলল, 'একটু এগিয়ে যান। শহরের মধ্যে পৌঁছবেন। সেখানে জিজ্ঞেস করুন, যে কেউ বলে দেবে কীভাবে যেতে হবে।'

চলতে চলতে এসে পড়লাম একটা বড় রাস্তায়। মনে হয় এটাই শহরের প্রধান রাজপথ। বাসের নম্বর লেখা স্টপেজ। আমার কাছে যে পথনির্দেশ লেখা আছে তাতে বলা হয়েছে ১০, ১৬, ১২০ নম্বর বাসে যাওয়া যাবে। এই নম্বরগুলো কোথাও দেখছি না। জনে জনে আমার গন্তব্যস্থানের ঠিকানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি কীভাবে যেতে হবে। কেউ পথনির্দেশ দিতে পারে না। এক পথচারী বলল, 'এর কোনওটাই মাউন্ট জয় স্ট্রিটে ইউথ হোস্টেলে সরাসরি যাবে না। আপনাকে বাস পাল্টাতে পাল্টাতে যেতে হবে। সবথেকে ভালো হেঁটে যাওয়া। পনেরো কুড়ি-মিনিট সময় লাগবে।'

আরেকজন পথচারী বলল, 'মাউন্ট জয় যাবেন তো? চলুন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।'

তার সঙ্গে বাসে উঠলাম। মিনিট পনেরো-কুড়ি পর সে বাস থেকে নামল। আমিও নামলাম। তারপর সে যেদিকে হাঁটা দিল আমাকে ঠিক তার উল্টোদিকের পথটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এইদিকে সোজা হাঁটুন, পেয়ে যাবেন।'

হাঁটছি তো হাঁটছিই। পথ আর শেষ হয় না। পথের দু-ধারের বাড়িগুলোর দেওয়ালে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছি। মাউন্ট জয় স্ট্রিটের দেখা পাই না। এদিকটায় লোকজন খুব কম। দাঁড়িয়ে পড়লাম। একজোড়া যুবক-যুবতী আসছে। ওদের দিকেই এগিয়ে গেলাম।

'মাফ করবে। মাউন্ট জয় স্ট্রিট কোনদিকে হবে বলতে পারবে?'

মেয়েটি বলল, 'মাউন্ট জয় স্ট্রিট তো এদিকে নয়। এখান থেকে অনেক দূরে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন বাস যাবে?'

ছেলেটি বলল, 'তা তো ঠিক জানা নেই।'

একটু ভেবে মেয়েটি বলল, 'ইউথ হোস্টেল তো? এক কাজ করুন। ওই যে সামনে সবুজ আলো দেখছেন, ওইখানে একটা বড় হোটেল

> মিউজিয়ামকে ডাইনে রেখে পার্নেল মনুমেন্টের পাশ দিয়ে সোজা হেঁটে চলেছি। প্রশস্ত পথ, পথের দু-ধার যানবাহন চলাচলের জন্য, মাঝখানে প্রমেনেদ, শান বাঁধানো সুন্দর রঙিন মেঝে। তার মাঝে মাঝে প্রস্তরমূর্তি প্রমেনেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। পথের শেষপ্রান্তে একটি বড় আকারের ভাস্কর্য। খুব উঁচু বেদির ওপর পূর্ণাঙ্গ এক প্রস্তরখোদিত মূর্তি স্থাপিত আছে।

দেখতে পাবেন। হোটেলের ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, ওরা নিশ্চয়ই বলে দিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ তোমাদের।'

'আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

মেয়েটির পরামর্শমতোই এগিয়ে চললাম।

সবুজ বাতি এর মধ্যে বার তিন-চার লাল হয়ে আবার সবুজ হয়েছে। প্যারাডাইস হোটেল— মস্ত সাইনবোর্ড দেখে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠতেই উর্দিপরা দ্বাররক্ষী বেরিয়ে এল। তার কাছেই হোস্টেলের হদিশ জানতে চাইলাম।

সে বলল, 'মাউন্ট জয় স্ট্রিট! সে তো অনেক দূর। আপনি তো ঠিক উল্টোদিকে হাঁটছেন।'

বললাম, 'একজন লোক আমাকে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছে।'

দ্বাররক্ষী বলল, 'এইদিক দিয়ে সোজা হাঁটবেন। হাঁটতে হাঁটতে এই পথের একেবারে শেষ মাথায় এসে দেখতে পাবেন রাস্তার ওপরেই একটা গির্জা। তার নাম ব্ল্যাক চার্চ। ব্ল্যাক চার্চের পাশ দিয়ে ডাইনে বেঁকে একটু গেলেই পেয়ে যাবেন মাউন্ট জয় স্ট্রিট। সেখান থেকে আর দু-মিনিটের পথ ইউথ হোস্টেল।'

'অশেষ ধন্যবাদ।'

দ্বাররক্ষীর নির্দেশমতো হাঁটতে হাঁটতে রাত আটটায় পৌঁছলাম ইন্টারন্যাশনাল ইউথ হোস্টেলে। পনেরো-কুড়ি মিনিটের জায়গায় ঘণ্টা দুই সময় লাগল। হোস্টেলের অভ্যর্থনার ঘরটি বেশ বড়। লম্বা লম্বা গোটা তিনেক সোফা, মাঝে একটা নোটিস বোর্ড। একধারে একটা বোর্ডে ছোট ছোট কাঠের পকেটে রাখা আছে আয়ারল্যান্ড ভ্রমণের প্রচারপুস্তিকা। অভ্যর্থনা টেবিল দিয়ে ঘেরা অফিসঘরের মধ্যে দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে কম্পিউটারে কাজে ব্যস্ত। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি মেয়ে বলল, 'আপনার রিজার্ভেশন আছে?'

বললাম, 'রিজার্ভেশনের জন্য মেল পাঠিয়েছি। রিজার্ভেশন হয়েছে কিনা জানি না।'

বেশ কিছুক্ষণ কম্পিউটারের বোতাম টেপাটেপি করে মেয়েটি বলল, 'কদিন থাকবেন?'

'চার দিন।'

'ঠিক আছে। ৫০ ইউরো দিন, আর হোস্টেলের মেম্বারশিপ কার্ড যদি থাকে দিন।'

টাকা আর ইন্টারন্যাশনাল ইউথ হোস্টেলের সদস্যপদের পরিচয়পত্রটি এগিয়ে দিলাম। সে টাকার রসিদ আর ঘরের ইলেক্ট্রনিক চাবির কার্ড হাতে দিয়ে বলল, 'দোতলায় ৪০০ নম্বর ঘরে ৮ নম্বর বেড।'

লিফট নেই। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হল। বেশ বড় ঘর। চারটে দোতলা খাটে আটজনের ঘুমনোর ব্যবস্থা। চার নম্বর খাটের দোতলায় ৮ নম্বর বেড। নীচে ৭ নম্বরে শুয়ে আছে এক যুবক। নিজে থেকেই বলল, 'ওপরে উঠতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি নীচের বিছানাটা নিন, আমি ওপরে যাচ্ছি।'

'অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার কোন দেশ?'

'ব্রাজিল।'

ছেলেটি মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ঘরে চারখানা খাট ছাড়া আর আছে দুটো আলমারি। তাতে আটজনের উপযোগী পৃথক পৃথক লকার আছে। মূল্যবান জিনিসপত্র তার মধ্যে রাখা চলবে। তার একটাই খালি আছে। জামাকাপড় রাখার জন্য গোটাকয়েক হ্যাঙ্গার আছে। কিন্তু সবই দখল হয়ে গেছে। একটাও খালি নেই। রাত ৯টা হয়েছে। আমার লাঞ্চ ব্যাগ খুলে বসেছি। ছুরির অভাব খুব বোধ হচ্ছে। জল দিয়ে ছাতু মেখে তাতে চানাচুর মিশিয়ে দিয়ে পিঁয়াজ, লঙ্কা কামড়ে কামড়ে ডিনার খাওয়া হল। তারপর ব্রাজিলের ছেলেটিকে শুভরাত জানিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন অভ্যাসমতোই অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সারা গেল। কিন্তু এত লোকের মাঝে শরীরচর্চা সম্ভব হল না। পারণাঘরে গেলাম। মস্ত বড় হলঘর। ঘরে ঢুকেই বাঁ হাতে কাচে ঘেরা তাকে তাকে খাবার সাজানো। দু-রকম রুটি, তিন রকম কর্নফ্লেক্স, ডিম, গোটাকয়েক দুধভর্তি জার। ছোট ছোট ঝোড়ায় রাখা আছে মাখন, জেলি আর টিসু কাগজ। তাকের পাশে বসানো আছে কল লাগানো চারটে বড় বড় জার। তাতে আছে কমলালেবুর রস, চা, কফি আর জল। আর একদিকের দেওয়াল বরাবর রাখা আছে গোটাকয়েক টোস্টার। অন্যদিকের দেওয়ালে বড় বড় তাকে আছে ট্রে, প্লেট, বাটি, কাপ, গেলাস, চামচ, কাঁটা, ছুরি। ঘরের মাঝখানে তিনটে লম্বা লম্বা টেবিল ঘিরে বেঞ্চ পাতা। একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশজন বসতে পারে। একটা ট্রের ওপর প্লেট, বাটি, কাঁটা, চামচ, গ্লাস, কাপ নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। লক্ষ করলাম, অনেকেই টেবিলে বসে খেতে খেতে উঠে এসে রুটি, মাখন, কমলার রস, কফি নিয়ে যাচ্ছে। অতএব ইচ্ছেমতো তুলে নেওয়া যায়। যে যত পারো খাও। আকণ্ঠ খেলাম। উদরে তিল ঠাঁই আর নাই রে। মধ্যাহ্নের খাওয়ার খরচ এমনি করে বেঁচে যায় আমার। এক বোতল জল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হোস্টেলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ডানদিকে মুখ ঘোরালে দেখা যাচ্ছে তেমাথায় সেই ব্ল্যাক চার্চ। এটাই আমার হোস্টেলের নিশানা। খুব পুরনোকালের গির্জা। গির্জার পাশ দিয়ে চলতে চলতে একটি ছোট্ট সংরক্ষণশালার সামনে এসে পড়লাম। দরজার ওপরে দেওয়ালে লেখা রাইটার্স মিউজিয়াম। মিউজিয়ামকে ডাইনে রেখে পার্নেল মনুমেন্টের পাশ দিয়ে সোজা হেঁটে চলেছি।

প্রশস্ত পথ, পথের দু-ধার যানবাহন চলাচলের জন্য, মাঝখানে প্রমেনেদ, শান বাঁধানো সুন্দর রঙিন মেঝে। তার মাঝে মাঝে প্রস্তরমূর্তি

For any travel related solution :

Log on to :

www.travelersfootprints.com

Our services :

• Hotel Reservation - according to your choice & Budget.
• Photo Auction Gallery.
• Travel Insurance
• Doctor On Call during Travel.
• Rescue information & Operation while traveling.
• Trekking Equipments
• Weather Updates
• Railway – Air – Bus – Car booking
• Online Purchase & Sale of Pure Organic Darjeeling Tea.

client care no : 033 6535 3344 / 3366

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

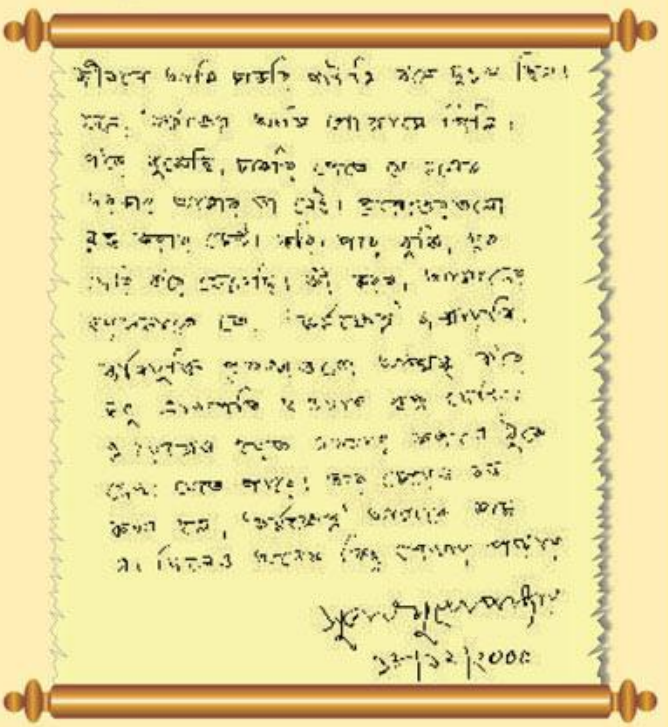

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

প্রমেনেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। পথের শেষপ্রান্তে একটি বড় আকারের ভাস্কর্য। খুব উঁচু বেদির ওপর পূর্ণাঙ্গ এক প্রস্তরখোদিত মূর্তি স্থাপিত আছে। বেদির গায়ে লেখা ও'কনেলের স্মৃতিতে। ও'কনেল একজন আইরিশ দেশনায়ক। এই পথের নামকরণও হয়েছে এই দেশনায়কের নামে। স্মারকস্তম্ভকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই সামনে একটি সাঁকো। ছোট্ট এক তিরতিরে নদী বয়ে চলেছে সাঁকোর নীচ দিয়ে। সাঁকো পার হয়ে নদীর দক্ষিণ পারে এলাম।

পথের বাঁহাতে মস্ত এক লৌহফটকের ওপরে লেখা 'ট্রিনিটি কলেজ'। আগে থেকে কোনও যোগাযোগ করে আসা হয়নি। তাই ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাব কিনা, মনে সংশয়। প্রবেশদ্বার থেকে কলেজ ভবন পর্যন্ত চলার পথ। পথের দু-ধারে সবুজ মসৃণ ঘাসে ঢাকা লন, যেন সবুজ মখমলে মুড়ে দেওয়া উদ্যান। সংশয় নিয়ে ধীরগতিতে কলেজ ভবনের দিকে চলেছি। এক ভদ্রলোক আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। চেহারা দেখে অনুমান করা যায় অধ্যাপক হতে পারেন।

'মাফ করবেন।'

ভদ্রলোক পিছন ফিরলেন। 'আমায় বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাই কি ট্রিনিটি কলেজ?'

'হ্যাঁ।'

'ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় কোনটা?'

বললেন, 'এটাই ডাবলিন ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৫৯১ সালে। আয়ারল্যান্ডের সবথেকে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় এটা। প্রতিষ্ঠার সময় আইরিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ছিল, ভবিষ্যতে আরও কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে ট্রিনিটি কলেজ হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রথম কলেজ। কিন্তু পরে আর কোনও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই ট্রিনিটি কলেজ আর ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় নাম দুটো পরস্পরের বিকল্প হয়ে গেছে। যা ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় তাই ট্রিনিটি কলেজ।'

ট্রিনিটি কলেজ থেকে পশ্চিমদিকে একটু হাঁটলেই দেখা যায় টেম্পল বার। ডাবলিন শহরের প্রাচীনতম স্থান এটা। সেই প্রাচীনা এখন সুন্দরী নবীনা হয়ে উঠেছে, কলেবরও অনেক স্ফীত হয়েছে। ডাবলিনের আধুনিকতম শপিং মল গড়ে উঠেছে এখানে। ঘর সাজানো থেকে শরীর সাজানো, সবরকম পণ্যের বিপুল সমারোহ। কাফে, হোটেল, বার তো থাকবেই। সেইসঙ্গে আছে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে সারা বছর ধরে। সব থেকে আকর্ষণীয় নাকি চকোলেট প্রতিযোগিতা। চকোলেট খাওয়া বা তৈরি করার প্রতিযোগিতা নয়। দেশের সেরা চকোলেট কোম্পানিগুলি আয়োজন করে নানারকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাত্র কদিন আগে হয়ে গেছে সে অনুষ্ঠান। অতএব দেখার সুযোগ আর নেই। শহরের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো দু-চারটি তামার গম্বুজ এখনও শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি ধারণ করে আছে।

চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেললাম। শুধু নদীটাকেই মনে আছে, আর কোনও পথ মনে করতে পারছি না। এমন করে হারিয়ে যেতে ভয় পাই না, মজা পাই। অনেক কিছু নতুন দেখার সুযোগ হয়ে যায়। নদীর পাড় ধরে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অন্য পথে ফিরে এলাম নদীর উত্তর পারে। অনেকটা দূরে যেন মনে হচ্ছে একটা ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। চলতে চলতে পথে ট্রামলাইন আর মাথার ওপর বৈদ্যুতিক তার দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল— ট্রামই বটে। ওইদিকেই এগিয়ে চললাম।

চার কামরার ট্রাম গোটাকয়েক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসাধারণ সুন্দর দেখতে। এত সুন্দর ট্রাম পৃথিবীর অন্য কোনও শহরে দেখেছি? স্মরণে আসে না। যাত্রীদের অপেক্ষা করার জায়গায় রাখা আছে টিকিট কেনার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যাত্রীরা টিকিট কিনে একে একে ট্রামে উঠছে। সবথেকে কম ভাড়া ১ ইউরো ৫০ সেন্ট দিয়ে একটা টিকিট কিনে ট্রামে উঠলাম। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়া-আসা করা যায়। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম চলল। উনিশশো পঞ্চাশের দশকের কৈশোরের কলকাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কত সুন্দর ট্রাম তা দেখার জন্যই ট্রামে ওঠা। শহরের একটা জনবহুল পথে নেমে পড়লাম। বড় বাজার অঞ্চল। দোকান, বার, রেস্টুরেন্ট দেখতে দেখতে চলেছি। পথচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাকে, মানে ধুতি আর পাঞ্জাবিকে স্পর্শ করে যায়। মিষ্টি স্মিত হাসি দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে। মাথা নেড়ে আমি নীরব সৌহার্দ্য জানাই। কেউ কেউ এগিয়ে আসে আলাপ করতে।

'কোন দেশ, ইন্ডিয়া?'

'হ্যাঁ।'

খুব মিষ্টভাষী এ দেশের মানুষ। এদের বাচনভঙ্গিতে যেন একটু কাব্যিক ভাব আছে। চেহারায় ইংরেজদের থেকে এদের আলাদা করে নেওয়া যায়।

স্থানীয় হস্তশিল্পদ্রব্যের দোকান দেখলেই ভেতরে ঢুকছি। সব দোকানেই গানের ক্যাসেট বাজছে। ভারি মিষ্টি সুর। আমরা যে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্ত, এগুলো সেরকম নয়, একেবারেই অন্যরকম লাগছে। সুরের মূর্ছনা মনকে বেশ নাড়া দেয়। দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছা করে। আমার ঘরের আলমারি সাজাবার জন্য দুটো ছোট ছোট আইরিশ খেলনা, আর একটা টেবিল ঘড়ি কিনলাম।

চলতে চলতে পরিচিত জায়গায় চলে এসেছি। শহরের প্রধান বাসস্টেশন, বন্দরের বাস কাল যেখানে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল। ১৫টা প্ল্যাটফর্ম থেকে শহরের বিভিন্ন দিকের জন্য এখান থেকে বাস ছাড়ে নির্দিষ্ট সময়ে। স্টেশনের যাত্রীবিরাম ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিন অবিরাম

ROYAL AVIANCA
AIR TRADE & TOURS

যাত্রা প্রতিদিন:

আন্দামান- 7 দিন বিমানে 20000/- ও তদুর্দ্ধে,
গৌহাটি শিলং, কামাক্ষ্যা মন্দির- 7 দিন- 7000/-
সঙ্গে কাজিরাঙা- 8 দিন- 8500/-,
ত্রিপুরা- 5 দিন- 8000/-, গ্যাংটক, পেলিং-
8 দিন- 6000/-, গ্যাংটক,
পেলিং, ইয়ুমথাং- 10 দিন- 7000/-,
সুন্দরবন- 2 দিন- 2500/-

যাত্রা প্রতি শনিবার :

অরুণাচল সঙ্গে কাজিরাঙা শিলং-
13 দিন - 17000/-
অরুণাচল- 11 দিন- 14000/-,
বাংলাদেশ- 9 দিন - 14000/-,
ভূটান- 7 দিন - 10000/-,
ডুয়ার্স- 7 দিন - 9000/-
গোয়া- 8 দিন - 8000/-,
কাশ্মীর সঙ্গে বৈষ্ণোদেবী-
13 দিন - 12000/-,
ভাইজ্যাগ, আরাকু- 6 দিন - 5800/-,
ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ-
10 দিন - 9500/-

নিম্নলিখিত দিনে যাত্রা:

মধ্যপ্রদেশ- 22/01- 12 দিন- 10,500/-,
মুম্বাই-গোয়া-মহাবালেশ্বর-অজন্তা, ইলোরা,
ঔরঙ্গাবাদ- 20/01, 19/02, 05/03, 26/03 -
17 দিন- 13,750/-, রাজস্থান - 29/01,
19/02 - 15 দিন- 11,750/-, ব্যাঙ্গালোর,
মাইশোর, উটি- 15/01, 12/02 - 11 দিন-
9,000/-, গুজরাট- 23/01, 23/02, 23/03 -
14 দিন- 10,250/-, কিন্নর কৈলাস - 05/03,
26/03 - 12 দিন- 10,500/-, কেরালা- 09/02 -
13 দিন- 11,750/-, মুম্বাই-গোয়া- 20/01,
19/02, 05/03, 26/03 - 11 দিন- 10,000/-,
নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি-
12/03, 27/03 - 12 দিন- 10,000/-, সঙ্গে
চৌকরি, মুন্সিয়ারী- 12/03, 27/03 - 17 দিন-
13,500/-, উত্তর ভারত- 05/02, 05/03 - 14
দিন- 10,000/-, নেপাল- 22/01 - 11 দিন-
10,000/-, সিমলা, কুলু মানালি- 05/03,
26/03 -11দিন- 9,000/-,সঙ্গে ডালহৌসি এবং
ধরমশালা-05/03, 26/03-16 দিন- 12,000/-

105, PARK STREET,
KOHINOOR BUILDING,
1ST FLOOR, FLAT NO-5 KOL
WESTBENGAL INDIA-700016

PHONE-91-33-40071664, 40071663,
40073623, 40073624, 40073655
FAX-91-33-40675077
E-mail : royalavianca_tours@airtelmail.in

STARAD

চলমান পর্দায় কোন বাস কখন ছাড়বে, কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে দেখে নেওয়া যাচ্ছে। ভালো করে চেনা হল জায়গাটা। এখান থেকেই তো ফিরতে হবে।

বেলা শেষ হল। পথের আলো জ্বলছে। দীর্ঘ প্রমেনেদে আলোর রোশনাই। পার্নেল মনুমেন্টের শীর্ষবিন্দু থেকে পাদমূল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় বিভাসিত। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই নাকি শুরু হয়েছে ক্রিসমাস উৎসবের প্রস্তুতি। পার্নেল মনুমেন্টটা পার হয়ে ব্ল্যাক চার্চকে নিশানা করে ফিরে এলাম হোস্টেলে। একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম।

বেশ বড় রান্নাঘর। গোটা চারেক গ্যাসচুল্লি, প্রচুর বাসনপত্র। অনেক ছেলেমেয়ে রান্না করছে। সকলে বাজার করে শাকসবজি, মশলাপাতি একেকটা ঝোড়ার মধ্যে রাখে। ঝোড়ার গায়ে যে যার নাম, ঘরের নম্বর লিখে রাখে। কেউ রান্না করছে, কেউবা রান্না শেষ করে ডিশে ডিশে খাবার নিয়ে টেবিলে এসে বসে পড়েছে। অনেক দেশে ইউথ হোস্টেলে এই ব্যবস্থা আছে। সবথেকে অভিনব ব্যবস্থা হল আইসল্যান্ডের রেইজাভিক ইউথ হোস্টেলে। সেখানে রান্নাঘরে একটা হলুদ রঙের বড় ঝোড়া থাকে। হোস্টেলবাসীরা যে যেদিন চলে যায় তার বাড়তি খাবার এবং রান্নার জিনিসপত্র, রুটি, জেলি, মাখন, বিস্কুট, কফি, দুধ, চাল, নুডল, ডিম, মশলাপাতি, আলু, পিঁয়াজ, ইত্যাদি যা কিছু থাকে সব ওই হলুদ ঝোড়াটার মধ্যে রেখে যায়। ঝোড়াটার গায়ে লেখা আছে 'This is for you'। আমি তো রান্নাঘরের চারপাশেই সারাদিন ঘুরঘুর করতাম কিছু পাওয়ার আশায়। সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা অধিকাংশ দিন ওখান থেকেই হয়ে যেত। রাতে রান্নারও কিছু কিছু জুটে যেত। ভারি মজার ব্যাপার। এখানে এই ব্যবস্থা দেখছি না। এখানে অবশ্য আমার রান্নার দরকার নেই। এক বোতল জল নিয়ে ওপরে চলে এলাম। ছাতু, বিস্কুট, চানাচুর, পিঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে ডিনার খাওয়া হল।

পরদিন সকালে অফিসঘরে ঢুকেই দেখি আয়ারল্যান্ড ভ্রমণের হরেকরকমের বিজ্ঞপ্তি টাঙানো আছে নোটিস বোর্ডে।

'ডাবলিন ভ্রমণ করুন। হোস্টেল আবাসিকদের জন্য ডিসকাউন্টের সুযোগ নিন।'

ছোট ছোট কাঠের পকেটগুলোয় আছে নানা আকারের নানা রঙের প্রচুর ছোট ছোট পুস্তিকা আর ম্যাপ। সবগুলোই শুধু সুন্দর নয়, বেশ আকর্ষণীয়। হাত দিতেই নিতে ইচ্ছে করছে। গোটাকয়েক পুস্তিকা আর ম্যাপ বেছে নিলাম। এর মধ্যে একটা আছে Hop off hop on sight seeing tour. এই বাসগুলোকে বিলক্ষণ চিনি। এই বাসে চড়ে বেড়ানোর মজাও বহু দেশে উপভোগ করেছি। বাসে ওঠো, দর্শনীয় স্থানের তালিকা থেকে বেছে নিয়ে একটা জায়গায় নামো, যতক্ষণ খুশি দেখো, আবার বাসে ওঠো, আবার অন্য একটা জায়গায় নামো, দেখো আবার বাসে ওঠো... এমনি করে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ইচ্ছেমতো বেড়াও। বিশ্বের তাবড় তাবড় শহরে এই বাসে চড়ে নগরদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'টিকিট কত?'

'১৩ ইউরো।'

'এই বাস কোথা থেকে পাওয়া যাবে?'

যে মেয়েটি টিকিট দিচ্ছে সে বলল, 'যে-কোনও জায়গা থেকেই আপনি এই বাসে উঠতে পারবেন। কোনও অসুবিধে নেই। বাসে উঠে ড্রাইভারকে এই টিকিট দেখাবেন।'

১৩ ইউরো দিয়ে একটা টিকিট কিনে বাছাই করা ম্যাপপুস্তিকাগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাইটার্স মিউজিয়ামের কাছে পথের ধারে একটা সবুজ রঙের hop off hop on বাস দাঁড়িয়ে আছে।

টিকিট দেখিয়ে বাসে উঠতেই ড্রাইভার একটা হেডফোন দিল। যেমন দেখেছি অন্য সব দেশে এখানেও তাই, সব সিটের পিছনে হেডফোন লাগানোর ব্যবস্থা আছে। সাতটা ভাষায় ভ্রমণের চলমান ধারাবিবরণী শোনার জন্য সাতটা চ্যানেল আছে। বোতাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইচ্ছেমতো বেছে নেওয়া চলবে।

দোতলায় মুক্ত আকাশের নীচে দু-কানে হেডফোনের বোতাম ঢুকিয়ে দিয়ে এক হাতে একটা ভ্রমণসূচি আর অন্য হাতে ক্যামেরা নিয়ে বসেছি। বাস ছাড়ল। সেইসঙ্গে ধারাবিবরণী শুরু হল।

সুপ্রভাত! আমরা এখন ডাবলিন শহর দেখতে চলেছি। সেকালের কৃষিপ্রধান দেশ আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন। আয়তন মাত্র ৩৫৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও কম। ডাবলিন সবথেকে ছোট শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম, আবার সবথেকে জনবহুল শহরগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট। লাল ইট আর ধূসর পাথরে গড়া শহর ডাবলিন, সবুজ প্রান্তর, বিস্তীর্ণ উদ্যান আর ছায়াসুনিবিড় বৃক্ষরাজি দিয়ে সাজানো শহর ডাবলিন, একাধিক খালের জলে স্নাত শহর ডাবলিন, প্রশস্ত গৃহদ্বার আর তামার গম্বুজযুক্ত অট্টালিকায় শোভিত শহর ডাবলিন।

সামনে দেখুন, আমরা এখন একটা সেতুর ওপর দিয়ে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলেছি। এই সেতুর নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট নদী। নদীর নাম লিফি। উত্তর-পশ্চিমে উইকলো পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে লিফি নদী ডাবলিন শহরের মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পুবে প্রবাহিত হয়ে শহরটিকে দু-ভাগে বিভক্ত করে ডাবলিন উপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই নদীর পাঁকে ভরা কালো জল (আইরিশ ভাষায় Dubh Linn) হল ডাবলিন শহরের নামের উৎপত্তি।

ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ডের মতো আয়ারল্যান্ড ছিল এককালের গ্রেট ব্রিটেনের একটা অংশ। ১৯১৬ সালে বিদ্রোহী আয়ারল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

সামনের স্টপেজে আপনারা অবশ্যই নামবেন। এখানে আছে একগুচ্ছ দেখার জিনিস, টেম্পল বার, সিটি হল, লিবার্টি হল, ডাবলিন ক্যাসল। সেখান থেকে একটু হাঁটলেই পাবেন ওল্ড সিটি ওয়াল ভাইকিং এরিয়া। ইচ্ছে করলে বাসেও যেতে পারেন। তবে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে খুবই ভালো লাগবে।

প্রায় সব যাত্রীই বাস থেকে নামল। আমিও। সামনে টেম্পল বার। গতকালই এটা আমার দেখা হয়েছে। সুতরাং আমি এগিয়ে চললাম। এরপর লিবার্টি হল। ১৭তলা বাড়িটা উচ্চতায় ৫৯ মিটার। এটাই নাকি শহরের উচ্চতম বাড়ি। এছাড়া ডাবলিন শহরের আর কোনও বাড়ি ১০তলার বেশি নেই।

'এর কারণ কী?' জিজ্ঞেস করলাম অন্য এক পর্যটককে।

সে বলল, 'ডাবলিন মিউনিসিপ্যালিটি নাকি এর থেকে বেশি উঁচু বাড়ি করার অনুমতি দেয় না।'

লিবার্টি হল বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়নগুলির হেড অফিস।

এগিয়ে চললাম। সামনেই সিটি হল। তার গায়ে লাগানো ডাবলিন ক্যাসল।

এক পর্যটক গাইড একদল জার্মান পর্যটকদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে পথ দিয়ে। সে শহরের পুরনো ইতিহাস পর্যটকদের শোনাচ্ছে। আমি তো ওদের দলের নই। অথচ আয়ারল্যান্ডের আরও ইতিহাস জানার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাই খুব সচেতনভাবেই চলেছি গাইডটির পাশে পাশে।

'স্ক্যানডিনেভিয়ার জলদস্যুরা নবম থেকে একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং বিধ্বংসী কাজকর্ম চালিয়েছিল। নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের এই জলদস্যুদের বলা হয় ভাইকিং। এরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। আয়ারল্যান্ডও এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এরা ডাবলিন, লিমেরিক এবং ওয়াটারফোর্ডে উপনিবেশ স্থাপন করল। আমরা এখন যেখানে অবস্থান করছি এটাই ছিল স্ক্যানডিনেভিয়ার ভাইকিংদের প্রথম উপনিবেশ। এ শহরের পুরনো বাড়িগুলি ভাইকিং রাজাদের স্থাপত্যের নিদর্শন।

আপনাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন ডাবলিন ক্যাসল। এটাই হল ভাইকিংদের স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন।'

এইটুকু শুনে আমি আমার মতো করে এগিয়ে চললাম। ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত বিচিত্র নকশায় তৈরি দুর্গটি দেখতে অতি মনোরম। ভাইকিং রাজাদের একশোর বেশি রাজসনদ, প্রচুর তরবারি এবং মল্লযোদ্ধাদের গদা সংরক্ষিত আছে এখানে। প্রবেশদ্বারে সোনালি গম্বুজ, খোদাই করা চিত্রিত দেওয়াল, ভাস্কর্য, মার্বেল এবং রঙিন পাথরে মোড়া মেঝে দেখতে দেখতে মোহিত হতে হয়।

ঘুরতে ঘুরতে বাসরাস্তায় চলে এলাম। একটু পরেই এসে গেল একটা নীল বাস। উঠে পড়লাম।

বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা হল 'এখন আসছে আইরিশ মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট। আয়ারল্যান্ডের আধুনিক এবং সমকালীন শিল্পকলা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।'

শিল্পকলার সংগ্রহশালা চিরকালই আমার কাছে আকর্ষণীয়। নেমে পড়লাম। দেশি ও বিদেশি বহু স্বনামধন্য শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির এক অসাধারণ সংগ্রহশালা এটি। ছোট-বড় নানান আকারের রঙিন ছবি, পেন্সিলে আঁকা ছবি, ভাস্কর্য, আরও কত কী সংগ্রহ করে রাখা আছে। একটা ঘরে গোটা দেওয়াল জুড়ে একটা ছবি। বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা একটি মেয়ের ছবি। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। ধীরে ধীরে যত কাছে এগিয়ে চলেছি ততই যেন মনে হচ্ছে— না, এ তো আঁকা ছবি নয়। একেবারে সামনে এসে বিস্ময়ে অভিভূত। রং দিয়ে তুলিতে আঁকা ছবি নয়, আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে বিভিন্ন ধাতুর টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি হয়েছে ছবিটি। অসাধারণ শিল্পীর দক্ষতা। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে Excuisite Corpse। সবথেকে আকর্ষণীয় ঘরটি হল এ দেশের স্বনামধন্য শিল্পী William McKeown-এর জলরং, তেলরং আর পেন্সিলে আঁকা ছবিগুলি। তাঁর বিমূর্ত চিত্রগুলিতে আলো, বাতাস, আকাশ পরিমণ্ডল প্রকাশে সূক্ষ্ম তুলির টানে রঙের ব্যঞ্জনায় শিল্পীর অতি উন্নত শিল্পীমনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

দোতলায় একটি গ্যালারিতে এক বিখ্যাত জার্মান শিল্পীর শিল্প প্রদর্শনী হচ্ছে। শিল্পীর অনবদ্য সৃষ্টির উপস্থাপনা শিল্প অনুরাগীমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে। ছোট ছোট অ্যালুমিনিয়ামের টুকরো ঘরের সিলিং থেকে ছোট-বড় নানান দৈর্ঘ্যের সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে সেগুলো দোল খাচ্ছে। ওপর থেকে আলো ফেলা হয়েছে। ফলে মেঝের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোগুলির ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিনি দিয়ে ছোট ছোট দ্বীপের মতো তৈরি করে রাখা হয়েছে মেঝের ওপর। বাতাসের স্বাভাবিক গতিতে অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোগুলো নিরন্তর গতিশীল। দর্শকদের মন্থর গতিতে অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমছে-বাড়ছে, কিন্তু তারা শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালে একটি গোল আয়নায় তার প্রতিবিম্ব পড়ছে। অ্যালুমিনিয়ামের টুকরো, চিনি, সুতো, তার, আয়না এই সবকিছুই প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস। এইগুলোর সমন্বয়ে এক অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি হয়েছে ঘরের মধ্যে। এর নাম দেওয়া হয়েছে আইল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ক্লাউডস। এই হল মাল্টিমিডিয়া শিল্প। গত বছর ঠিক এইরকম এক শিল্পকলা দেখেছিলাম পর্তুগালের লিসবন শহরের সংরক্ষণশালায়।

মিউজিয়ামের বাইরে আরও কিছু দেখার আছে। পুরনোকালের একটি বড় হলঘর আছে, যা এদেশের মধ্যযুগের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। একটি ছোট্ট উপাসনালয় আছে। হলঘর থেকে উপাসনালয়ে যাওয়ার পথটির ওপরে অতি নিপুণ কারুকার্যশোভিত বাদ্যযন্ত্রগুলি এই মধ্যযুগের হলঘরটির ঐতিহ্যের বাহক। একটি বাগান আছে। এই বাগানে সাধারণ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আছে ওষধি গাছপালা। ইতস্তত সাজিয়ে রাখা আছে সেই পুরনোদিনের প্রস্তরমূর্তি। কিছু সমাধিক্ষেত্র আছে।

পথে এসে আবার হপ অন করলাম। ঘোষণা চলছে। 'আমরা এখন আসছি ফোনিক্স পার্ক। এই পার্ক বিশ্বের বৃহত্তম শহরকেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ইউরোপের বৃহত্তম উদ্যান। লিফি নদীর উত্তর পারে ১,৭৬০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে ঘন সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত এই উদ্যান। এর মধ্যে আছে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, বাঘের প্রজননকেন্দ্র। এই উদ্যানের মধ্যেই অবস্থিত আইরিশ প্রেসিডেন্টের বাসভবন।' অনেকেই নেমে গেল। আমিও নামলাম। কিন্তু সংস্কৃতির শহর ডাবলিনে উদ্যান আমাকে যত না আকর্ষণ করছে, তার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণ করছে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা।

এক চৌরাস্তার মাঝে মস্ত এক মনুমেন্ট দেখে ওইদিকেই এগিয়ে চললাম। অনেক উঁচু বেদির ওপর এক অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তি স্থাপিত। এই হল ওয়েলিংটন মনুমেন্ট। ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করেছিলেন ডিউক ওয়েলিংটন। দেখা হল দীর্ঘতম গির্জা সেন্ট আগস্টিন, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় সংগ্রহশালা, আয়ারল্যান্ডের সংসদ ভবন।

দিন শেষ হয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম হোস্টেলে। আজ আয়ারল্যান্ডে শেষদিন। আগামীকাল সকালের জাহাজে চলে যাব হলিহেড।

প্রত্যূষেই ঘুম ভাঙল। তৈরি হয়ে নীচে নেমে এলাম ৫টায়। অভ্যর্থনা টেবিলে চাবি ফেরত দিয়ে বিদায় জানালাম।

দিনের আলো ফুটতে অনেক দেরি। বেশ শীত শীত ভাব। মনে হচ্ছে বাস এখনও চালু হয়নি। পথ জনশূন্য। বাসের অপেক্ষায় না থেকে চাকা লাগানো সুটকেশটা টানতে টানতে এগিয়ে চলেছি।

কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পথ চলার পর বাসস্টেশনে পৌঁছলাম সাড়ে পাঁচটায়। বৈদ্যুতিন বোর্ডে দেখে নিলাম, ফেরিঘাটের বাস ছাড়বে ৬টায় ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। অনেকটা সময় হাতে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম বেঞ্চের ওপর।

বসে বসে দেখছি ১ নম্বর থেকে ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাস ছেড়ে যাচ্ছে একটা একটা করে। কিন্তু ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম কোথাও দেখছি না। তাই তো, এতক্ষণ তো এটা খেয়াল হয়নি। গত পরশু দেখে গিয়েছিলাম ফেরিঘাটগামী বাস ছাড়বে ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। আজ সেটা হয়ে গেছে ১৬ নম্বর। খুঁজতে বের হলাম, কোথায় ১৬ নম্বর। গোটা বাসস্টেশন দু-বার চক্কর দিয়ে এলাম। পেলাম না। যেসব যাত্রী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে কেউ ফেরিঘাটের যাত্রী নেই। অতএব তারা কেউ ১৬ নম্বরের হদিশ দিতে পারল না। বাসস্টেশনের অনুসন্ধান অফিস খুলবে বেলায়। উদ্বেগ নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। অবশেষে এক যুবকের শরণাপন্ন হলাম। দুজনে মিলে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম। তবু পাওয়া গেল না। ওদিকে বাসস্টেশনের ঘড়িতে তখন ৬টা বেজে ৫ মিনিট হয়েছে। ডিপার্চার বোর্ডের দিকে চেয়ে দেখি লেখা আছে, Irish Ferry bus departed। কী সর্বনাশ! এখন কী হবে?

যুবক বলল, 'এখন ট্যাক্সি ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

পথের পাশেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। উপায়ান্তর না দেখে তাতেই উঠলাম। যুবক আমার সমস্যার কথা ড্রাইভারকে বুঝিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ফেরিঘাটে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

ফেরিঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন জাহাজ ছাড়তে মাত্র ১৫ মিনিট বাকি। কোথাও কোনও লোক দেখছি না। কোনদিকে যাব দিশে পাচ্ছি না। দুজন উর্দি পরা লোককে একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখে ওই দিকেই ছুটলাম। তাদের অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি এক বাসস্টেশনে এসে পড়েছি। সুটকেসটা কাঁধে তুলে নিয়ে পড়ি-মরি করে আবার ওপরে উঠে এলাম। এবার কোনদিকে যাই! বাঁহাতে একটু তফাতে একটা ছোট্ট বোর্ডে লাল আলোয় লেখা Boarding closed। হায় হায়, কী হবে এখন!! আর কোনও আশা নেই। তবু ছুটেছি প্রাণপণে। একজন বন্দরকর্মী বোর্ডের নীচে দাঁড়িয়ে। তার গায়ের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করি, 'হলিহেডের জাহাজ কোনটা?'

যুবক সামনের গ্যাংওয়েটা দেখিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি যান। দড়ি এক্ষুনি খুলে দেবে। সুটকেসটা কাঁধে নিয়েই ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠলাম।

'নমস্তে জি, আইয়ে।'

সামনে একটা কফি বার। গোটাকয়েক সোফা পাতা। সেখান থেকে এক ভদ্রলোক হাত উঁচু করে ডাকলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে গিয়ে সোফায় ধপাস করে বসে পড়লাম। তখনও জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। তাঁর বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'ঘর কাঁহা?'

'লাহোর।'

জাহাজ ততক্ষণে জেটি থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ৭৫টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ জানুয়ারি ২০১১

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা ☐ ☐

নাম: ..... বয়স: .....

ঠিকানা: .....

.....

..... ফোন নং: .....

১. কাশ্মীর

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

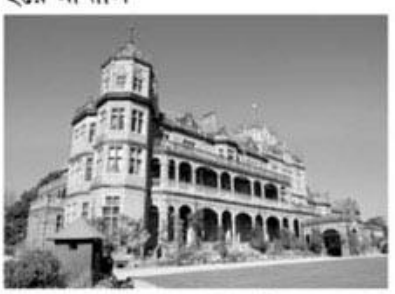

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৩. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৪. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত। প্রবল বর্ষার দিনগুলি বাদ দিয়ে সারা বছরই এখানে যাওয়া চলে।

৫. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আত্মস্থ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

৬. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

৭. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে আধঘণ্টায় পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

৮. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাঞ্চলের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

৯. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১০. বিকানির-জয়সলমির

একযাত্রায় সম্পূর্ণ রাজস্থান বেড়াতে ১৮-২০ দিন সময় লাগে। ৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির

দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১১. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেময়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১২. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী। সুলতান আহমেদ শাহ ছিলেন আমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামেই এই শহরের নামকরণ।

১৩. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির, সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

১৪. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

১৫. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

১৬. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

১৭. খাজুরাহো, ঝাঁসি, ওরছা

মন্দিরের দেশ খাজুরাহো সারা পৃথিবীর পর্যটককে আকৃষ্ট করে। সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত ঝাঁসি খাজুরাহো থেকে ১৭২ কিলোমিটার। খাজুরাহো থেকে ঝাঁসি যাওয়ার পথে ঐতিহাসিক জনপদ ওরছা।

১৮. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

১৯. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা সাধারণ পথে সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সারাদিনের প্রোগ্রাম করতে হবে। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

২০. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে নেতারহাট ভ্রমণ আজও এক মসৃণ, আনন্দময় অভিজ্ঞতা। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাড় হয়ে বেতলা অরণ্য।

২১. শিমুলতলা

ছড়ানো ছিটানো টিলা আর অগভীর জঙ্গল, ভেঙে পড়া পুরনো বাড়ির রহস্যময় অন্দরমহল। বাঙালির পশ্চিম ভ্রমণের পুরনো ঠিকানা শিমুলতলা।

২২. হাজারিবাগ

ঝাড়খণ্ডের এই ছোট্ট শহর হাওয়া বদলের জন্য আদর্শ। ক্যানারি হিল, হাজারিবাগ লেক, বোকারো প্রপাত, সুরজকুণ্ড, তিলাইয়া ড্যাম প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানও প্রচুর।

২৩. দেওঘর-দুমকা-মল্লহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মল্লহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মল্লহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মল্লহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

২৪. রাজগির-নালন্দা

অতীতে মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ, আজকের রাজগির। প্রাচীন মন্দির আর বৌদ্ধস্তূপে স্মৃতিবিজড়িত। রাজগিরে থেকেই দেখে নেওয়া যায় নালন্দা ও তার আশপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি।

২৫. চিলিকা

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস আপনার ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে।

২৬. ওড়িশার গোপালপুর

ওড়িশার গঞ্জাম জেলার নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

২৭. চাঁদিপুর-পঞ্চলিঙ্গেশ্বর

নির্জনে সমুদ্রতীরে কয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ চাঁদিপুর। চাঁদিপুর থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর।

২৮. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

২৯. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমি জুড়ে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৩০. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৩১. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৩২. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

রূপসী ডুয়ার্সের সুন্দর জায়গা হল সামসিং। শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ারপথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৩৩. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৩৪. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং বাঙালিকে চিরকাল নস্টালজিক করে তোলে।

৩৫. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৩৬. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৩৭. কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ। ঘরের জানলা থেকেই বরফমোড়া পাহাড়চুড়ো দেখার অনির্বচনীয় অনুভূতি।

৩৮. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৩৯. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৪০. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

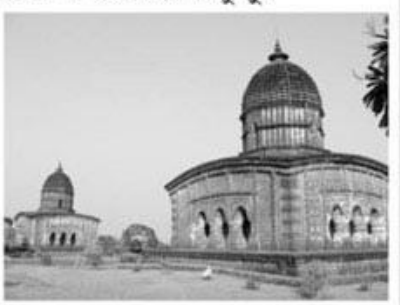

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার।

৪১. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে আছে।

৪২. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে ট্রেনে দীঘা যাওয়াই সুবিধাজনক। হাওড়া থেকে কাণ্ডারী এক্সপ্রেস এবং তাম্রলিপ্ত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনদুটিতে মাত্র সাড়ে তিনঘণ্টাতেই সহজেই দীঘা পৌঁছনো যায়।

৪৩. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

গোসাবা হল সুন্দরবনের পূর্বপ্রান্তিক গেটওয়ে। পশ্চিমপ্রান্তিক গেটওয়ে কাকদ্বীপ। অসম্ভব সরু সরু খাঁড়ির দুর্গম জলপথ সুন্দরবনকে সযত্নে গোপন করে

রেখেছে। এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য শাসন করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৪৪. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস সাড়ে চার-পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৪৫. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে কাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ একেবারে বদলে যায়।

৪৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। রাঙামাটির দেশে সবুজের সমারোহ। অদূরে বল্লভপুর অভয়ারণ্য।

৪৭. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। কয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৪৮. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৪৯. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর অচেনা গ্রাম রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৫০. সিকিমের রাবংলা

রাবংলা গিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে মহিমান্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড় আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা জায়গাগুলির আকর্ষণও কম নয়। সীমিতসংখ্যক পর্যটকের উপস্থিতি প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই ছোট্ট পাহাড়ি জনপদটির কোলাহলবর্জিত শান্তশ্রীকে এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

৫১. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা-শিলং

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৫২. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৫৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৫৪. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা। খরচ মাথাপিছু ৪ হাজার টাকা।

৫৫. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

৫৬. তাড়োবার জঙ্গলে

নাগপুর থেকে তাড়োবা মোটামুটি ১৪০ কিলোমিটার। তাড়োবার জঙ্গলে বাঘ তো আছেই, লেপার্ড, বুনোকুকুরও এখানে পাওয়া যায়। আর পাখির কথা বলে তো শেষ করা যায় না।

৫৭. ঔরঙ্গাবাদ-পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরের প্রকৃতি জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

৫৮. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বাই, আলিবাগ, কালিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

৫৯. গোয়া

গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা।

৬০. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৬১. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৬২. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় এক প্রত্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৬৩. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৬৪. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৬৫. কর্নাটকের মহীশূর-বন্দিপুর

হায়দার আলি এবং টিপু সুলতানের প্রসঙ্গ উঠলেই মহীশূর এবং অদূরবর্তী শ্রীরঙ্গপত্তনমের নাম উচ্চারিত হবে। মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুওর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৬৬. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। কর্নাটকের রাজধানী এই বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যাভিক্রাফটস এম্পোরিয়াম, বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম প্রভৃতি।

৬৭. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৬৮. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৬৯. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৭০. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৭১. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

৭২. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৭৩. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম-পণ্ডিচেরি

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পণ্ডিচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুয়াম-এ বোটিং।

৭৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৭৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

বনের পাতা

সুমাত্রার গন্ডার

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানীদের মতে, প্লেসিস্টেসিন যুগে কোরিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত যে লোমশ গন্ডার ও উলি রাইনোরা বসবাস করত, সুমাত্রান রাইনো তাদেরই বংশধর। সবচেয়ে ছোট প্রজাতির এই গন্ডারদের লোমশ শরীর যে ওদের পূর্বপুরুষের থেকে পাওয়া তাতে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। বাসস্থান এবং স্বভাব চরিত্রেও সুমাত্রার গন্ডার বাকি চার প্রজাতির গন্ডারের থেকে বেশ আলাদা। অন্যরা যেখানে প্রায় সবাই (জাভার গন্ডার বাদে) সমতলবাসী, সেখানে এদের পছন্দ খাড়া ঢাল আর ঘন অরণ্যযুক্ত পার্বত্যভূমি। এদের শব্দ ব্যবহারের হারও সবথেকে বেশি। এখনও পর্যন্ত এদের তিনটি বিভিন্ন ধরনের ডাক যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দেখা গেছে। যারমধ্যে একটি হাম্পব্যাক তিমিদের গানের সঙ্গে দিব্যি মিলে যায়। অন্যান্য গন্ডাররা নিজেদের এলাকা রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং যুদ্ধবাজ হলেও সুমাত্রার গন্ডারদের এখনও পর্যন্ত দ্বৈরথ দেখা যায়নি। তবে বিভিন্নভাবে নিজস্ব চলাচলের পথ বা এলাকা চিহ্নিত করতে দেখা গেছে। পরজীবী, অসুখ আর প্রকৃতির হাত থেকে ত্বক রক্ষা করতে এবং শরীরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুমাত্রার গন্ডার প্রতিদিনই অনেকটা সময় জল-কাদা মাখামাখি করে কাটায়। এই কাজটা ওদের ক্ষেত্রে এতটাই প্রয়োজনীয় যে প্রাকৃতিক ডোবা বা জলা না পেলে পছন্দমতো জমিতে পা আর খড়্গ দিয়ে গর্ত তৈরি করে তা ব্যবহার করতে দেখা গেছে। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে কাদামাখার ডোবা আর দৈনন্দিনের ব্যবহার করা রাস্তা সম্ভবত বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা নিশাচর এবং একাকী। জন্মহারও বেশ কম।

একসময় দক্ষিণ-পশ্চিম চিন, ভারত, ভুটান, মায়ানমার, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, সুমাত্রা আর বোর্নিওর পার্বত্য অরণ্য সুমাত্রার গন্ডারদের বিচরণভূমি ছিল। কিন্তু শিং আর মাংসে জন্য ব্যাপক শিকার, কৃষিজমি আর বসতির প্রসারের জন্য অরণ্য ধ্বংস এদের সংখ্যা বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এখন সুমাত্রার চারটি, মালয়েশিয়া আর বোর্নিওর একটি করে সংরক্ষিত অঞ্চলের ঘন, দুর্গম পার্বত্য বনাঞ্চলের সুরক্ষায় আড়াইশো থেকে তিনশোটি সুমাত্রার গন্ডার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে।

কাঁধের উচ্চতা: ১২০-১৪৫ সেন্টিমিটার।

ওজন: ৫০০-৮০০ কিলোগ্রাম।

বাসস্থান: সুমাত্রা, মালয়েশিয়া আর বোর্নিওর পার্বত্য রেইন ফরেস্ট, ক্লাউড ফরেস্ট। জলের কাছাকাছি।

খাদ্য: ফল, পাতা, কচি ডালপালা, চারাগাছ।

রেল-বিমান

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৩০
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-২৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-২০	১২৩৮২	১৬-৪৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-০৫	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, রবি)				
হাওড়া-নিউ দিল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৪৫	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা) (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে প্রতিদিন)	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে প্রতিদিন)	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
ত্রি-সাপ্তাহিক (ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৭-০০
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদ্যান আভা তুফান এক্সপ্রেস	১৩০০৭	৯-৪৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৬-২৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-১৫	১৩০১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
কোলফিল্ড এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
শহিদ (রামপুরহাট) এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১২-০০	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৫৫
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
শিপ্রা (ইন্দোর) এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি, শনি)	১৯৩০৬	১৭-৪৫	১৯৩০৫	৬-৪৫
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩০	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল) (ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)	১৮৬২৭	১৪-১৫	১৮৬২৮	১৩-৪০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৪০
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৬-১৫
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
শিয়ালদা-অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-০৫	১৩১৬৪	৮-১০
শিয়ালদা-বারাণসী এক্সপ্রেস (ভায়া সাহেবগঞ্জ লুপ)	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২৫	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
পলাতিক এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহঃ বাদে; পৌঁছয়: শনি বাদে)	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: মঙ্গল)	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে প্রতিদিন)	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩০
আজমের এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০
হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	০৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
দিল্লি লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-১৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-১০
যোগবাণী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-৪৫
অমৃতসর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)	১২৩৫৭	১২-৩০	১২৩৫৮	১১-০৫
গুয়াহাটি গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
আজমের এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল) (ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাওড়া-চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-০০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
হাওড়া (এল টি টি) জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
শালিমার-কুরলা (এল টি টি) এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
হাওড়া-লোকমান্য তিলক সমর্পতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে: শুক্র, শনি; পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল (চেন্নাই) এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে প্রতিদিন)	১২০৭৩	১৩-৩৫	১২০৭৪	১২-৫০
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৫-৫৫
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
শালিমার-ত্রিবান্দ্রম দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
হাওড়া-তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহ, রবি)				
হাওড়া-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
হাওড়া-পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
হাওড়া-ওখা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	০৩-৩৫
হাওড়া-যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শনি, রবি, সোম)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম, বুধ; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র)	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, শুক্র)	১২৮১৫/১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮১৬/১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুদুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা) (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
পুরী গরিবরথ	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	০৭-০৫

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/ ৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: www.irctc.co.in

বি মা ন

দমদম	ছাড়ে		দমদম	পৌঁছয়	
উড়ান নং	সময়	দিন	উড়ান নং	সময়	দিন
আইজল					
আই সি-০২১১	১১-০০	১, ৩, ৫, ৭	আই সি-০২১১	১৪-৪০	১, ৩, ৫, ৭
আই সি-০২১৩	১১-০০	২, ৪, ৬	আই সি-০২১৩	১৪-৪০	২, ৪, ৬
সি ডি-৭৭০৩	০৭-৪৫	১, ২, ৩, ৪, ৭	সি ডি-৭৭০৪	১০-৪৫	১, ৩, ৭
আই টি-২৮০৩	১২-৫৫	প্রতিদিন	আই টি-২৮০৪	১৬-৩০	প্রতিদিন
আগরতলা					
আই সি-০২৪৩	০৯-৪০	প্রতিদিন	সি ডি-৭৭২৮	১৯-৪০	প্রতিদিন
সি ডি-৭৭২৭	১৬-৩০	১, ৩, ৫, ৭	আই সি-০২৪৪	১২-০৫	প্রতিদিন
সি ডি-৭৭২৭	১৭-৩০	২, ৪, ৬	আই টি ৪৫৪২	১৬-১৫	প্রতিদিন
আই টি-৪৫৪১	১৩-৩৫	প্রতিদিন	এস জি ৮৭২	১৬-২০	প্রতিদিন
৬ ই-২৭৩	০৮-৫০	প্রতিদিন	৬ ই-২০৪	১১-০০	প্রতিদিন
৬ ই-৩৬০	১২-৪০	১, ৩, ৫, ৭	৬ ই-৩৬০	১৬-২৫	১, ৩, ৫, ৭
৬ ই-৩৬২	১২-৩০	২, ৪, ৬, ৭	৬ ই-৩৬২	১৬-১৫	২, ৪, ৬, ৭
এম জি-৮৭১	১৪-১০	প্রতিদিন	৯ ডব্লু-২৪৭৯	১৯-১৫	১, ৩, ৫
৯ ডব্লু-২৪৭৮	১৬-৪৫	১, ৩, ৫	৯ ডব্লু-২৪৭৯	১৮-৪৫	২, ৪, ৬, ৭
৯ ডব্লু-২৪৭৮	১৩-৫০	২, ৪, ৬, ৭			
আমেদাবাদ					
আই টি-২৫৫১	০৫-৩০	প্রতিদিন	আই টি-২৫৫২	২২-০৫	প্রতিদিন
এস জি-৮৮৪	২১-০০	প্রতিদিন	এস জি-৮৮৩	১৭-১০	প্রতিদিন
এস জি-৫২৯	১৬-১৫	প্রতিদিন	এস জি-৫২৮	১২-২০	প্রতিদিন
৬ ই-১৫৬	১৫-২০	প্রতিদিন	৬ ই-১৫৫	১৪-৪৫	প্রতিদিন
ইম্ফল					
আই সি-০২১১	১১-০০	১, ৩, ৫, ৭	আই সি-০২১১	১৪-৪০	১, ৩, ৫, ৭
আই টি-৪৮০৪	০৮-০০	১, ৩, ৫, ৭	আই সি-০২১৩	১৪-৪০	২, ৪, ৬
আই টি-৪৮০৫	০৮-০০	২, ৪, ৬	আই টি-৪৮০৪	১২-৩৫	১, ৩, ৫, ৭
৬ ই-৩৬০	১২-৪০	১, ২, ৪, ৬	আই টি-৪৮০৫	১২-৩৫	২, ৪, ৬
৬ ই-৩৬২	১২-৩০	২, ৩, ৫, ৭	৬ ই-৩৬০	১৬-২৫	১, ২, ৪, ৬
			৬ ই-৩৬২	১৬-১৫	২, ৩, ৫, ৭
গুয়াহাটি					
সি ডি-৭৭২৯	১৬-৩০	১, ২, ৩, ৭	আই সি-০২৩০	১২-৫০	প্রতিদিন
আই সি-০২২৯	০৯-৫০	প্রতিদিন	সি ডি-৭৭৩০	১৯-৫০	১, ২, ৩, ৭
আই টি-২৫০২	১০-২০	প্রতিদিন	আই টি-২৮১২	১৩-৫০	প্রতিদিন
এস জি-৫২৮	১২-৫০	প্রতিদিন	এস জি-৫২৯	১৫-৩০	প্রতিদিন
এস জি-৮৮৩	১৭-৫০	প্রতিদিন	এস জি-৮৮৪	২০-৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লু-২১৫৩	১০-১০	প্রতিদিন	৯ ডব্লু-২১৫৪	১৩-১০	প্রতিদিন
এস ২-৩৬১	০৬-১০	প্রতিদিন	এস২-৩৬৪	১৬-৪০	১, ২, ৩, ৫, ৬
চেন্নাই (মাদ্রাজ)					
আই সি-০৭৬৫	১৮-৩০	প্রতিদিন	আই সি-০৭৬৬	১৯-১৫	প্রতিদিন
এস জি-৩২৪	১৭-১০	প্রতিদিন	এস জি-৩২৩	১৩-২০	প্রতিদিন
এস জি-২১৯	১৭-৪৫	প্রতিদিন	এস জি-২০৮	১২-০৫	প্রতিদিন
৯ ডব্লু-২৪৫৩	১১-১০	প্রতিদিন	৯ ডব্লু-২৪৫৪	১৬-০৫	২, ৪, ৬
৬ ই-২৭৫	০৬-৩০	প্রতিদিন	৯ ডব্লু-২৪৫৪	১৬-৩৫	১, ৩, ৫, ৭
৬ ই-৫২৪	১৮-১৫	প্রতিদিন	৬ ই-২৭৭	২১-৫০	১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
			৬ ই-২৭৭	২১-৫৫	২
			৬ ই-৫২৩	১০-৩০	প্রতিদিন
জয়পুর					
এস জি-৮০৭	০৭-২০	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭	এস জি-৮০৬	২২-১৫	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭
এস জি-৮০৭	০৭-৫০	৬	এস জি-৮০৬	২২-৪০	৬
৬ ই-২০৮	১৪-৩৫	প্রতিদিন	৬ ই-২০৭	১০-১০	প্রতিদিন
জোড়হাট					
সি ডি-৭৭১৯	১১-৩০	২, ৪, ৬	সি ডি-৭৭১৯	১৭-০০	২, ৪, ৬
৯ ডব্লু-২৪৭৬	১২-৫০	১, ৩, ৫	৯ ডব্লু-২৪৭৭	১৬-০৫	১, ৩, ৫
এস ২-৩৬৩	১০-৫৫	৪, ৭	এস ২-৩৬৪	১৬-৪০	৪, ৭
ডিব্রুগড়					
আই সি-০২০৫	০৯-৪৫	২, ৩, ৪, ৬, ৭	আই সি ০২০৬	১৩-১৫	২, ৩, ৪, ৬, ৭
৬ ই-২০৫	১২-৩৫	প্রতিদিন	৬ই-২০৬	১৬-০০	প্রতিদিন
এস ২-৩৬৫	০৭-০০	৬, ৭	এস ২-৩৬৬	১০-২৫	৬, ৭
তেজপুর					
সি ডি-৭৭০৯	০৫-৪০	১, ৩, ৫	সি ডি-৭৭০৯	১০-৫৫	১, ৩, ৫
দিল্লি					
আই সি-০২৬৩	০৭-০০	প্রতিদিন	আই সি-০২৬৪	১৮-৫৫	প্রতিদিন
আই সি-০২০১	১৭-০০	প্রতিদিন	আই সি-০৪০১	০৯-১০	প্রতিদিন
আই টি-৬০৪	২০-৫৫	প্রতিদিন	আই টি-৬০৩	২০-১৫	প্রতিদিন
আই টি-৬০৮	০৯-০৫	প্রতিদিন	আই টি-৬০৭	০৮-৩৫	প্রতিদিন
আই টি-৩৬০৩	০৬-৪৫	প্রতিদিন	আই টি-৩৬০৫	২২-২৫	প্রতিদিন
এস জি-৬০৪	০৭-৩০	প্রতিদিন	এস জি-২০৮	১২-০৫	প্রতিদিন
এস জি-৬০৬	১২-৪৫	প্রতিদিন	এস জি-২১২	১৬-৪৫	প্রতিদিন
এস জি-২১৯	১৭-৪৫	প্রতিদিন	এস জি-৬০৭	২৩-০০	প্রতিদিন
৯ ডব্লু-২২৭৮	০৬-৩০	প্রতিদিন	৯ ডব্লু-২২৭৯	১১-৩০	প্রতিদিন
এস ২-৩২০	১৪-৫০	প্রতিদিন	এস ২-৩১৯	০৮-১৫	প্রতিদিন
৬ ই-২০৪	১১-৪০	প্রতিদিন	৬ ই-২০৩	১৭-৪০	প্রতিদিন
পোর্টব্লেয়ার					
আই সি-০২৮৭	০৫-৩৫	প্রতিদিন	আই সি-০২৮৮	১০-১৫	প্রতিদিন
এস ২-৩১৯	০৯-১০	প্রতিদিন	এস ২-৩২০	১৪-০০	প্রতিদিন
পুনে					
এস জি-২১৯	১৭-৪৫	প্রতিদিন	এস জি-২০৮	১২-০৫	প্রতিদিন
			এস জি-২১২	১৬-৪৫	প্রতিদিন

দমদম	ছাড়ে		দমদম	পৌঁছয়	
উড়ান নং	সময়	দিন	উড়ান নং	সময়	দিন
বাগডোগরা					
আই সি-০৭২১	১৩-০৫	২, ৪, ৬	আই সি-০৭২২	১৫-৩৫	২, ৪, ৬
আই টি-২৫৩১	১৪-২০	প্রতিদিন	আই টি-২৫৩২	১৮-০৫	প্রতিদিন
আই টি-৬০০৫	০৯.৩০	৫	আই টি-৬০০৬	১৩-০০	৫
এস জি-৩২৩	১৩-৫৫	প্রতিদিন	এস জি-৩২৪	১৬-২৫	প্রতিদিন
বেঙ্গালুরু					
আই সি-০৭৭১	১৮-১০	প্রতিদিন	আই সি-০৭৭২	০৮-২৫	প্রতিদিন
আই টি-৩৪৩২	১৯-০০	প্রতিদিন	আই টি-৩৪৩১	০৯-৫০	প্রতিদিন
আই টি-৩৪৩৪	০৬-৫০	প্রতিদিন	আই টি-৩৪৩৩	২২-৪৫	প্রতিদিন
এস জি-৫২৯	১৬-১৫	প্রতিদিন	এস জি-৫২৮	১২-২০	প্রতিদিন
এস জি-৮৭২	১৬-৫০	প্রতিদিন	এস জি-৮৭১	১৩-৪০	প্রতিদিন
ভুবনেশ্বর					
আই টি-২৫০১	০৭-০৫	প্রতিদিন	আই টি-২৫০২	০৯-৪৫	প্রতিদিন
আই টি-২৫০৩	১৮-৪০	প্রতিদিন	আই টি-২৫০৪	২১-৪০	প্রতিদিন
মুম্বই					
আই সি-০৬৭৬	০৬-০০	প্রতিদিন	আই সি-০৬৭৫	০৯-০০	প্রতিদিন
আই সি-০২৭৩	১৯-৫৫	প্রতিদিন	আই সি-০২৭৪	২১-১০	প্রতিদিন
আই টি-৫১২	০৯-৩০	প্রতিদিন	আই টি-৫১১	০৮-৫০	প্রতিদিন
আই টি-৫১৪	২০-২৫	প্রতিদিন	আই টি-৫১৩	১৯-৪৫	প্রতিদিন
এস জি-৮০৩	০৮-০৫	প্রতিদিন	এস জি-৮০৪	১৬-৫০	প্রতিদিন
এস জি-৫২৯	১৬-১৫	প্রতিদিন	এস জি-৫২৮	২১-২০	প্রতিদিন
৯ ডব্লু-২১৫৫	১৫-৩৫	প্রতিদিন	৯ ডব্লু-২১৫৩	০৯-২০	প্রতিদিন
৬ ই-৪০৪	১৮-৩০	প্রতিদিন	৬ ই-৪০৩	১৯-১০	প্রতিদিন
এস ২-৭০৪	১৭-১০	প্রতিদিন	এস ২-৭০৩	১৬-২৫	প্রতিদিন
রাঁচি					
আই টি-৪৫৭৩	০৫-৫০	প্রতিদিন	আই টি-৪৫৭৪	০৮-৫৫	৫
আই টি-৪৫৭৭	১৭-৫৫	প্রতিদিন	আই টি-৪৫৭৮	২০-৫০	প্রতিদিন
			আই টি-৪৫৭৪	১৩-০০	১, ৩, ৫
লখনউ					
এস ২-৬৩৬১	১৩-২০	প্রতিদিন	এস ২-৬৩৬২	১৭-০০	প্রতিদিন
৬ ই-৩৪১	১০-০০	প্রতিদিন	৬ ই-৩৪২	১৯-০০	প্রতিদিন
শিলচর					
সি ডি-৭৭০৫	০৫-৪০	২, ৪, ৬, ৭	সি ডি-৭৭০৬	১০-৫৫	৪,৬,৭
আই সি-০২৫৩	১৩-০৫	১, ৩, ৫, ৭	আই সি-০২৫৪	১৫-৪৫	১,৩,৫,৭
সি ডি-৭৭০৯	০৫-৪০	১, ৩, ৫	আই টি-৪৮০৪	১২-৩৫	১,৩,৫,৭
আই টি-৪৮০৪	০৮-০০	১, ৩, ৫, ৭	আই টি-৪৮০৫	১২-৩৫	২,৪,৬
আই টি-৪৮০৫	০৮-০০	২, ৪, ৬			
হায়দ্রাবাদ					
আই সি-০২১৭	১৬-২০	১, ৩, ৪, ৬	আই সি-০২১৮	২১-৩০	১,৩,৪,৬
আই টি-২৮০৪	১৭-০৫	প্রতিদিন	আই টি-৩৪৩১	০৯-৫০	প্রতিদিন
আই টি-৩৪৩২	১৯-০০	প্রতিদিন	আই টি-৩৪৩৩	২২-৪৫	প্রতিদিন
আই টি-৩৪৩৪	০৬-৫০	প্রতিদিন	এস জি-৮৭১	১৩-৪০	প্রতিদিন
এস জি-৮৭২	১৬-৫০	প্রতিদিন	৬ ই-৩৫১	১১-৫৫	প্রতিদিন
৬ ই-৩৫০	০৭-২০	প্রতিদিন	৬ ই-৩৫৫	২১-৫৫	প্রতিদিন
৬ ই-৩৫২	১৬-৫৫	প্রতিদিন			
গয়া					
আই সি-০৭২৯	১৬-২০	২, ৫, ৭	আই সি-০৭৩০	০৮-২৫	১, ৩, ৬
আই সি-০৭৩৩	১০-০০	৫	আই সি-০৭৩৪	১৬-৪৫	১, ৬
ডিমাপুর					
সি ডি-৭৭০১	১১-৩০	১, ৩, ৫, ৭	আই সি-০২০৮	১৬-৫৫	২, ৪, ৬
আই সি-০২০৭	১৪-০৫	২, ৪, ৬	সি ডি-৭৭০২	১৫-৫৫	১,৩,৫,৭
কাঠমাণ্ডু					
আই সি-০৭৪৭	১৩-৫০	১, ২, ৪, ৬	আই সি-০৭৪৮	১৭-১০	১,২,৪,৬
শিলং					
সি ডি-৭৭১৯	১১-৩০	২, ৪, ৬	সি ডি-৭৭১৯	১৭-০০	২, ৪, ৬
সি ডি-৭৭১১	১১-৩০	১, ৩, ৭	সি ডি-৭৭১২	১৫-২০	১, ৩, ৭
গোয়া					
আই টি-৫১২	০৯-৩০	প্রতিদিন	আই টি-৫১৩	১৯-৪৫	প্রতিদিন
এস জি-৮০৩	০৮-০৫	প্রতিদিন	এস জি-৮০৪	২১-২০	প্রতিদিন
ইন্দোর					
আই টি-২৫৫১	০৫-৩০	প্রতিদিন	আই টি-২৫৫২	২২-০৫	প্রতিদিন
পাটনা					
আই টি-৪৫৭৯	১৮-২৫	প্রতিদিন	আই টি-৪৫৮০	২২-০০	প্রতিদিন
আই টি-৪৫৮১	০৯-১৫	২, ৪, ৬, ৭	আই টি-৪৫৮২	১৩-০০	২,৪,৬,৭
রায়পুর					
আই টি-২৫৫১	০৫-৩০	প্রতিদিন	আই টি-২৫৫২	২২-০৫	প্রতিদিন
আই টি-২৮০৪	১৭-০৫	প্রতিদিন	আই টি-২৮০৩	১২-২৫	প্রতিদিন
আই টি-৪৫৭৩	০৫-৫০	১, ৩, ৫	আই টি-৪৫৭৪	১৩-০০	১, ৩, ৫

১ থেকে ৭ অর্থাৎ অর্থ সোম থেকে রবিবার।

সি ডি : আলায়েন্স এয়ার, আই সি : ইন্ডিয়ান, ৯ ডব্লু : জেট এয়ারওয়েজ, এস ২ : জেট লাইট, আই টি: কিং ফিশার এয়ারলাইন্স, এস জি: স্পাইস জেট, ৬ই: ইন্ডিগো

বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করবেন নীচের ফোন নম্বরে। এয়ার ইন্ডিয়া: ২২৮২-২৩৫৬; এয়ারপোর্ট: ২৫১১-৯৪৩৩। ইন্ডিয়ান: ২২১১-০৭৩০; এয়ারপোর্ট: ২৫১১-৯৪৩৩; অনুসন্ধান: ১৪০৭; উড়ানসংক্রান্ত তথ্য: ১৪০২/১৪০৩। জেট এয়ারওয়েজ: ৩৯৮৯-৩৩৩৩; স্পাইস জেট: ১৮০০ ১৮০ ৩৩৩৩; কিং ফিশার: ১৮০০ ২০৯ ৩০৩০; সংরক্ষণ: ২২২৯-২২২৭; এয়ারপোর্ট: ২৫১১-৯৮১৪। ইন্ডিগো: অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ: ৪০০৩-৬২০৪; এয়ারপোর্ট: ২৫১১-৯৪৪২/৯৩৫৭। জেট লাইট: ১৮০০ ২২ ৩০২০, ২৫১১-৩৯০১।

রেল ও বিমানের ছাড়ার সময় পরিবর্তনসাপেক্ষ

দশেরা উৎসবে মেঘনাদের মূর্তি

কোটায়
দশেরা উৎসব

লেখা: অয়ন গঙ্গোপাধ্যায় ছবি: সুবীর কাঞ্জিলাল

কোটা প্রাসাদ

কোটায় রাজস্থানি লোকনৃত্য

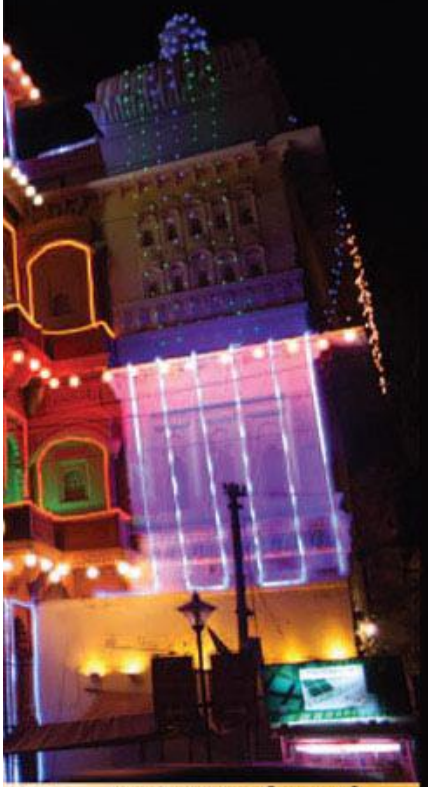

দশেরা উৎসবে আলোকিত রাজবাড়ি

রাজস্থানের কোটায় রাজপরিবারের উদ্যোগে দশেরা উৎসব পালিত হয়। এবারের দশেরার অভিজ্ঞতা।

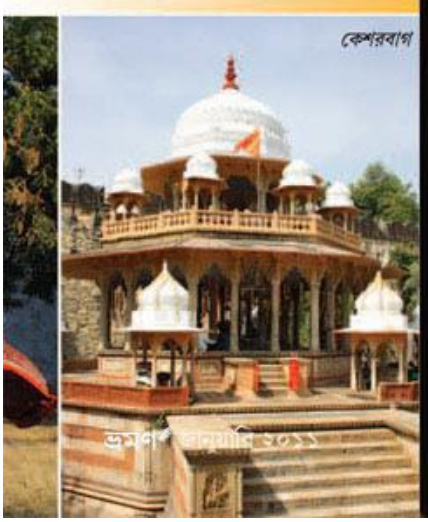

কেশরবাগ

দশেরা উৎসবে রাবণ দহন

দশেরা উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম রাজস্থানের কোটায়। ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে দশেরা উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয় কোটা তাদের মধ্যে অন্যতম।

কলকাতা থেকে এবছর ষষ্ঠীর দিন বিমানে পৌঁছলাম দিল্লি। দিল্লিতে একরাত কাটিয়ে পরদিন সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন থেকে গোল্ডেন টেম্পল মেলে উঠলাম। ফরিদাবাদ, মথুরা, ভরতপুর, সোয়াই-মাধোপুর হয়ে দুপুর তিনটে নাগাদ পৌঁছলাম কোটায়। রাজস্থানের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক শহর কোটা চম্বল নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। আধুনিকতা আর ইতিহাসের সঙ্গে এখানে মিশে আছে রাজস্থানি লোকসংস্কৃতি। ট্রেনে আসার পথে চম্বল উপত্যকার রূপবৈচিত্র কিছুটা দৃষ্টিগোচর হল। রুক্ষ প্রকৃতি। বিস্তৃত মালভূমির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নানা মাপের পাহাড়ি টিলা। কাঁটাঝোপ, শুষ্ক তৃণভূমি ছড়িয়ে আছে। কোটায় প্রবেশের আগে পেরতে হল চম্বল নদীর সেতু। এদিকে অনেক বছর পরে ভালো বৃষ্টি হওয়ায় নদীতে জল রয়েছে ভালোই।

কোটা স্টেশন থেকে শহরের বাসস্ট্যান্ড অঞ্চল প্রায় চার কিলোমিটার দূরে। শহরের পুরনো মহল্লার অবস্থান চম্বল নদীর তীরে। পুরনো শহরটা একসময় দুর্গপ্রাচীরে ঘেরা ছিল। এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। আমরা ছিলাম বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দূরের ছাউনিচোরায়াতে। এই অঞ্চলটা শহরের প্রধান হোটেলপাড়া। দশেরা মেলার মাঠ এখান থেকে দু-কিলোমিটার দূরে। শহর জুড়ে উৎসবের আমেজ। কয়েকটি জায়গায় দেখলাম দুর্গাপুজো হচ্ছে।

কোটার দশেরা উৎসবের কথা পর্যটকমহলে খুব বেশি শোনা না গেলেও স্থানীয় মানুষদের কাছে এই উৎসবের কদর রয়েছে। প্রায় এক মাস ধরে চলে মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর নানা ধরনের প্রতিযোগিতা। কোটার আশপাশের গ্রামগঞ্জ থেকেও হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন এই উৎসবে। কোটার রাজপরিবার আর কোটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যৌথ উদ্যোগে দশেরা মেলা আর উৎসবের আয়োজন করছে। তবে মূল উৎসবের সূচনা হয়েছিল কয়েকশো বছর আগে রাজপরিবারের হাতে। সেই পরম্পরা আজও মেনে চলেছেন কোটার বর্তমান রাজা। সন্ধেবেলা বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে শহর ঘুরতে। শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে চওড়া রাস্তা, দোকানপাট, শপিং ম্যল। কোটার শাড়ির কদর দেশজোড়া। প্রচুর শাড়ির দোকানও রয়েছে এখানে।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম অটো নিয়ে কোটা শহরের দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে। ভাড়া নিল ৪০০ টাকা। শহরের দ্রষ্টব্যগুলো ভালোভাবে আধবেলাতেই দেখে নেওয়া যায়।

প্রথমে আমরা গেলাম পুরনো শহরে দুর্গ-প্রাসাদ দেখতে। দশেরা ময়দান থেকে এক কিলোমিটার দূরে চম্বল নদীর তীরে রয়েছে পুরনো জনপদ লাগোয়া কোটা দুর্গ। দুর্গের একপাশে নদী আর বাকি দিকগুলোয় নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে খাঁড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। দুর্গের অবস্থান টিলার ওপর। তিন স্তরের প্রাচীরে ঘেরা দুর্গ আর সংলগ্ন পুরনো মহল্লা। ছটি বিশাল দরজা আর ২৫টি সুউচ্চ বুরুজ রয়েছে প্রাচীর লাগোয়া। দুর্গের একাংশে প্রাসাদ। এখানে এর পরিচিতি গড় প্যালেস নামে। দুর্গের অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও প্রাসাদটি এখনও অক্ষত আছে। প্রাসাদের

মঞ্চে উঠে রাজপুত্র তীর মেরে রাবণের পায়ের নীচে রাখা কলসি ভেঙে প্রতীকী রাবণ বধ করলেন। এরপর একে একে জ্বলে উঠল মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ আর রাবণের মূর্তি। মূর্তিগুলির গা দিয়ে ঝরে পড়ছে আতসবাজির ফোয়ারা। আকাশ জুড়ে ফাটছে চোখধাঁধানো আতসবাজি। রাজপুত্র সপার্ষদ রাবণ দহন দেখলেন লাখো জনতার সঙ্গে।

একাংশে আজও রাজপরিবারের লোকেরা বাস করেন। বড় রাস্তার ওপর রয়েছে হাওয়ামহল। এটাই দুর্গ-প্রাসাদের প্রধান প্রবেশপথ। হাওয়ামহলে ঝারোখার কাজ অনবদ্য। এর বাঁদিকে রয়েছে সুউচ্চ বুরুজ। পাথর বাঁধানো ঢালুপথ বেয়ে উঠে এলাম প্রাসাদের মূল চত্বর জালেব চকে। সামনেই মূল প্রাসাদ। প্রাসাদের একাংশে স্কুল বানিয়েছে রাজপরিবারের অছিপরিষদ। প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলাম হাতিয়া পোল দিয়ে। প্রবেশপথের দুপাশে রাখা আছে কামান। প্রবেশদ্বারটি রঙিন চিত্রকলায় সাজানো। দোতলা প্রাসাদ। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে শিল্পমণ্ডিত খিলান, আর্চ আর ঝুল বারান্দার শোভা। দশেরা উপলক্ষে উৎসবের দিনগুলোয় প্রতি রাতে আলোকমালায় সেজে ওঠে দৃষ্টিনন্দন এই প্রাসাদপুরী। হাতিয়া পোলের ওপর যে হাতিদুটির মূর্তি বানানো রয়েছে, বুঁদির যুদ্ধে এই দুই হাতির ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। প্রাসাদ খোলা থাকে প্রতিদিন দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। প্রবেশমূল্য পনেরো টাকা। স্থির ক্যামেরা চার্জ ৫০ টাকা, মুভি ক্যামেরা ১০০ টাকা।

রাজপ্রাসাদের যে অংশে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার মেলে সেখানেই রয়েছে মহারাও মাধো সিং মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে সাজানো আছে রাজপরিবারের নানা সম্পদ। প্রাসাদের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে কোটা-বুঁদির বিখ্যাত চিত্রকলা। দরবার হলের বিভিন্ন কাচের কাজ দেখার মতো। রয়েছে হাতির দাঁতের কাজ করা দরজা। লক্ষ্মী ভাণ্ডার, ছত্রমহল, বড়মহল, রাজমহল, ঝালা হাভেলি প্রভৃতির দেওয়ালে আজও দেখা যায় দৃষ্টিনন্দন মিনিয়েচার পেইন্টিং। প্রাসাদের মধ্যে রাজপরিবারের কুলদেবতার মন্দিরও রয়েছে। তবে প্রাসাদের সর্বত্র সাধারণের প্রবেশাধিকার মেলে না।

প্রাসাদ দেখে চলে এলাম শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত বিশাল সরোবর কিশোর সাগরের তীরে। জলাশয়ের মাঝে ছোট্ট দ্বীপে রয়েছে জগ মন্দির। এই জলমহলটি ১৩৪৬ সালে বুঁদির রাজকুমার ধিরদেও নির্মাণ করেন। জলাশয়টিও তাঁর তত্ত্বাবধানেই খনন করা হয়েছিল। জগ মন্দির দূর থেকেই দেখতে হবে। দৃষ্টিনন্দন এই জলমহলটি লাল বেলেপাথর আর শ্বেতপাথর দিয়ে বানানো হয়েছিল। কিশোর সাগরের কাছেই সবুজের মাঝে অযত্নে রয়েছে রাজপরিবারের সমাধিক্ষেত্র কেশরবাগ বা কারবাগ। অসাধারণ কারুকার্যময় ছত্রি রয়েছে এখানে। ছত্রিগুলি সুউচ্চ। প্রতিটি ছত্রিতে রয়েছে শিল্পমণ্ডিত একাধিক স্তম্ভ। কয়েকটি ছত্রির সামনে কারুকার্যময় হাতির মূর্তি রয়েছে। ছত্রির গায়ে সিঁড়ির ধাপে ফুল, লতাপাতা, দেবদেবীর মূর্তি, যুদ্ধচিত্র প্রভৃতির চোখধাঁধানো পাথুরে শিল্পকর্ম খোদিত রয়েছে। রাজস্থানের অন্যান্য স্থানের ছত্রির থেকে শিল্পসুষমায় এখানকার ছত্রিগুলো কোনও অংশে কম নয়। ছত্রিগুলোর চারপাশ ঝোপঝাড়ে ভর্তি। সাবধানে দেখতে হবে। এখানকার প্রধান ছত্রিটি রাজার। সেখানে নিয়মিত পুজোপাঠ হয় রাজা আর কুলদেবতার। স্থানীয় মানুষ আসেন এই ছত্রিতে পুজো দিতে। এই ছত্রিতে অবশ্য যত্নের ছাপ রয়েছে, রং করা হয়েছে ছত্রির গায়ে। অন্যান্য ছত্রিগুলোয় সাধুরা ডেরা বানিয়েছে।

কেশরবাগ দেখে চললাম চার কিলোমিটার দূরে নদীর তীরে আধারশিলা দেখতে। নদীর তীরে দরগার পাশেই রয়েছে বিশাল একখণ্ড হেলানো শিলা। নদীর জল ছুঁয়ে আড়াআড়িভাবে

হেলে রয়েছে এটি। এটি পবিত্র স্থান। দরগাটিও অনেক পুরনো। চারপাশে শান্ত পরিবেশ। দরগার গা দিয়ে সিঁড়ি নেমেছে আধারশিলার লাগোয়া নদীঘাটে। প্রচুর মাছ আছে এখানে। চম্বল নদীর বেশ কিছু স্থানে বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে সেচের কাজে লাগানো হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীতে জল ভালোই রয়েছে। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে বিরাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। আধারশিলার অদূরে নদীর গায়েই চোখে পড়ল ভগ্নপ্রায় প্রাচীন প্রাসাদ। এদিকে নদীর তীরে আশ্রম, মন্দির রয়েছে। নদীর পূর্বতীরে পাশাপাশি রয়েছে সবুজে সাজানো চম্বল উদ্যান আর গান্ধি উদ্যান। এই দুটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট। বাগানদুটি কোটা নগর নিগমের বানানো। একফাঁকে দুর্গের পিছনদিকে গিয়ে দেখে নিলাম চম্বল নদীর জলে তৈরি কোটা ব্যারেজ। বেশ বড় মাপের ড্যাম এটি।

দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে চললাম দশেরা মেলার মাঠে। মেলা সাজানোর শেষ পর্যায়ের তোড়জোড় চলছে এখন। মেলার মাঠের লাগোয়া শ্রীরামরঙ্গমঞ্চে রামকথা পাঠ করছেন এক ধর্মগুরু। এই মঞ্চেই প্রতিদিন সন্ধেবেলা অনুষ্ঠিত হবে রামলীলা, ভজন, নাটক, লোকনৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান। আজ অষ্টমী। ঠিক সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ শ্রীরামরঙ্গমঞ্চের গায়েই বিজয়শ্রী রঙ্গমঞ্চে খোলা আকাশের নীচে নাকাড়া বাজিয়ে শুরু হল দশেরা মেলা-উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সকালে দশেরা ময়দানের পাশে আশাপুরা দেবীর মন্দিরে বিশেষ পুজোপাঠের মধ্য দিয়ে মূল উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আশাপুরা দেবী কোটার জাগ্রত দেবী। শ্বেতপাথরের দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে গর্ভগৃহে। স্থানীয় মানুষের ভিড় লেগেই থাকে মন্দিরে পুজোপাঠের জন্য। বিজয়শ্রী রঙ্গমঞ্চে কোটার মেয়র আর জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আতসবাজির আলোয় উদ্বোধন করা হল দশেরা মেলার। মেলা চলবে এক মাস ধরে। রাজস্থানি লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হল রঙ্গমঞ্চে। নবমী অর্থাৎ নবরাত্রির দিনটা কাটল সকালে মেলার মাঠে ঘুরে। বিজয়শ্রী রঙ্গমঞ্চের ওপর রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদের বিশাল মূর্তি বসানো হচ্ছে। মূর্তির মধ্যে আতসবাজি ভরা রয়েছে। আগামীকাল সন্ধেবেলা রাবণ দহন হবে।

নবমীর দিন সকাল থেকেই শহরের অনেকস্থানে নবরাত্রির পুজো হচ্ছে। রাজবাড়িতেও বিশেষ মর্যাদায় অস্ত্রশস্ত্রের পুজো হচ্ছে। শহরের বেশ কিছু জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডান্ডিয়া নৃত্যের অনুষ্ঠান। সন্ধেবেলা মেলায় গিয়ে দেখি আলো ঝলমলে হয়ে উঠেছে মেলার পরিবেশ। ভালোই ভিড় রয়েছে। কতরকমের নাগরদোলা বসেছে মেলায়। রামরঙ্গমঞ্চে রাত পর্যন্ত বসে দেখলাম রামলীলা নৃত্যনাট্য। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষ এসে পৌঁছচ্ছে মেলা দেখার জন্য।

দশমী অর্থাৎ দশেরার দিন পুরো শহরেই খুশির মেজাজ। আজ উৎসবের প্রধান দিন। দশেরার দিন সকালে রাজবাড়িতে সাজো সাজো রব। বর্তমান রাজা বজরাজ সিং আর রাজকুমার এজরাজ সিং প্রথামাফিক পুরনো শহরের মধ্যে সকালবেলা রংবারি বালাজি হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন। এই পরম্পরা কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে। কোটার রাজপরিবারই মূল উৎসবের স্রষ্টা। পরবর্তীকালে সরকারি উদ্যোগে এই মেলা বড় মাপের চেহারা নিয়েছে। রাজবাড়ির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন দশেরা উৎসবের চিত্র। সকালে দশেরা ময়দানের পাশে পশুমেলায় গেলাম। গোরু, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া আর তাদের সাজসজ্জা বিক্রি হচ্ছে সেখানে। মেলার মাঠে সকাল থেকেই হাজারও মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে। বিজয়শ্রী মঞ্চে দাঁড় করানো আছে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদের রঙিন কাগজে তৈরি আকাশছোঁয়া মূর্তি। বহু দূর থেকে মূর্তিগুলি দেখা যাচ্ছে। মেলায় বিক্রি হচ্ছে মনিহারি দ্রব্য, রাজস্থানি পোশাক, হস্তশিল্প সামগ্রী, রাংতায় মোড়া ত্রিশূল-গদা-তীর-ধনুক-তরোয়াল। হরেকরকম খাবারের দোকান বসেছে।

দুপুর তিনটে নাগাদ প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রাসাদের মধ্যে রাজপরিবারের নিজস্ব অনুষ্ঠান দেখার বিশেষ নিমন্ত্রণ ছিল আমাদের। বিকেল নাগাদ প্রাসাদের লাগোয়া চত্বরে একে একে এসে উপস্থিত হলেন রাজা, রাজপুত্র আর পরিবারের সকলে। প্রত্যেকের পরনে ঐতিহ্যময় পোশাক, মাথায় পাগড়ি। সন্ধের মুখে গড়প্রাসাদ থেকে বেরোল দশেরার শোভাযাত্রা। ব্যান্ডপার্টি, লোকনৃত্যশিল্পীর দল, নানা ধরনের ট্যাবলো, ঘোড়সওয়ার চলেছে শোভাযাত্রায়। হুডখোলা জিপে বসে আছেন রাজপুত্র, হাতির পিঠে হাওদায় বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজির মূর্তি, সঙ্গে পুরোহিতের দল। এই দেবতার নামেই শোভাযাত্রার নামকরণ করা হয়েছে— শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজি দশেরা শোভাযাত্রা। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রা নামল শহরের পথে। পথের দুপাশে মানুষের ঢল। রাজপুত্র অভিবাদন গ্রহণ করে দশেরার শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কোটাবাসীকে। শোভাযাত্রায় রাজপরিবারের পুরুষ সদস্যরাও হাঁটছেন। তাঁদের সঙ্গে আমরাও পা মিলিয়েছি। সন্ধে সাতটায় শোভাযাত্রা পৌঁছল দশেরা ময়দানে। আলোয় সেজেছে মেলার মাঠ, শহরের পথঘাট। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছে মেলার মাঠে। তিলধারণের জায়গা নেই। শোভাযাত্রা পৌঁছল রঙ্গমঞ্চের সামনে। প্রধান রাজপুরোহিতের নির্দেশে রাজপুত্র মঞ্চের নীচে পুজো সারলেন। এরপর মঞ্চে উঠে রাজপুত্র তীর মেরে রাবণের পায়ের নীচে রাখা কলসি ভেঙে প্রতীকী রাবণ বধ করলেন। এরপর একে একে জ্বলে উঠল মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ আর রাবণের মূর্তি। মূর্তিগুলির গা দিয়ে ঝরে পড়ছে আতসবাজির ফোয়ারা। আকাশ জুড়ে ফাটছে চোখধাঁধানো আতসবাজি। রাজপুত্র সপার্ষদ রাবণ দহন দেখলেন লাখো জনতার সঙ্গে। রাবণ দহন শেষ হলে আমরা ভিড় ঠেলে মেলায় ঘুরলাম। আগামীকাল থেকে শুরু হবে মেলা উপলক্ষে আরও অনুষ্ঠান আর বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা। মেলা দেখে হোটেলে ফিরলাম অনেক রাতে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন থেকে কোটা যাচ্ছে ২০৬০ জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, ২৯৫৪/২৪৩২ রাজধানী এক্সপ্রেস, ২৯০৪ গোল্ডেন টেম্পল মেল, ২৪১৬ ইন্দোর এক্সপ্রেস। দূরত্ব ৪৫৮ কিলোমিটার। উদয়পুর (২৭০ কিলোমিটার), জয়পুর (২৫০ কিলোমিটার) থেকে নিয়মিত বাস আসছে কোটায়। চলছে রাত্রিকালীন স্লিপার বাস।

কোথায় থাকবেন

রাজস্থান পর্যটনের হোটেল **চম্বল** (☎২৩২৬৫২৭), ভাড়া ৮৭৫-১,৪৫০ টাকা। কোটার প্রাইভেট হোটেল— **পঙ্কজ** (☎২৩২০৫৭৭), **মরুধর** (☎২৩৯০১৮৬), **বন্দনা** (☎২৩৯০৮৪১), **রাজপ্যালেস** (☎২৩৯১৬৬৬)। হোটেলগুলিতে ঘরভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকার মধ্যে।

যোগাযোগ:
রাজস্থান পর্যটন
কমার্স হাউস
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২১৩-২৭৪০, ৯৮৩৬০-১০২৩৫
ওয়েবসাইট: www.rtdc.in
কোটার এস টি ডি কোড: ০৭৪৪।

TSA TOURIST SERVICES AGENCY
পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের সমস্ত ট্যুরিস্ট লজ, পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন কর্পোরেশনের সমস্ত ফরেস্ট লজ বুকিং করা হয়
● প্যাকেজ ট্যুর—সুন্দরবন, ডুয়ার্স, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, কালিম্পং, ভুটান, দার্জিলিং, সিকিম
● রেল ই-টিকিটিং ● হোটেল বুকিং সর্বত্র
Pradhan Nagar, Silliguri.
Ph: 9434467236, 9434065165.
Mail: tsasig@sancharnet.in

তথ্যচিত্রে জামনগর

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখি দেখার জায়গা গুজরাটের জামনগর। জামনগর একটি জনবহুল শহর হলেও এখানে রয়েছে প্রচুর নোনা-জলা জায়গা আর জলজ প্রাণী। সাগরের পাড়ে রয়েছে প্রবাল প্রাচীর। সেইকারণেই এই স্থানটি হাঁস ও অন্যান্য পাখিদের খুব পছন্দের স্থান। জামনগর শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে খিজাড়িয়া পাখিরালয় এবং ৪০ কিলোমিটার দূরে বিখ্যাত মেরিন ন্যাশনাল পার্ক। মেরিন ন্যাশনাল পার্কে ভাঁটার সময়, জল যখন অনেকদূর সরে যায় তখন জলস্তর সরে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটা যায় এবং সহজেই নানারকমের প্রবাল, সামুদ্রিক মাছ, অক্টোপাস এবং প্রচুর ধরনের পাখির দেখা মেলে। মেরিন ন্যাশনাল পার্কের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান হল নারারা। খিজারিয়া এবং নারারা ছাড়াও জামনগরের কাছাকাছি আরও কিছু জায়গা আছে, যেখান থেকে বহুরকমের পাখি দেখা যায়। যেমন শহরের কেন্দ্রস্থলে লাখোটা লেকে দেখতে পাওয়া যায় শঙ্খচিল, হাঁস ছাড়াও অনেকরকমের জলচর পাখি। অন্যদিকে শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে দিচড়ায় অনেকরকমের জলজ পাখি যেমন পিনটেল, শোভেলার, স্পট বিলড ডাক, পেলিক্যান, ফ্লেমিংগো, সারস দেখা যায়। জামনগর রেলস্টেশনের কাছেই একটা জলাজমি আছে, সেখানে দেখা যায় স্যান্ড পাইপার, রাফ, ফ্লেমিংগো ইত্যাদি। জামনগর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের ধারে বালাছড়ি আরেকটি ভালো পাখি দেখার জায়গা। সেখানে দেখা যায় ক্র্যাব প্লোভার, অয়েস্টার ক্যাচার, ইন্ডিয়ান স্কিমার ইত্যাদি।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে জামনগর যায় ১২৯০৬ ওখা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি)।

কোথায় থাকবেন

আর কে গেস্টহাউস (☎২৫৬২২০৯)-এ দ্বিশয্যাঘর ভাড়া ২৫০-৬৫০ টাকা, হোটেল কীর্তি (☎২৫৫৮৬০২) ভাড়া ৫৫০-৯০০ টাকা, হোটেল আশিয়ানা-তে (☎২৫৫৯১১০) ভাড়া ৪৫০-৭২৮ টাকা, হোটেল প্রেসিডেন্ট-এ ভাড়া ৭৫০ টাকা থেকে শুরু। পাখি দেখতে হলে হোটেল প্রেসিডেন্ট-এ থাকাই সুবিধাজনক। পাখি দেখার জন্য গাইড ও গাড়ির ব্যবস্থা এই হোটেল থেকেই করা হয়।

বুকিং: (☎৯৮৩১০-৭৮৩৪৭)।
গাইডের চার্জ ১,৫৯০-২,৫০০ টাকা দিনপ্রতি।
জামনগরের এস টি ডি কোড: ০২৮৮।

তথ্য ও চিত্র: ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

হলিডে হোম

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

দীঘা

পি এন বি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৩১, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ কলকাতা-১২ ☎২২১১-১১২৯/৪৮৮৯/৮২০৯

ওল্ড দীঘায় রাজবাড়ি স্টপেজে 'হোটেল পুষ্পক'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মননকুমার চৌধুরী বা শঙ্করনাথ সাহা।

ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৬৮, তনুপুকর রোড কলকাতা-৩১ ☎২৪১৫-৮৫৭৫/৪০৫৫

পুরনো দীঘায় বাজারের কাছে 'আমন্ত্রণ লজ'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ৭১, মহাত্মা গান্ধি রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ☎২৪৭০-৩৭৬৯

ওল্ড দীঘার শিবালয় রোডে পৌরসভা সমিতির নিজস্ব বাড়িতে হলিডে হোমটি। নীচের তলায় বাথরুম সংলগ্ন দুটি দ্বিশয্যার এবং একতলায় তিনশয্যার ৩টি এবং দ্বিশয্যার ২টি ঘর আছে। ভাড়া যথাক্রমে দ্বিশয্যাগুলির ১১০ টাকা এবং তিনশয্যাগুলির ১৫০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— সম্পাদক।

রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ডি কে ব্লক সেক্টর-২, সল্টলেক সিটি, করুণাময়ী কলকাতা-৯১ ☎২৩৩৪-৭০১৩

শিবালয় রোডের 'সঞ্জয় প্যালেস'-এ রাজবাড়ি কমপ্লেক্সের কাছে হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যাবিশিষ্ট দুটি ঘর। প্রতিদিনের ভাড়া ২০০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১–২৪ (এক্সটেনশন: ২৬৬), ৯৪৩৩১-৩১৯৯৭

দীঘার ব্যারিস্টার কলোনিতে 'হোটেল শ্রেয়া'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া সোম থেকে বৃহস্পতি ৩০০ টাকা এবং শুক্র থেকে রবি এবং ছুটির দিনে ৩৫০ টাকা। বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সৌমেন্দু দাস।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬

সংস্থার দুটি হলিডে হোম। একটি ওল্ড দীঘায় 'কৃষ্ণাঞ্জনা'য়। চারশয্যার চারটি ঘর। দোতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ১৮০ টাকা। তিনতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। সব ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। অন্যটি ব্যারিস্টার কলোনিতে 'শান্তিনিকেতন'-এ। ৫টি ঘরের ২টি চারশয্যার, ২টি দ্বিশয্যার এবং একটি পাঁচশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৭০ টাকা, ১২০ টাকা এবং ২০০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

পুরী

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২, ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬

স্বর্গদ্বারের কাছে 'শ্রীরাম গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ছয়টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সেন্ট্রাল কাউন্সিল) ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৩৮৫৭ (এক্সটেনশন: ৫৯৩, ৫৯৪), ৯৪৩২২-৭০৯৮৮, ৯৪৩৩২-০৮৬০৯, ৯৩০৯-৩৩৪৬৭, ৯৯০৩৫-৮০৮১১

বালিয়াপান্ডা রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের কাছে 'কেশবধাম'-এ হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। ২টি ঘরের ভাড়া ৩০০ টাকা। অপরদুটি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— শৈলেন ঘোষরায় বা ধ্রুব চক্রবর্তী বা বিপ্র সাহা বা নির্মলকুমার দত্ত বা রথীন ব্যানার্জি।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ ☎২৬৩৮-৩২১১

দিগন্তগলিতে 'নিরালা'তে হলিডে হোমটি। দুটি চারশয্যার ঘর। ভাড়া ১৭০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮

স্বর্গদ্বারে শঙ্করাচার্য মঠ লেনে 'নিরালা'য় হলিডে হোমটি। মোট চারটি ঘর। শিশু সহ পাঁচশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ১৫০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং অফিসার্স ইউনিয়ন ৩৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৮৮১, ২২৩১-৮৭২০, ৯৪৩৩৪-০৯৩৬৪

নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডের কাছে হোটেল ইন্টারন্যাশনালের 'সাগরবেলা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— সমীরকুমার দাস।

পিয়ারলেস হলিডে হোম, ১৩এ, ডেকার্স লেন,তৃতীয়তল, কলকাতা-৬৯ ☎২২৩১-০৫৩৩, ২২৪৮-৮৯৯৬, ৯৮৩১৬-৯৩৭৯২

সারদা রোডে পুরী হোটেলের পিছনে 'রত্নাকর ভবন'-এ হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যার মোট এগারোটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি।

হরিদ্বার

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৩০-৮৩৭৫/৭৭ (এক্সটেনশন-২৪১)

সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। একটি বিষ্ণুঘাটের কাছে 'হোটেল রাজ ডিলাক্স'-এ। মোট ৬টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। তিনশয্যার ১টির ভাড়া ৩০০ টাকা, চারশয্যার ১টির ভাড়া ৩০০ টাকা, তিনশয্যার ১টির ভাড়া ২৮০ টাকা করে এবং ছয়শয্যার অন্যটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি মোতি বাজারের কাছে আপার রোডে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ। মোট ৭টি ঘর। চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩২০ টাকা ও অপর ৩টি চারশয্যার প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬

গুজরানওয়ালা ধর্মশালার পাশে বিড়লাঘাটে 'শিবশক্তি লজ'-এ হলিডে হোমটি। মোট ঘর ১৪টি। দ্বিশয্যার ৬টি ঘর, ভাড়া ২৫০ টাকা। তিনশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৩০০ টাকা। চারশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৪০০ টাকা। ছয়শয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং একশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। কোনও ফেরতযোগ্য জমা নেই। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/১১৮৯/৩৩৬৪/৩৬৭৭, ২২১০-২৮৯০

এবং

৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮

হর-কি-পৌড়ি ঘাটের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া ৩৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর, কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১

হরিদ্বারে মনসা পাহাড় রোপওয়ের বিপরীতে হোটেল মানসসরোবর ইন্টারন্যাশনাল-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যা দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০-৪০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

oyezterbay
HOTEL & RESORT

FACILITIES :
- Swimming Pool.
- Restaurant.
- Banquet Hall.
- Car Parking.
- Boating Zone.
- Driver Accommodation (Chargeable)

MANDARMONI Dadan Patra Bar, Kalindi, Ramnagar, Purba Medinipur. W.B.
Contact : 03220-219885 / 219470
9831877133 / 9836058948 / 9007229674
CITY OFFICE :
14C, Deshapran Sasmal Road, Kolkata - 700 033
Contact : (033) 24242614 / 6212
9433007412 / 9007229672
www.oyezterbay.com
E-mail : oyezterbay@gmail.com

হিমাচল প্রদেশ হেল্পলাইন ট্যুরিজম

হিমাচলে আমাদের নিজস্ব হোটেল ● সিমলায়— ডিপ্লোম্যাট ● সারাহানে— স্নো ভিউ ● সাংলায়— দেবভূমি ● কল্পায়— মাউন্ট ভিউ ● মানালিতে— পাইন ভিউ/প্যারাডাইস

শীতকালীন ভ্রমণ সিমলা— ২ রাত্রি, মানালি— ৩ রাত্রি, কুলু/মান্ডি— ১ রাত্রি

হাওড়া থেকে হাওড়া প্যাকেজ: ২ জনের ১৮,০০০/-, ৪ জনের ৩০,০০০/-, ৬ জনের ৪২,০০০/- ৮ জন বা তার বেশি হলে জনপ্রতি ৫,৯০০/-

এই প্যাকেজ কেবলমাত্র ডিসেম্বর ২০১০ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত।

রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ

○ সিমলা— ২ রাত্রি ○ মানালি— ৩ রাত্রি ○ কুলু/মান্ডি— ১ রাত্রি। সিমলা পিক আপ— কালকা ড্রপ— ৪,৫০০/- জনপ্রতি।

কাশ্মীর প্যাকেজ (বৈষ্ণোদেবী) ○ কাটরা— ২ রাত্রি ○ পহেলগাঁও— ২ রাত্রি ○ শ্রীনগর— ৪ রাত্রি। জম্মু পিক আপ—জম্মু ড্রপ— ৫,৫০০/- জনপ্রতি।

বিশেষ আকর্ষণ

হিমাচল প্রদেশ হেল্পলাইন ট্যুরিজমের শেয়ার ১ ডিসেম্বর ২০১০ হইতে বাজারে ছাড়া হইতেছে। শেয়ার মূল্য ১০,০০০/- থেকে। মেয়াদ ৪ বছর। মেয়াদশেষে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত। ২০,০০০/- শেয়ারে ১টি পরিবারের ৪ বছরে একবার হিমাচলে যে-কোনও অঞ্চলে ৩ রাতের থাকা বিনামূল্যে। ৫০,০০০/- শেয়ারে ১টি পরিবারের ৪ রাতের থাকা বিনামূল্যে। ১ লক্ষ বা তার উপরে শেয়ারে ৬ রাতের থাকা বিনামূল্যে হিমাচলের যে-কোনও অঞ্চলে।

সিমলা অফিস: ১০, ম্যাল রোড, ICICI ব্যাঙ্কের বিপরীতে, সিমলা। ফোন: 0177-2802676/77, মো: 09816026770

কলকাতা যোগাযোগ : ৭, সি আর অ্যাভেনিউ, লাহা পেইন্ট হাউস, কলকাতা-700 072, ফোন: 033-3246-9887, 9748756954/9836584017

নোটবই

দুটি নতুন ডি এম ইউ ট্রেন চালু

ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ নতুন দুটি ডি এম ইউ ট্রেন চালু হল উত্তরবঙ্গে। এর মধ্যে একটি হল ৭৫৭০১/৭৫৭০২ মালদা টাউন-বালুরঘাট (রবি বাদ) এবং অপরটি হল ৭৫৭০৩/৭৫৭০৪ মালদা টাউন-কাটিহার ডি এম ইউ লোকাল (প্রতিদিন)। প্রথম ট্রেনটি সকাল ১০টা ১০ মিনিটে মালদা টাউন থেকে ছেড়ে বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে বালুরঘাট পৌঁছবে এবং দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে বালুরঘাট থেকে ছেড়ে দুপুর ৩টের সময় মালদা টাউন পৌঁছবে। দ্বিতীয় ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল ৬টায় কাটিহার ছেড়ে সকাল ৯টায় মালদা টাউন পৌঁছবে এবং ফিরতি ট্রেন বিকেল ৫টায় ছেড়ে কাটিহার পৌঁছবে রাত ৮টা ২০ মিনিটে।

বুর্জ খলিফায় রাত্রিবাসের সুযোগ

পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ি দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার ১৯ তলায় একটা রাত কাটাতে পারেন। খরচ পড়বে ২৮৫ মার্কিন ডলার। দুটি বেডরুমে চারজনের থাকার ব্যবস্থা। বিশদ জানতে লগ অন করুন: www.mydubaistay.com

সুরজকুণ্ড মেলা ১-১৫ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবছরের মতো এবছরও হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সুরজকুণ্ড মেলা। এই মেলা ভারতের বৃহত্তম লোকসংস্কৃতি মেলা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, সার্কভুক্ত দেশ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে আসবেন শিল্পীরা। এবারের সুরজকুণ্ড মেলার থিমরাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ। ফেব্রুয়ারি মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-মেল করতে পারেন: surajkundcrafts-mela@gmail.com বা haryanatourism-@gmail.com

ছবি: নীলাঞ্জন বসু

নতুন ট্র্যাভেল পোর্টাল

চালু হল নতুন ট্র্যাভেল পোর্টাল www.travelersfootprint.com লগ অন করলেই চোখের সামনে সারা পৃথিবীতে বেড়ানোর খবরাখবর। রেল, এয়ার টিকিট বুকিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। রয়েছে লাইভ ফটো অকশন, ট্র্যাভেল ইনশিওরেন্স, আবহাওয়া— এমন নানা বিষয়ের হরেক তথ্য।

ব্যাঘ্রপ্রকল্পের কোর এলাকায় সফরে নিষেধাজ্ঞা

মধ্যপ্রদেশের সবকটি ব্যাঘ্রপ্রকল্পের কোর এরিয়ায় পর্যটকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল।

সম্প্রতি, একটি এন জি ও সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের এই নিষেধাজ্ঞা।

শীতে জমে গেছে কানাডার লেক ইরি। যেটুকু জল পাওয়া গেছে, তাতেই সাঁতার কাটছে হাঁসের দল। ক্লিভল্যান্ডের এজওয়াটার বিচে ২১ ডিসেম্বর এ পি-র তোলা ছবি।

ডেকান উৎসব

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে প্রতিবছরের মতো এবছরও ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে পাঁচদিনব্যাপী ডেকান উৎসব। অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন উৎসবটির ব্যবস্থাপক। কুতুবশাহি মসজিদে ডেকান উৎসবের আসর বসে। হায়দ্রাবাদের মুক্তো, হস্তশিল্প, চুড়ি, কুটিরশিল্পের বিপুল সম্ভার এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। হায়দ্রাবাদি খাবারের স্টল থাকবে। অনেক নামকরা সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী উৎসবে সঙ্গীত-নৃত্য পরিবেশন করবেন। ডেকান উৎসব চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ।

কর্মভূমি এক্সপ্রেস চালু

চালু হল ১৫৬১২/১৫৬১১ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কর্মভূমি এক্সপ্রেস। ট্রেনটি প্রতি শনিবার সন্ধে ৬টা ৪৫ মিনিটে কামাখ্যা থেকে ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, হাওড়া, টাটানগর, নাগপুর, ভুসওয়াল, কল্যাণ হয়ে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস পৌঁছবে প্রতি সোমবার। ফিরতি ট্রেন প্রতি বুধবার বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ছেড়ে শুক্রবার সন্ধে ৭টা ১৫ মিনিটে কামাখ্যা পৌঁছবে। ট্রেনটিতে থাকবে শুধু ১৯টি সাধারণ শ্রেণীর কামরা।

হরিণসুমারি

সুন্দরবনে হরিণ ও বুনো শুয়োর গণনা শুরু করল বনদপ্তর। এর মূল উদ্দেশ্য বাঘেদের খাবারের যোগান ঠিক রাখা। প্রথম পর্যায়ে ভাগবতপুর রেঞ্জের লোথিয়ান দ্বীপে এই কাজ শুরু হয়েছে। যৌথভাবে এই কাজটি করছে পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তর এবং ডব্লু ডব্লু এফ ইন্ডিয়া। সুন্দরবনে হরিণসুমারি এই প্রথমবার।

ডিসেম্বরের শেষে বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে অতিথি পাখির ভিড়। ছবি তুলেছেন চিন্ময় চক্রবর্তী

ভ্রমণ সহায়ক পুস্তিকা, পর্যটকবন্ধু পুলিশ

কোথাও বেড়াতে গেলে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, তার বিস্তারিত তথ্য দিয়ে একটি বই বার করছে রাজ্য সরকার। তৈরি করা হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটও। এর পাশাপাশি পর্যটকবন্ধু পুলিশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারি ট্যুর প্যাকেজ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের যেমন তাঁরা উত্তর দেবেন, তেমনই পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদানের দিকটিও লক্ষ রাখবেন। প্রথম ধাপে চিড়িয়াখানা এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এ ধরনের নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সারা রাজ্য জুড়েই পর্যটকবন্ধু পুলিশ ব্যবস্থা চালু হবে।

ফকিরি উৎসব

আখড়ায় বসে বাউল-ফকিরদের গান শোনার সুযোগ করে দিতে নদীয়ার গোরভাঙা গ্রামে শুরু হচ্ছে ফকিরি উৎসব। ১৪-১৬ জানুয়ারি নদীয়ার করিমপুর ২ ব্লকের গোরভাঙা ব্লকে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গোরভাঙা ব্লকের ফকিররাই এই উৎসবের আয়োজক। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাউল-ফকিররা এই উৎসবে অংশ নেবেন। বাউল-ফকিরদের জীবনযাপন ও ভাবনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচিতি ঘটানোই ফকিরি উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।

শিল্পগ্রাম উৎসব

রাজস্থানের উদয়পুর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার পশ্চিমে হাভালা গ্রামের কাছেই শিল্পগ্রাম। প্রতিবারের মতো এবারও ২১-৩১ ডিসেম্বর বর্ণময় 'শিল্পগ্রাম উৎসব' অনুষ্ঠিত হল সেখানে।

উৎসব ছাড়াও প্রতিদিনই সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা শিল্পগ্রাম খোলা থাকে পর্যটকদের জন্য। পশ্চিম ভারতের গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিপুল সম্ভার প্রদর্শিত হয় এই শিল্পগ্রামে। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়ার গ্রাম্য কুটির হুবহু হাজির এখানে। হাজির গ্রামের হস্তশিল্পীরাও। গোয়ার পাঁচটি কুটির ছাড়াও একটি ৪০ ফুট লম্বা মাছ ধরার নৌকো ও তিন মাইল লম্বা জাল শিল্পগ্রামের আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়াও গ্রামীণ হস্তশিল্পের উন্মুক্ত গ্যালারি তো আছেই। সঙ্গে প্রতিদিন লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও নাটক দেখার ব্যবস্থা।

এই শীতে যাঁরা রাজস্থান ভ্রমণে যাবেন, তাঁরা উদয়পুরের কাছে শিল্পগ্রামে একবারটি ঘুরে আসবেন।

শিল্পগ্রামে লোকনৃত্য ছবি: সুবীর কাঞ্জিলাল

ফিরে দেখা

ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর ২০০২ সংখ্যা থেকে

হর-কি-দুন হয়ে যমদ্বার হিমবাহ

সকাল সাতটায় রওনা হয়েছি যমদ্বার গ্লেসিয়ারের পথে। ফেলে এসেছি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ভুজ গাছের জটলার মধ্য দিয়ে পথ উর্ধ্বগামী। বড় বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে পথ। আসলে পথচিহ্ন বলে কিছু নেই। দূরের গ্লেসিয়ার লক্ষ্য করে একটু একটু করে এগিয়ে চলা। আকাশে যথেষ্ট মেঘের আনাগোনা। তারপর শুরু হল ঘাসজমি। আশপাশে কোনও বড় গাছ নেই। ঘাসজমির ওপর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে এক হাত চওড়া নালা। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা। এবার একটা ছোট্ট রিজ বরাবর হাঁটা। পথ গিয়ে সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা আইসফিল্ডে। বেশ চওড়া। আশপাশের পাহাড়ের মাথা থেকে গা বেয়ে বরফের নদী নেমে গিয়েছে হর-কি-দুন নালার গর্ভে। নদীর বুকেও জল হারিয়ে গিয়েছে ময়লা বরফের স্তূপে। ক্রমশ উঠে এলাম একটা গিরিশিরার মাথায়। শক্ত ঘাসের গোড়ায় পা রেখে সরু রিজ বরাবর হাঁটা। প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট। ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চায় অনেক নীচে নদীতে। আশপাশের দৃশ্যপট অসাধারণ কিন্তু বিশ্রাম বা দাঁড়ানোর মতো একটুও জায়গা নেই। ঠান্ডা আর তীক্ষ্ণ হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে প্রায় আধঘণ্টায় পার হওয়া গেল বিপজ্জনক অংশটা। এবার একটা বরফের ফাটলে হাঁ করা আইসফিল্ড। সন্তর্পণে পার হতেই সামনে যমদ্বার গ্লেসিয়ারের পুরো অবয়ব প্রকাশ পেল।

তমাল ঘোষ

চিল্লার জঙ্গলে

চিল্লা অরণ্যের ওপরদিকে উঠছি পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে।

গভীর জঙ্গলে মারাঠার ইশারায় দাঁড়িয়ে যায় জিপ। নেমে আসি জিপ থেকে। পায়ের শব্দও মৃদু, সতর্ক। মারাঠার আঙুলের ইশারায় চোখ চলে যায় বাঁদিকের মাঠ পেরিয়ে শাল-সেগুনের মহীরুহদের ফাঁকে এক টুকরো জমিতে। প্রথমে মনে হল কী যেন নড়ছে। একটু পরে, বোঝা যায়, দুই বুনো হাতির রোমান্টিক প্রেমালাপ চলছে শুঁড় জড়িয়ে জড়িয়ে। এখন খুনসুটি থামিয়ে যেন ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে হস্তীযুগল। হয়তো টের পেয়ে গিয়েছে আমাদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি। মারাঠার নীরব নির্দেশে জিপে উঠে পড়তেই চলতে শুরু করে যন্ত্রবাহন।

উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ, পাখি আর জলচর প্রাণীর এত বিচিত্র সহাবস্থান রাজাজি জাতীয় অরণ্যকে ভরিয়ে তুলেছে।

মারাঠার নির্দেশে থেমে যায় জিপ। জিপ থেকে নামতেই চোখে পড়ে দুপাশের জঙ্গলের লন্ডভন্ড অবস্থা। চুপচাপ হাঁটছি গাইডের পিছু পিছু। চোখ আটকে যায় হাতির পায়ের ছাপে। আর তখনই, ঠিক সেই মুহূর্তে পাই একটা বোঁটকা গন্ধ। গাছের ডালপালা ভাঙাচোরা। হাতির টাটকা পুরীষ এখানে-ওখানে। বুনো হাতির পাল এখনই গিয়েছে এখান দিয়ে, ফিসফিস করে বলে গাইড মারাঠা। গভীর অরণ্য, সামনেই বুনো হাতির পাল, দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে তাড়াহুড়ো করে। ইচ্ছে না থাকলেও তাই তাড়াতাড়ি উঠে বসতে হয় জিপে।

শ্যামল চক্রবর্তী

নিউ এশিয়া সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের আরেক আকর্ষণ জুরং বার্ড পার্ক। প্রায় ২০ হেক্টর জায়গা জুড়ে দুশো প্রজাতির প্রায় আট হাজার পাখির এই বাসস্থানে পৌঁছনো যায় এম আর টিতে বুনলে স্টেশন হয়ে ২৫১ নম্বর বাসে। এখানে ভেতরে ঢোকার দক্ষিণা প্যানোরেল (মনোরেল) সহ ১৫ সিঙ্গাপুর ডলার। টাকাটা ভারতীয় মুদ্রায় অনেকই তবে ভেতরে ঢুকে মন খুশিতে ভরে যাবে। বিশাল কাচের দেওয়ালের ওপাশে নিয়ন্ত্রিত শীতল পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় পেঙ্গুইনের দল। তাদের কেউ সাঁতরাচ্ছে কেউ বা ছানাপোনা নিয়ে বিজ্ঞের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেন্টোসার মতো এখানেও ঘোরার জন্য আছে ছবির মতো মনোরেল তবে বাতানুকূল এই ট্রেনে চড়ার জন্য আলাদা দক্ষিণা লাগে। এখানে রয়েছে রংবেরঙের ম্যাকাও কাঁধে-পিঠে বসিয়ে পোলারয়েড ক্যামেরায় ছবি তোলার ব্যবস্থা। গোটাচারেক ম্যাকাও হাতে ও কাঁধে নিয়ে ছবি তুললাম পাঁচ সিঙ্গাপুর ডলার দক্ষিণা দিয়ে। ফটোগ্রাফার সঙ্গে সঙ্গেই সুদৃশ্য ফ্ল্যাপে ছবিটি ঢুকিয়ে হাতে দিয়ে দিল। অসংখ্য ফ্লেমিংগো তাদের নিজস্ব লেকে। এছাড়া এখানে রয়েছে পাখিদের অদ্ভুত কেরামতি দেখাবার অ্যাম্ফিথিয়েটার ও পৃথিবীর উচ্চতম কৃত্রিম জলপ্রপাত জুরং ফলস।

অত্রি ভৌমিক

শ্রীলঙ্কায় পাঁচদিন

চায়ের বদলে ডাবের জল পান করে চললাম নুয়ারা ইলিয়া দেখতে। এই সফরটি মনে রাখার মতো। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত চা-বাগান ও কোথাও একটি-দুটি শেড-ট্রি ছাড়া আর কিছু নজরে আসে না। রাস্তা সমানে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠেছে আর নেমেছে। এ যেন এক সবুজ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পথচলা। কাজে ব্যস্ত লোকজনও বিশেষ নজরে পড়ল না। মনোরম আবহাওয়া আর চারদিকে চোখ জুড়ানো সবুজ। লাঞ্চের সময় পার হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ড্রাইভার জানাল, আমরা রামবোডা ফলসে লাঞ্চ সারতে পারি। একটা বেশ কঠিন ঢাল ধরে নেমে রামবোডা ফলস। এই ফলসটি ছাড়াও আরও দুটি জলপ্রপাত ওই সবুজ বনানী ভেদ করে এসে প্রায় ১০০ মিটার নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। ধারাগুলি একটি গর্জের মধ্য দিয়ে এসে সরু নদীর আকার নিয়েছে। ঘন সবুজের মাঝখানে স্পষ্ট সাদা রেখার মতো একটি ড্যাম। ঢালুপথটি এত কঠিন যে সাধারণ গাড়ির পক্ষে নামাওঠা মুশকিল। হোটেলের নিজস্ব শক্তপোক্ত গাড়ি আছে যাত্রীদের নীচে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রেস্টুরেন্টের অবস্থান এত সুন্দর, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসে দুলছে সবুজ প্রকৃতির কোলে।

আমাদের দিনের শেষ স্টপ নুয়ারা ইলিয়ার গ্র্যান্ড হোটেলে। ড্রাইভারের কথামতো আমরা একটি চা ফ্যাক্টরি দেখতে চললাম। সে আমাদের একটি ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গেল। ফ্যাক্টরিতে একটি বিশেষভাবে সাজানো টি-কর্নারে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হল। হরেক স্বাদ আর গন্ধের চা পরিবেশন করা হল। কিন্তু আমরা ওদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম চা বাছাইয়ের কাজ। বললাম, তারাই আমাদের বেছে দিক শ্রীলঙ্কায় তৈরি শ্রেষ্ঠ চা। সযত্নে পরিবেশিত তিনরকমের চা পান করলাম। প্রতিবারে কাপ বদল করে দিল যাতে চায়ের স্বাদটি ঠিকমতো পাই। এ তো গেল চা ফ্যাক্টরিতে আপ্যায়নের কথা। ইতিমধ্যে গাইড এসে অপেক্ষা করছেন চা তৈরির কারখানা আর চা-বাগান থেকে নিয়ে আসা চা পাতা কীভাবে প্রিয় পানীয়তে পরিণত হয় তা দেখাবার জন্য। শেষ বিকেলে চা-বাগানটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্থির হয়ে থাকা এক মহাসমুদ্র। চারদিক এত চুপচাপ, মনে হচ্ছিল যেন একমাত্র এখানেই হতে পারে শান্তির নীড়।

প্রতাপকুমার রায়

ভ্রমণ

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের জন্য প্রতি মাসের 'ভ্রমণ' বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে Kolkata RMS L.Stg (GPO Kolkata)/বৃহত্তর কলকাতার বাইরে Kolkata RMS PSO, Colootola, Kolkata-700 073 থেকে পাঠানো হয়। 'ভ্রমণ' না পৌঁছলে অনুগ্রহ করে নীচের কুপনটি পূরণ করে এই ঠিকানায় পাঠান : Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhavan, P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 012

Post Master General (Kol Region)
West Bengal Circle, Jogajog Bhavan
P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 012

সবিনয় নিবেদন,

আমি **ভ্রমণ** পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক (সাধারণ ডাকের)। আমার প্রতি মাসের **ভ্রমণ** বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে Kolkata RMS L.Stg (GPO Kolkata)/বৃহত্তর কলকাতার বাইরে Kolkata RMS PSO, Colootola, Kolkata-700 073 থেকে পোস্ট করা হয়। ..... মাসের **ভ্রমণ** আমার ঠিকানায় এখনও পৌঁছয়নি। 'ভ্রমণ' কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি পত্রিকাটি যথাসময়ে আমার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। যাতে অবিলম্বে পত্রিকাটি পাই অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) : .....

ঠিকানা : .....

.....

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

শাদা ঘোড়া

ছোটদের স্বপ্ন আর যুদ্ধের রূপকথা। পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত

পঞ্চম মুদ্রণ। দাম ৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ঋষিকুমার

বাড়ির ছাদে নিজের হাতে বানানো চিড়িয়াখানা, চম্বলের ডাকাত, লাল-চোখ বেদে, বাঁশিওলা— এইসব নিয়ে ঋষিকুমারের রোমাঞ্চকর নানা অভিযানের কাহিনী। পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।

দাম ২০ টাকা

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ ☎ ২২৮৩-২৩২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ছোটদের বই

আমাজনের জঙ্গলে
রহস্যেঘেরা জল-জঙ্গলের রাজ্য আমাজনের পটভূমিকায় লেখা কিশোর উপন্যাস। ষষ্ঠ মুদ্রণ। ৫০ টাকা

হীরু ডাকাত
পাগলকরা ছন্দে দমবন্ধ করা ডাকাতের গল্প। নবম মুদ্রণ। ৪৫ টাকা
অডিও সিডি সহ মাত্র ১২০ টাকা

শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ৩০ টাকা

ছেঁড়াকাঁথার গল্প
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। ৫০ টাকা

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪০ টাকা

পাখির খাতা
পাখির ভাষায় পাখিদের গল্প। ২০ টাকা

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ১৫ টাকা

ঋষিকুমার
ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান। ২০ টাকা

তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা **হরিণের সঙ্গে খেলা** ১৫ টাকা
আমার বনবাস ১২ টাকা

বইমেলায় বেরচ্ছে
ভূতের বাঁশি
প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ। দাম ৪০ টাকা

ভ্রমণবই

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। মজবুত বোর্ড বাঁধাই। ১২০ টাকা

সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ ৬৫ টাকা
সঙ্গে বিনামূল্যে ১ঘণ্টার ভিসিডি

গল্প-কবিতা

নিমফুলের মধু
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৬০ টাকা

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
নতুন কবিতার সংকলন। বোর্ড বাঁধাই। ৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয় ১৫০ টাকা
২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির দুচাকায় দুনিয়া
চতুর্থ মুদ্রণ। ১৫০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। সহস্রাধিক পাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। ৩৫০ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড। ৭০৩ পাতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ২৭৫ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ ভিডিওচিত্র

বইমেলায় বেরচ্ছে সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে দাম ১০০ টাকা

এছাড়াও: আন্টার্কটিকা, আলাস্কা, আফ্রিকার জঙ্গলে, চিন, রাশিয়া, মিশর, মোঙ্গোলিয়া, মালয়েশিয়া, প্যারিস-ভিয়েনা, ব্যাংকক-পাটায়া, নেপাল, নর্থ থাইল্যান্ড, সাউথ থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, বালি-জাভা-সুমাত্রা, সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ, সুইজারল্যান্ড, নানা দেশের লোকনৃত্য

প্রত্যেকটা মাত্র ৫০ টাকা

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান, বুকস অ্যান্ড বিয়ন্ড ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 Ph: 2283-2320
E-mail:swarnakshar.prakasani@gmail.com Website: www.amarendrachakravorty.com

১০০ ভাগ খোসা ছাড়ানো কালো সর্ষে থেকে তৈরী, তাই ঝাঁঝ আছে কিন্তু অ্যাসিডিটির ভয় নেই!

সানরাইজ® সর্ষে পাউডার

শুদ্ধতার আশ্বাস

মনে রাখবেন

- পাউডারটি সরাসরি রান্নায় দেবেন না।
- আগে জলে ভিজিয়ে এক চিমটে নুন দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন।
- এবার পেস্টটি ১০ মিনিট রেখে রান্নায় ব্যবহার করুন।

SUNRISE® PURE

www.sunrise.in

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো

BHRAMAN ◻ Vol. 18 No. 12 ◻ 1 January 2011 ◻ Rs. 20 RN. 53133/93 ◻ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2010-2012

এলো যে শীতের বেলা
এবার শুধু বেরিয়ে পড়া।

Rose Valley Resort
Falakata

Rose Valley Resort
Lataguri

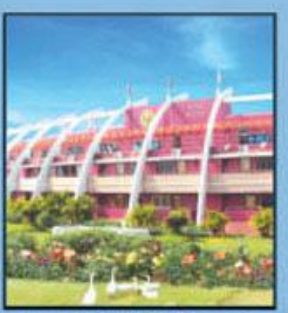

Rose Valley Resort
Mandarmoni

Rose Valley Resort
Port Blair

রোজভ্যালী গ্রুপ-এর উদ্যোগে সারা দেশে গড়ে উঠেছে নানান মানের রিসর্ট, হোটেল এবং বিনোদন পার্ক।

আগরতলায় **আমতলিতে রোজভ্যালী পার্ক**-এর দেদার মজার আয়োজন। হরেক সম্ভারে সজ্জিত এই পার্ক-এ রয়েছে ট্রিলা ভ্যালী, হরর হাউজ, ভরটেক, ফ্লুম রাইড, ক্যাটার পিলার, পাইরেট শিপ, মেরি গো রাউণ্ড, ডাকস রোলার কোস্টার সহ আরো কত কি! চলে আসুন রোজভ্যালী পার্কে আর মেতে উঠুন দেদার মজার আনন্দে। এছাড়াও আছে **বারাসাত পার্কে** নানান মজার আয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে নতুন ঠিকানা **মন্দারমনি**। এখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের ডিজাইন সমৃদ্ধ **রোজভ্যালী রিসর্ট**। **এছাড়াও উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা, লাটাগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ারে রয়েছে স্টার ক্যাটাগরির রোজভ্যালী রিসর্ট**। কলকাতা, তারাপীঠ, মেদিনীপুর, ওল্ড দীঘা, দুর্গাপুর ও শিলচর - এ রয়েছে **হোটেল রোজভ্যালী**। এককথায় রোজভ্যালীর অগ্রগতি অব্যাহত। আগামী দিনে রোজভ্যালী বিনোদনে অনেক কর্মকাণ্ড নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছে।

ROSE VALLEY
HOTELS & ENTERTAINMENTS LTD.
Corporate Office: PGE PLAZA, 52/06 V.I.P. Road, Kolkata - 700 059.
Ph.: 64545561, 40197200 / 7223. M: 9831399988, 9831599988.
Website : www.rosevalleyindia.com